আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে বাংলা পত্রিকার সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। -সম্পাদক

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৪১ || সোমবার || আষাঢ় ২৮ || ১৪২৯ || জিল হজ্ব ১৫ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 41 || 11 July || 2022 || USA. FREE in NY, Other State

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ঈদে রেমিট্যান্স প্রবাহে ঢল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পবিত্র ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে রেমিট্যান্স প্রবাহে ঢল নেমেছে। প্রবাসীরা গড়ে প্রতিদিন ১ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা দেশে পাঠাচ্ছেন। গত বুধবার এক দিনেই ২০ কোটি ৫০ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কখনই একদিনে এত রেমিট্যান্স দেশে আসেনি। সবমিলিয়ে ঈদের আগে ছয় দিনে ৭৩ কোটি ১০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার হিসাবে (প্রতি ডলার ৯৩ টাকা ৪৫ পয়সা) এ অর্থের পরিমাণ ৬ হাজার



৮৩১ কোটি টাকা। আর প্রবাসী আয়ের এই জোয়ারের কারণে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভ ৪০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নামার যে আশঙ্কা করা হচ্ছিল, তা আর নামবে না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা। গত ১০ জুলাই দেশে কোরবানির ঈদ উদাপিত হয়। সেই উৎসবকে কেন্দ্র করে কোরবানির পশুসহ প্রয়োজনীয় অন্য কেনাকাটা করতে অন্যবারের মতো এবারও পরিবার-পরিজনের কাছে বেশি টাকা পাঠাচ্ছেন প্রবাসীরা। সে কারণেই রেমিট্যান্সে উলম্ফন হচ্ছে বলে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

লাখো মুসল্লির উপস্থিতিতে সর্ববৃহৎ ঈদ জামাত শোলাকিয়ায়



ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ঈদুল আজহার জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে। রোববার (১০ জুলাই) সকাল ৯টায় জামাত শুরু হয়। ১৯৫তম ঈদের জামাতে এদিন লাখো মুসল্লির উপস্থিতি ছিল। জামাতে ইমামতি করেন শহরের মারকাজ মসজিদের ইমাম মাওলানা হিফজুর রহমান খান। ঈদগাহ ময়দানে জেলা প্রশাসনের (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

জনসনের উত্তরসূরী
ভারতীয় ঋষিকে চ্যালেঞ্জ পাকিস্তানী সাজিদের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে সময় ফুরিয়ে এসেছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের। তার উত্তরসূরি হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনক। তাকে ঘিরে জল্পনার মাঝেই এবার ঋষিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ময়দানে নামলেন পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত সাজিদ (বাকি অংশ ২০ পাতায়)



(শেষের

৩৩ বছর পর চীনা যুবক জানলেন, তিনি আসলে নারী!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ৩৩ বছর ধরে পুরুষ পরিচয়ে জীবন যাপন করে আসছিলেন চেন লি। তার ক্রোমোজোম (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

১০ বছরে ১১ দেশ ভ্রমণ করেছেন এই সবজি বিক্রেতা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিদেশ ভ্রমণ করতে হলে আগে কাড়ি কাড়ি টাকা উপার্যন করতে হবে। বড় কোম্পানির বড় কর্মকর্তা হতে হবে। নয়তো বড় মাপের ব্যবসায়ী হতে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

আড়াই কোটির বৃত্তি পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আসছে ভারতীয় তরুণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আড়াই কোটি টাকার বৃত্তি পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতক (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawny@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY


SHAH NAWAZ 2022
A SHAH VOTE IS A SURE VOTE
VOTE FOR
SHAH NAWAZ
DEMOCRATIC
DISTRICT LEADER
ASSEMBLY
DISTRICT 24A
TUE
JUNE 28
2022
FAIR & EQUAL REPRESENTATION
TRANSPARENT POLITICAL DECISION MAKING
SMALL BUSINESS EMPOWERMENT
Shah Nawaz
ShahNawazDistrictLeader@gmail.com
646-591-8396
www.shahnawaz.nyc
Paid for by Friends for Shah Nawaz

Astoria Street Fair 2022

এস্টোরিয়া পথমেলা ২০২২

Join the community Gathering

PLACE & TIME:
29 St. BET 36TH &
37TH AVE, *ASTORIA, NY 11106*
SUNDAY
July 24, 2022
AT 10:30AM
To
6:00PM

RAFFLE DRAW



SM PRINTING : 929-328-9192

CULTURAL PROGRAM
'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'
You are cordially invited
আপনারা সবাই আমন্ত্রিত


NYC Music Bangla Band

N Q R W

মেলায় থাকছে রকমারী খাবারের দোকান, কাপড়, কসমেটিক্স ও গিফটের দোকানসহ নানা রকমের স্টল

স্টল দিতে আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুন : 347 898 8383, 917 361 9556

এস্টোরিয়া পথমেলা ২০২২ কার্যকরী কমিটি

আহবায়কঃ
সোহেল আহমেদ

সদস্য সচিবঃ
মোঃ জাবেদ উদ্দিন

যুগ্ম-আহবায়কঃ
সাবের চৌধুরী
আবুল বাসার মিলন

যুগ্ম-সদস্য সচিবঃ
এমদাদ রহমান তরফদার
ফেরদৌস আলম ভূঁইয়া

সদস্যঃ

করেছ আহমেদ, মোঃ এহসানুল ইসলাম (শিমুল), আবু সোলেমান, মীর জাকির, রুবেল, ফয়জল আহমেদ, সাকির আহমেদ, এরশাদুল আমিন, আনোয়ার হোসেন, সামছুল ইসলাম, মোঃ মির্জা, গাজী এস.এ, জুয়েল, শেখ সিপার আহমেদ, মোঃ নুরুল হক, আব্দুল মোমিন, ফাহিমুজ্জামান তাওহিদ, হারুনুর রশিদ, দেলোয়ার হোসেন, সাদিকুর রহমান, গাজী বাবলু, মনিরুল ইসলাম, শাহজান শাহ, জুবের চৌধুরী, সাহেদ আহমদ, মোঃ মাহমুদ, সাইফুল আলম, আব্দুল্লাহ মাসুদ।

সার্বিক সহযোগীতায়ঃ

মোঃ আবু হামিদ (আবু), মোঃ মাসুম আহমেদ, পারুল, আমিন হোসেন, সুমন রয়, হেলাল উদ্দীন, আব্দুস সালাম, মাসুদুর রহমান খাঁন, তবারুর রহমান, মুহিদ পারভেজ, তানিম আহমদ চৌধুরী, সাহোয়ার হোসেন, কামাল আহমেদ মিলন, কাজল, মোঃ এহইে রশীদ, মোঃ আবদুল, আল-আমিন, দেওয়ান শরীফ, আলম হোসাইন, জামাল আহমেদ, দিলদার আহমেদ, মাসুদুর রহমান দিপু, সুমন, মিজান।

উপদেষ্টা মন্ডলীঃ

আঃ বাছিক, এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, এম এ কাইয়ুম, মাসুক চৌধুরী, সৈয়দ মামুন, তোজাম্মেল মিয়া (তালুকিদার), কাদের খান, আব্দুর রহমান, আজহারুল ইসহাক খোকা, আবু তাহের চৌধুরী চান্দু, ফক্কু চৌধুরী, এম আর সেলিম, ওয়াহিদ আলী, শাহেদ দেলওয়ার চৌধুরী, কামাল উদ্দীন লিটন।

স্পন্সর



আয়োজনেঃ

Astoria Welfare Society USA Inc
Community Organization (Non Profit Organization)
E-mail: mjabed1969@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // July 11 // 2022

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সিরাজুল আলম খান গুরুতর অসুস্থ



নিউইয়র্কঃ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক জাসদের তাত্বিক সিরাজুল আলম খান গুররুর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট ও জ্বর নিয়ে তিনি শমরিতা হাস-পাতালে ভর্তি রয়েছেন। হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার সিরাজুল আলম খানকে জরুরী আইসিইউ-তে ভর্তি করেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায় তিনি করোনাভাইরাস জনিত জটিলতা মুক্ত। তবে শারীরিক আরও বেশকিছু রোগে ভুগছেন। আপাতত আশংকামুক্ত অবস্থায় হাসপাতালে আইসিইউ-তেই আছেন তিনি।









কুলাউড়া এসোসিয়েশন অব নিউজার্সির বনভোজন ও মিলনমেলা-২০২২ সম্পন্ন

নিউজার্সিঃ গত ২রা জুলাই শনিবার, নিউজার্সির গ্রেইট মাউন্টেইন হিলে, মেহমান সহ প্রায় পাঁচ কুলাউড়া প্রবাসীদের অংশগ্রহণে সম্পন্ন হল কুলাউড়া এসোসিয়েশন অব নি-উজার্সির বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা-২০২২, সকালে বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের শুভ উদবোধন করেন এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ জুবায়ের আলী, সাথে ছিলেন এসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা মিয়া তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক গোলাম মুদাব্বির চৌধুরী সুলেমান সহ এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা বৃন্দ, বনভোজনে দিনব্যাপী ছিল খেলা-ধুলা, আড্ডা, মধ্যাহ্নভোজ, সব শেষে ছিল আলোচনা সভা, র ্যাফেল্ড্র ও পুরষ্কার বিতরণী, এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি রাজা মিয়া তালুকদার, সভা পরিচালনায় ছিলেন গোলাম মুদাব্বির চৌধুরী সুলেমান, অতিথি হিসেবে ছিলেন ও উপস্থিত থেকে বক্তব্যদেন ও পুরষ্কার বিতরণ করেন, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ জুবায়ের আলী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব লুতফুর রহমান চৌধুরী হেলাল, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ফারুক চৌধুরী, কুলাউড়া এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্কের নব নির্বাচিত সভাপতি আলা উদ্দিন, নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জাভেদ আহমদ, প্যাটারসন সিটির কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট শাহিন খালিক, কাউ-ন্সিল এট লারজ এম ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, প্রস্পেক্ট পার্ক সিটির কাউন্সিলম্যান আবুল হোসেন সুরমান, এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা সদস্য অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা চৌধুরী নিপন, আব্দুল মুক্তাদির তোফায়েল, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আব্দুল আউয়াল সিপার, আনোয়ারা চৌধুরী পারেক, আবু সুফিয়ান, গোলাম ইস্পাহানী মাছুম, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি আহবাব হোসেন খোকন, মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নিউজার্সির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহসিন, সৈয়দ খালিদ আলী, ওয়েস আহমদ চৌধুরী, মেঘা আলাউদ্দিন, কুলাউড়া এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক থেকে আরো যারা অংশগ্রহণ করেন সহ সভাপতি এফ মালিক মুরাদ, সহ সাধারণ সম্পাদক মাশুক আহমদ সুজন, কেশিয়ার ওবায়দুর রহমান কামাল, প্রচার সম্পাদক এনামুল ইসলাম খান, সাহিত্য সাংস্কৃতিক সম্পাদক,সামছুন নাহার, সদস্য বদরুল ইসলাম মিন্টু, মইনুর রহমান সুয়েব, আলতাপ হুসেন, ইমরুল ইসলাম জেবুল এবং ছিলেন ইমদাদুল ইসলাম দিপু, এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি আব্দুল লতিফ খান, খেলা-ধুলার পুরস্কার বিতরন পর্ব পরিচালনায় ছিলেন আমিনুল ইসলাম, তারেক চৌধুরী ও আতিকুর রহমান আজাদ, বনভোজনে কুলাউড়া এসোসিয়েন অব নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত সকল কর্মকর্তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান কুলাউড়া এসোসিয়েশন অব নিউজার্সি কর্মকর্তাবৃন্দ, বনভোজনে দিনব্যাপী খেলা-ধুলা, খাওয়া-দাওয়া সহ আয়োজঙ্কে সফল করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম তাদের মধ্যে উলেখযোগ্য নিউজার্সি ফ্রেন্ডস এন্ড ফেমলী এবং এসসিয়েশনের সহ সভাপতি মোঃ খায়রুল ইসলাম, আব্দুল লতিফ খান, মোঃোআতিকুল ইসলাম শাহিন,আব্দুল অদুদ, আতিকুর রহমান আজাদ, তারেক চৌধুরী, শাহ মিজান, শিহাব, আমিনুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, সৈয়দ খুবায়েব আলী, সৈয়দ ইমন ইসলাম, ময়নুল চৌধুরী শাহান, আশ্রাফুল ইসলাম পাবেল, শাহ নুরুল ইসলাম, মেলার আনন্দ বাড়িয়েদেয় বিবাহ শেষে নবদম্পতি বর-কনের আকর্ষিক আগমন, নবদম্পতিকে কুলাউড়া এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা মুহুর মুহুর করতালির মাধ্যমে ফুল দিয়ে বরণ করেন, পুরষ্কার বিতরণী ও র ্যাফল্ড্র শেষ তৃপ্তির ঢেকুর নিয়ে সকলেই বাড়ী ফিরেন...।

Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & pre-cautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compen-sation and N/F



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

দুঃখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ
সরকারি উদ্যোগ জরুরি

নতুন এক বৈশ্বিক জরিপে বিশ্বে সবচেয়ে দুঃখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ সপ্তম স্থানে অবস্থান করছে। 'গ্যালাপ ২০২২ গ্লোবাল ইমোশনস রিপোর্ট' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে ১২২টি দেশের তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানে বাংলাদেশের স্কোর ৪৫। আফগানিস্তান ৫৯ স্কোর নিয়ে দুঃখী দেশের তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

বলাবাহুল্য বর্তমান বিশ্ব যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি, মহামারি, দারিদ্র্য, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতিবাচক পারিপার্শ্বিকতা, ক্ষুধা, একাকিত্ব ও কাজের সুযোগের অভাবের মতো সমস্যায় ভুগছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় ৪২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তারা অনেক বেশি উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, যা ২০২০ সালের তুলনায় দুই শতাংশ বেশি।

এর আগে গত মার্চে জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্টে দেখা গিয়েছিল, বিশ্বের সুখী দেশের তালিকায় সাত ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। ১৪৬টি দেশের তালিকায় এ বছর ৯৪ নম্বরে এসেছে বাংলাদেশ। আগের বছর ১৪৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০১। দুটি তালিকার তথ্য পরস্পরবিরোধী। একটিতে মনে হয় দেশ সুখের দিক থেকে এগিয়েছে, আরেকটিতে মনে হয় পিছিয়েছে। কিন্তু আসলে এই দুই সংস্থার জরিপের সুখের পরিমাপক দুই ধরনের হওয়ায় অবস্থাগত পার্থক্য তৈরি হয়েছে।

গ্যালাপের জরিপে যেসব বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে দুঃখী মানুষের তালিকা করা হয়েছে, সেটিকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। জরিপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের ২৩ শতাংশ পুরো জীবন-যাপন ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে ক্ষুব্ধ। মহামারিজনিত শারীরিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক মন্দা এ অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। তাই তাদের দুঃখ নিরসনে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মতো সরকারি উদ্যোগ জরুরি।

এদিকে মহামারী করোনা আর ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে বিশ্বপ্যাপী জিনিসপত্রের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এছাড়াও নানা অজুহাতে বাংলাদেশে অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট কারসাজি করে প্রায় সব ধরনের পণ্যের দাম বাড়িয়েছে। এক মাসের ব্যবধানে বাজারে সব ধরনের চাল, পেঁয়াজ, মসলাজাতীয় পণ্যসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বেড়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে ধর্মীয় কোনো উৎসব উপলক্ষে যেখানে পণ্যসামগ্রীর দাম কমানো হয়, সেখানে আমাদের দেশের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশেষ করে পবিত্র রমজান মাস আর দুই ঈদে দ্রব্যমুল্য বেড়ে যায়। এখানে ভোক্তাদের জিম্মি করে পণ্যের দাম বাড়ানো হয়। এই অনৈতিক ও অগ্রহণযোগ্য মানসিকতা পরিহার করতে হবে। যেকোন উৎসবে সব ধরনের পণ্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি নয়, বরং স্থিতিশীল থাকবে এটাই সবার প্রত্যাশা। এজন্য সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতার পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ জরুরি।

ভারত কি বাংলাদেশকে গুরুত্বহীন মনে করছে?

কামরুল হাসান দর্পণ

ভারতের কাছে কি বাংলাদেশের গুরুত্ব কমে গেছে, এমন একটি প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। মুখে মুখে বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ককে 'সোনালি সময়', 'বন্ধুত্বের ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়'সহ আরও নানা বিশেষণে অভিহিত করা হলেও সাম্প্রতিক সময়ে কার্যক্ষেত্রে ভারতের আচরণে তার প্রতিফলন ঘটছে না। বাংলাদেশকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না ভারত। এক ধরনের অবহেলা ও শীতল আচরণ করছে। বিশেষ করে গত মাসের ১৮ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জয়েন্ট রিভার কমিশনের (জেআরসি) মিটিংয়ে যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন অংশগ্রহণ করেন, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি। মোদি তার সাথে দেখা করার সময় বের করতে পারেননি বা দেখা করেননি। অথচ, এই এ কে আবদুল মোমেনই বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে 'স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সেই তিনিই মোদির সাক্ষাৎ পাননি। এ ঘটনা থেকে কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ভারত বাংলাদেশকে এখন খুব একটা আমল দিচ্ছে না। ভারতের জন্য বাংলাদেশ কী না করেছে! ভারতের কোনো কিছু চাইতে দেরি হয়েছে, বাংলাদেশ সরকারের দিতে দেরি হয়নি। উচ্চারণ মাত্রই দিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার চাওয়ার মধ্যে একটি জিনিসই ভারতের কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে চেয়েছিল। সেটি হচ্ছে, তিস্তা চুক্তি। ভারত তা নানা টালবাহানায় ঝুলিয়ে দিয়েছে। এ চুক্তি এখন সুদূরপরাহত।

দুই.

ভারত যে বাংলাদেশকে এখন 'দাম' কম দিচ্ছে, তা ভারতের মিডিয়ার চোখ এড়ায়নি। বিশেষ করে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনের সাথে মোদির সাক্ষাতের সময় বের করতে না পারা থেকেই বিষয়টি নিয়ে তারা নড়েচড়ে বসেছে। তারা বিষয়টিকে বাংলাদেশকে ভারতের কম গুরুত্ব দেয়া হিসেবে মনে করছে। মোমেনের সফরের আগে ৮ জুন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফরের সময় মোদি যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে সাক্ষাৎ দিয়েছেন, তার সাথে তুলনা করে বাংলাদেশকে কম গুরুত্ব দেয়ার প্রসঙ্গটি আনা হয়েছে। দেশটির একটি গণমাধ্যম 'ইরানের মন্ত্রীর নয়াদিলীর সময় ছিল কিন্তু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য নয় কেন?' এমন শিরোনাম দিয়ে গত মাসের শেষের দিকে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে প্রশ্ন তুলে বলা হয়, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির-আব্দুল্লাহিয়ানের প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে সৌজন্য দেখিয়েছেন, তার খানিকটাও যদি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনের প্রতি দেখাতেন, তাতে কি আকাশ ভেঙে পড়ত? ৮ থেকে ১০ জুন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত সফরের সময় মোদি তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বের করেছিলেন। মোমেনের ১৮ থেকে ২০ জুন নয়াদিল্লী সফরের সময় তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সময় ছিল না। প্রতিবেদনে বলা হয়, কোন দেশকে ভারত গুরুত্ব দেয় তা বিচারের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে, মোদির সাথে সেই দেশের প্রতিনিধির সাক্ষাৎ এবং একটি ফটোসেশন। সেই মাপকাঠিতে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অগ্রাধিকারে বাংলাদেশের স্থান কোথায়? ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মোদির সাক্ষাতের সময় ঠিক করার পেছনে ছিলেন স্বয়ং মোদি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। মোমেনকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল শুধু ভারতের উপরাষ্ট্রপতি এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডুর সঙ্গে বৈঠক করে। সত্যি বলতে এটা বৈষম্যমূলক এবং ভয়ংকর। অন্য কিছুর জন্য না হলেও নুপূর শর্মা-নবীন জিন্দালের মহানবী (স.) কে নিয়ে জঘন্য মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো থেকে বিরত থাকার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাতে মোমেনের সাথে মোদির দেখা করা উচিত ছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়, ঢাকা সারাবিশ্বের একটি প্রধানতম ইসলামী দেশের রাজধানী যা রক্ষণশীল দেশটিকে বিদ্রোহের মধ্যেও নীরব থেকে নয়াদিল্লীকে লজ্জা থেকে রক্ষা করেছে। ভারত যখন কোনঠাসা অবস্থায় ছিল, তখন শেখ হাসিনা সরকার সহানুভূতিশীল এবং অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে কাজ করেছিল। অথচ ভারতের জন্য বাংলাদেশ যা করে চলেছে, দিল্লী তা স্বীকার করছে না। নয়াদিল্লী গোপনে বাংলাদেশকে কি বলল তা যথেষ্ট নয়, তবে তারা প্রকাশ্যে ঢাকাকে মুক্তকণ্ঠে কখনোই ধন্যবাদ জানায় না। প্রতিবেদনে প্রশ্ন করা হয়, ভারত কি তার প্রতিবেশীকে (বাংলাদেশ) খুব হলকাভাবে নিচ্ছে? এর কারণ কি এটির কোনো তেলক্ষেত্র নেই, পারমাণবিক উচ্চাকঙ্খা নেই, পশ্চিমের মতো বিশ্ব শক্তির সাথে পারমাণবিক আলোচনায় জড়িত নয় বলে? প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ হাসিনা শীঘ্রই ভারতে সফর করবেন। দেখা যাক, নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা যেভাবে অসামান্য উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন, শেখ হাসিনা তা পান কিনা। ভারতের গণমাধ্যমের এ প্রতিবেদন থেকে পুরোপুরি না হলেও ভারত বাংলাদেশকে কী চোখে দেখে, বাংলাদেশ ভারতের জন্য কী করেছে এবং ভারত তার মূল্যায়ন কীভাবে করছে, তার একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। এটা নতুন কিছু নয়। ভারতের আচরণে বরাবরই এটা প্রতিফলিত হয়, বাংলাদেশ ভারতের প্রতি আনুগত্যশীল থাকবে এবং সে যা বলবে বা চাইবে, সেভাবেই হবে। এর নজির বহু দেখা গেছে। ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বাংলাদেশ কোনো ধরনের দর কষাকষি ছাড়াই যেভাবে দিয়েছে, তার জন্য ভারত কখনোই সৌজন্য স্বরূপ 'ধন্যবাদ'টুকু দেয়নি। তার আচরণে এটাই প্রকাশিত হয়েছে, বাংলাদেশ তাকে এসব সুবিধা দিয়ে উল্টো 'ধন্য' হয়েছে কিংবা তা দিতে বাধ্য। অবশ্য আমরা সরকারের মন্ত্রী-এমপি থেকে শুরু করে নেতা-কর্মীদের তরফ থেকে 'ধন্য' হওয়ার মতো কথাবার্তা শুনেছি, এখনও শুনছি। ভারতের কাছ থেকে কিছু না পেলেও তারা একপাক্ষিকভাবে রক্তের সম্পর্ক, রাখীবন্দনের সম্পর্ক, যেকোনো দেশের চেয়ে অনন্য উচ্চতার সুসম্পর্ক ইত্যাদি নানা অভিধায় অভিহিত করেছেন ও করছেন। এক দেশ আরেক দেশের সাথে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে দেনদরবার, লেনাদেনা করবে– এটাই স্বাভাবিক। উভয় ক্ষেত্রে ভারসাম্যমূলক সন্তুষ্টি ও সম্পর্কের প্রকাশ থাকে। ভারতের প্রতি আমাদের এমন নিঃস্বার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বিশ্বের আর কোনো দেশে দেখা যায় না। একপাক্ষিক এই 'ধন্য' হয়ে যাওয়া যে, দেশের মানুষ কখনোই ভালভাবে নেয়নি, তা সরকার বুঝতে চায়নি। এমনকি ভারতের সচেতন মহলও যে ভারতের একতরফা আচরণে লজ্জা পাচ্ছে, তা উল্লেখিত প্রতিবেদন থেকেই বোঝা যায়। বাংলাদেশের সাথে ভারতের এই আচরণ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, বাংলাদেশকে তার এখন গুরুত্ব দেয়ার কিছু নেই। আবার যখন প্রয়োজন হবে তখন দেয়া হবে। এর জন্য ভারতকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কেউ যদি গুরুত্ব পাওয়ার সব উপাদান স্বেচ্ছায় হারিয়ে ফেলে, তখন অন্য কেউ কেন গুরুত্ব দেবে? আজ নেপাল ভারতের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে এ কারণে যে, তার কাছে গুরুত্ব পাওয়ার এমন কিছু আছে বা এমন আচরণ করে, তাতে ভারতের গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই।

> ***আমাদের সরকারের মধ্যে এমন একটা প্রবণতা রয়েছে, শুধু ভারত আমাদের পাশে থাকলে আর কারো প্রয়োজন নেই। এটা এক ধরনের কূপমুন্ডুক মানসিকতা। এখন ভারত যে আমাদের গুরুত্ব দিচ্ছে না, তাতে এ প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়?***

তিন.

আমাদের সরকারের মধ্যে এমন একটা প্রবণতা রয়েছে, শুধু ভারত আমাদের পাশে থাকলে আর কারো প্রয়োজন নেই। এটা এক ধরনের কূপমুন্ডুক মানসিকতা। এখন ভারত যে আমাদের **(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

জুলাই	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ফজর	৩.৫৮	৩.৫৯	৪.০০	৪.০১	৪.০২	৪.০৩	৪.০৫
সূর্যোদয়	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৮
জোহর	০১.০১	০১.০১	০১.০২	০১.০২	০১.০২	০১.০২	০১.০২
আসর	৬.১২	৬.১২	৬.১২	৬.১২	৬.১২	৬.১২	৬.১২
মাগরিব	৮.২৯	৮.২৮	৮.২৮	৮.২৭	৮.২৭	৮.২৬	৮.২৫
এশা	১০.০৪	১০.০৩	১০.০২	১০.০১	১০.০০	৯.৫৯	৯.৫৮

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকের গলায় জুতার মালা:এ দায় কার?

শৈলেন কুমার দাশ

বেশ কিছুদিন ধরে মন খুব খারাপ বন ্যায় দেশের মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ঠ দেখে। এরই মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী অবদান, পদ্মা সেতুর উদ্বোধন দেখে বেশ ভাল লাগছিল। তারপর চরম এক লজ্জা আমাকে গ্রাস করে, কারণ মহান এক শিক্ষকের গলায় জুতার মালা উপহার দেয় যে দেশ, সে দেশে আমার জন্ম বলে! বিশ্বনেতা, হিমালয়ের মত সুউচ্চ শির বঙ্গবন্ধুর সোনার স্বদেশ এর এ কি পরিণতি ভেবে! অথচ তাঁরই স্নেহধন ্য সুযোগ ্য কন ্যা, যার শিক্ষা নিয়ে বড় হওয়া শেখ হাসিনা দেশের প্রধানমন্ত্রী। সবচেয়ে মনকে বড় পীড়া দিয়েছে পর পর বেশ ক্কটি জঘন্য দুরাচারী, মানবতা ও মানব সভ ্যতা গর্হিত ঘটনা ঘটার পরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা দেখে।

এইতো ক্কদিন আগে সংসদ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুন্দরভাবে বাবার দেয়া শিক্ষা যেমন, রিকশা চালককে আপনি বলে সম্বোধন করা, বাড়ির কাজের সহযোগীদের মনে কষ্ঠ না দেয়া ইত ্যাদি বলছিলেন। আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম এবং বঙ্গবন্ধুর মত একজন মহান ও আদর্শ বাবাকে হারানোর যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। কিন্তু আজ যখন মহান এক শিক্ষককে অনাচারীরা পুলিশ প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে জুতার মালা পড়ায় তখন সেই আদর্শ বাবার কন ্যা রাষ্ট্র ক্ষমতায়। যিনি সুকঠোর ব ্যক্তিত্বের অধিকারী এবং অন্তরে অত ্যন্ত স্নেহশীলা। তাইতো তাঁর কাছে প্রত ্যাশা অনেক। আর এই প্রত ্যাশা আমারই বা হবে না কেন? দেশকে দুষ্ঠ কুটিল রাহুর কবল থেকে মুক্ত করে সোনার স্বদেশ গড়ার অঙ্গীকার তাঁর নিজের। কিন্তু আজ যখন আমাদের দেশের শিক্ষকদের সম্মান জুতার মালায় এসে পৌঁছেছে তাঁর নীরবতা আমি মেনে নিতে পারছিনা। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে অমি আমার পূর্বধারণা করার সামান ্য ক্ষমতা দিয়ে দেখছি এ ঘটনার অতি দ্রুত সর্বোচ্চ বিচার না করলে এবং এই শিক্ষককে সুযোগ ্য সম্মান না দিলে, প্রকৃতিই এর ভয়ানক পরিণতির দিকে ধাবিত হবে। এই শিক্ষককে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব করলেও এ পাপের শেষ হবেনা। তাই রাষ্ট্রের উচিত জাতির পক্ষ থেকে এই শিক্ষককের কাছে ক্ষমা চাওয়া। কারণ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত মহান দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষককে দুরাচারীদের চরম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে রাষ্ট্র রক্ষা করতে পারেনি বলে।

এই উপমহাদেশর প্রাচীন রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে যদি আমরা একটু দেখি। মহাভারতের কৌরব রাজের রাজসভা। মহাজ্ঞানী, মহাশাস্ত্রজ্ঞ, মহারথী পিতামহ ভীষ্ম, মহাবীর ধনুর্ধারী রাজগুরু দ্রোনাচার্য ্য এবং মহাবেদজ্ঞ রাজপৌরহিত কৃপাচার্য ্য এর উপসিস্থতে অগ্নিকন ্যা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করে দুঃশাসন। পুজাযোগ ্য এই মহান নারী করুণ আর্তনাদে বলেছিলেন, হে পন্ডিতজন, হে গুরুজন, হে মহামহিম পিতামহ ভীষ্ম আপনাদের উপস্থিতে আপনাদের কন ্যা সমতুল ্যা, বধূ সমতুল ্যা এক কোল বধূর এ হেন লাঞ্চনা। এ মহাপাপের কারণে আপনারা যত বড়ই রথী মহারথী হোন না কেন আপনাদের শেষ রক্ষা হবেনা। আপনাদের বিনাশ অনিবার্য। জগৎ চিরকালই মহাপাপের ভাগীদার বলে উদাহরণ হিসাবে আপনাদের কথা উল্লেখ করবে। সত ্য সত ্যই তাঁদের শেষ রক্ষা হয়নি। শিক্ষকরাও সর্বদাই পুজাযোগ ্য যেকোন সমাজে। নীতি, আদর্শ ও শাস্ত্র তো তাই বলে। এই মহান শিক্ষককে যখন চরম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে জুতার মালা পড়ানো হয় তখন তিনিও হয়তো চরম মনোকষ্টে বলেছেন যে রাষ্ট্র এক শিক্ষককের মর্যাদা এভাবে পদদলিত করে এর বিনাশ অবস ্যম্ভাবী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা আপনাকে গভীরভাবে ভালোবাসী। আমরা সব সময়ই আপনার শুভ ও সুন্দরের কামনা করি। আপনার উত্তোরত্তোর সম্মান, সুনাম ও যশ কামনা করি। তাই আপনার কাছে প্রত ্যাশাও বেশী। এ জন ্যই আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের চরম শাস্তি প্রদানের মধ ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও জাতিকে পাপমুক্ত করবেন। এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যাতে ভবিষ্যতে কেউ আর এমন দুষ্কর্ম করতে সাহস না পায়।

এই মহান শিক্ষককে যখন জুতার মালা পড়ানো হয় তখন নীল পোষাকে সজ্জিত সারি সারি পুলিশ দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন কাউকে গার্ড অব অনার দিয়ে কোন সংবর্ধনার আয়োজন করছে। আর এই নিরীহ, সৌম, সুন্দর ও মহান



মানুষটি তখন উর্ধ্বাকাশের দিকে করজোড়ে মিনতী করে যেন বলছিলেন, হে ঈশ্বর জাতিকে এ মহাপাপ থেকে রক্ষা কর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ এ অবস্থা সৃষ্টি হতোনা যদি দেশের আইন প্রণেতা মহান সংসদ সদস ্যরা এমন দুষ্কর্মের সাথে মধ্যে মধে ্য জড়িত না হতেন। যেমন ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট আসনের প্রাক্তণ এমপি মহোদয়ের কুস্বার্থ চরিতার্থ করতে এক শিক্ষক রাজি না হওয়ায় তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, এই শিক্ষককে তিনি সিলেটের জনবহুল রাস্তায় এনে বেত্রাঘাত করবেন। এই মহান শিক্ষক তাঁর সম্মান রক্ষার জন ্য আত্মগোপন করে শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন। বিধির কি নির্মম পরিহাস, কিছুদিন পর এই এমপি মহোদয় হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। আর বেঁচে যান এই শিক্ষক জঘন ্য শাস্তির হাত থেকে। এমপি মহোদয়ের মৃত্যু কামনা হয়তো এই শিক্ষক করেননি, শুধু তাঁর সম্মান বাঁচানোর জন ্য পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। আরেক মহান এমপি মহোদয়, যার প্রতাপে নারায়নগঞ্জের তৃণ, গুল্ম পর্যন্ত ভয়ে প্রকম্পিত। তিনি তো একজন শিক্ষককে কানে ধরে ঠেনে হিঁছড়ে এনে, কান ধরে উঠ বস করিয়েছিলেন। মিডিয়ার মাধ ্যমে গোটা দেশ, বিশ্ব দেখল আর ধিক্কার দিল এই মহান এমপি মহোদয়দের। তবে মনে হয় এসব ধিক্কারে তাদের কিছু আসে যায় না। এমপি মহোদয়রা যদি শিক্ষক ও জনসাধারণের সাথে এমন জঘন ্য আচরণে লিপ্ত হন তবে তাদের অনুশারীরা আর কি শিখবে?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয় গুলি আগে যদি কঠোর হস্তে দমন করা হতো। এমপি মহোদয়দের আচরণ পরিবর্তনের জন ্য কাউন্সিলিং করা হতো তাহলে আজকের জঘন ্য এই সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি হতোনা। মূলতঃ এমপি মহোদয়দের জনগর্হিত জঘন ্য আচরণের ফলই আজ নড়াইল এবং আশুলিয়ার ঘটনা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শান্ত, সুন্দর, নম্র ও ধীর মানুষগুলো যেকোন সমাজের জন ্য সম্পদ। কারণ এদের জন ্য বাড়তি কোন সামাজিক মূল ্য (সোশ ্যাল কস্ট) নির্ধারণ করতে হয়না। তাইতো উত্তর আমেরিকার সুন্দর দেশ কানাডা এমন মানুষকে খোঁজে বেড়ায় গোটা বিশ্বব ্যাপী। আর এমন মানুষ তৈরী হওয়ার জন ্য সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে সুন্দরের সাধনা হয়, আত্মনিবেদনের বাণী উচ্চারিত হয় প্রাত ্যহিক পুজা ও আরাধনার মধ ্য দিয়ে। নড়াইল কলেজের প্রিন্সিপাল স্বপন কুমার বিশ্বাস এবং আশুলিয়ায় ছাত্রের প্রহারে নিহত কলেজ শিক্ষক উৎপল কুমার সরকার এমন সংস্কারের মধ্যেই বেড়ে উঠা মানুষ। তারা হিংস্রতা জানে না। হিংস্রতা থেকে ক্রোধের সৃষ্টি যা মনুষ ত্ব ধ্বংস করে দেয়। সুধীর মানুষেরাই সমাজের জন ্য কাম ্য এবং সমাজ তাদেরকে মনে রাখে শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়। দেশের প্রকৃত উন্নয়নে সৌম, সুন্দর, শান্ত, সুধীর মানুষের কোন বিকল্প নেই। তাই এসব মানুষেকে লালন করা প্রয়োজন। তাদের উপযুক্ত বিকাশ ও প্রসারে সহযোগিতা প্রয়োজন। ফলে তারা দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। সোনার বাংলা ভরে উঠবে সোনায় সোনায়। সবার মিলনে প্রীতির তীর্থভূমি হবে আপনার প্রিয় বাংলাদেশ। যা আপনার এবং বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন।

এ সুন্দর মানুষ গুলিকে অসম্মান করে তাড়িয়ে দেয়ায় হীন রাজনৈতিক কুটিল জালে জড়িয়ে গেলে এ হবে আত্মঘাতেরই সামিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় আপনি অনেক বিশ্বনেতাকে অতিক্রম করেছেন। তাই এ বিষয় গুলি আপনাকে বুঝানোর মত দুঃসাহস আমার নেই। শুধু আপনার নীরবতা ভাঙ্গানোর জন ্য আমার এ প্রয়াশ। আমি, আমরা আপনাকে খুব ভালোবাসী। তাইতো চাই কোন হীন কুটিল চাল যেন আপনাকে স্পর্শ না করে। যা আপনাকে আমাদের ভালোবাসা ও বিশ্বাস থেকে দূরে না নিয়ে যায়। আমার সাত বছরের পুত্র শ্রীশান আপনার বাবাকে শেখ মুজিব দাদু বলে সম্মোধন করে। আর আপনাকে ডাকে পিপি। বঙ্গবন্ধুর গালের ব্ল্যাক স্পট তার খুব পছন্দ। কারণ তারও গালে একটি ব্ল্যাক স্পট আছে। বড় হলে তার ব্ল্যাক স্পটটি নাকি তার শেখ মুজিব দাদুর মতই হবে। তার মত বাংলার এমন হাজারো শিশুর মনের সুন্দরের মধ্যে যেন আপনার এবং বঙ্গবন্ধুর স্থিতি হয় অনাধিকাল।

আর একটি প্রাচীন উদাহরণ দিয়ে লেখাটি শেষ করতে চাই। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে শরশয ্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মের কাছে বিজয়ী মহারাজ যুধিষ্ঠি রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি শিখতে চাইলে, তিনি বলেন, একটি কথা সব সময় মনে রেখ বৎস ্য- রাজনীতিতে শত্রু-মিত্র বলতে কিছু নেই। আজ যে শত্রু, কাল সে মিত্র। তবে দুরাচরী, অনাচারী, অধর্মী (ধর্মকে ব ্যবহারকারী, সত ্য ও ন ্যায়ের পরিপন্থী, নারী ও দুর্বলের প্রতি আক্রমণকারী) ও কৃতঘ্ন এর সঙ্গ সর্বদাই পরিতাজ ্য। আর মূর্খ ও নীতি গর্হিত মিত্রের চেয়ে সজ্জন ও জ্ঞানী শত্রু অনেক উত্তম। তাঁদের সাথে সদ্ভাব রাখা, প্রয়োজনে তাঁদের পরামর্শ নেয়া যায়। ভুল হলে মার্জনীয়।

লেখক: কানাডা প্রবাসী।
email:
shailan.kumar.dash@gmail.com



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

বরিস জনসনের বিদায়ে খুশি হওয়ার সুযোগ কতটা?

আদিত্য চক্রবর্তী



গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত করছাড়' ঘোষণা করে। জনসনের পরে যেই ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে আসুক না কেন, কীভাবে জনগণের ওপর ভ্যাট আরোপ করা যাবে অথবা করপোরেট করহার কমানো যাবে–তা নিয়েই কথাবার্তা বলবেন।

সদ্য পদত্যাগ করা মন্ত্রী ঋষি সুনাক ২০১৯ সালে টোরি পার্টির (কনজারভেটিভ পার্টি) নেতা হিসাবে বরিস জনসনের মনোনীত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি একটা যৌথ বিবৃতির সহ-লেখক ছিলেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'বরিস জনসন আশাবাদী একজন মানুষ। একটা আনন্দপূর্ণ অনুভূতি পুনরুদ্ধারে এবং কনজারভেটিভরা ব্রিটেনের জন্য যা করতে চায়, তার জন্য আশাবাদ জোগাতে সহায়তা করবেন তিনি।' বৃহস্পতিবার রাতে সুনাক হঠাৎ করেই বরিস জনসনের ওপর তাঁর আগের সেই আস্থা হারিয়ে ফেললেন। বরিস জনসন সম্পর্কে সবাই যেটা জানে, সেটা আবিষ্কার করতে তাঁর তিন বছর লেগে গেল।

সুনাক তাঁর শেষ সপ্তাহটা উদ্‌ যাপন করলেন কীভাবে? 'গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত করছাড়' ঘোষণা করে। জনসনের পরে যেই ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে আসুক না কেন, কীভাবে জনগণের ওপর ভ্যাট আরোপ করা যাবে অথবা করপোরেট করহার কমানো যাবে–তা নিয়েই কথাবার্তা বলবেন। ফর্মুলা ওয়ান রেসের মাঠে শ্যাম্পেনের ফোয়ারা ছুটিয়ে কীভাবে আরও শতকোটিপতির সংখ্যা বাড়ানো যাবে, সেই চিন্তাই তাঁরা করবেন। এমন কোনো নীতির কথা তাঁরা চিন্তা করতে পারবেন না, যাতে খাদ্যপণ্যের দাম কমে, বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য বিনিয়োগ বাড়ে অথবা হাসপাতাল নির্মাণ করা যায়।

যুক্তরাজ্যে সরকার পরিচালনার জন্য নতুন কোনো ব্যবস্থাপক দরকার নেই। যুগের পর যুগ ধরে যাঁরা বঞ্চিত, তাঁদের জন্য ক্ষমতা ও সম্পদের ভিন্ন এক ব্যবস্থাপনা যাতে তৈরি হয়, সেই প্রত্যাশাই এখন জনগণের। যুক্তরাজ্যের জনগণের প্রতিদিনকার জীবন-যাপনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এ রকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সরকার এখন সময়ের দাবি। বরিস জনসনের সঙ্গে তাঁর অনুসারীদের বিদায়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃত উদ্‌যাপন হতে পারে।

এ সপ্তাহে মন্ত্রীরা 'বিশুদ্ধতা' ও 'শিষ্টাচার'-এর নামে পদত্যাগ করেছেন। এটা তাঁদের কোনো গুণের প্রকাশ নয়। তাঁরা, 'একটা ডুবন্ত জাহাজ থেকে পলায়নরত ইঁদুর'। ব্রিটেনে আজ বাবা-মা তাঁদের সন্তানদের কীভাবে ভালোভাবে খাওয়াবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন, কর্মজীবীরা ভীত এই ভেবে যে কাল তাঁদের কাজটি থাকবে কি না, যেভাবে জ্বালানির দাম বেড়েই চলেছে, তাতে আগামী শীতে কীভাবে বিল পরিশোধ করবেন, তা নিয়ে পেনশনভোগীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ তৈরি হয়েছে।

এই যখন অবস্থা, তখন টোরি পার্টির সংসদ সদস্যরা মাসের পর মাস ধরে সরকার পরিচালনা না করে বরং কীভাবে সঠিক সময়ে তাঁদের নেতাকে ছুড়ে ফেলা যাবে, সেই ষড়যন্ত্র নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর বদলকে শখের বদল হিসেবেই দেখছেন।

এক দিক থেকে বরিস জনসনকে খুব সঠিক বলে মনে হয়। কেননা, মধ্যবয়স্ক একজনের পক্ষে নিজের স্বভাব বদল করা সম্ভব নয়। সেটা বদলের ইচ্ছাও জনসন কখনো প্রকাশ করেননি। কিন্তু যে রাজনীতিবিদ, অর্থদাতা ও সাংবাদিকেরা তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিয়েছিলেন, তাঁরাই এখন নিজেদের অবস্থান বদল করে ফেলেছেন। জনসনের ভোটের বাজির কৌশল তাঁদের কাছে একসময় খাঁটি সোনার মতো ছিল। এখন সেটা ওয়েস্টমিনস্টারের সবচেয়ে অকেজো ধাতু।

এ কারণেই জনসনের বিদায়কে তাঁর দলের লোকেরাই সবচেয়ে বেশি উদ্‌ যাপন করছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর লোকপ্রিয় কাজগুলো সম্পন্নের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ক্রিস পিনচারের ওপর, যিনি কিনা যৌন হয়রানির অভিযোগে অভিযুক্ত। ডেপুটি হুইপ হিসেবে তাঁর বেতন ছিল ১ লাখ ১৫ হাজার পাউন্ড। আইন ভেঙে তিনিও লকডাউনকালে পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং যথারীতি মিথ্যাও বলেছিলেন। জনসন সুনিশ্চিতভাবে ব্রিটেনের গণতন্ত্রের গভীর সংকটের গুরুতর লক্ষণের প্রকাশ।

বরিস জনসনকে সরিয়ে কে এখন প্রধানমন্ত্রী হবেন? সুনাক ও সাজিদ জাভেদ দুজনে মিলে ৩২ বছর ব্যয় করেছেন অর্থ লেনদেনসংক্রান্ত চাকরিতে। লিজ ট্রাস আরেকজন নাইজেল ফারাজ, পার্থক্য এই যে তাঁর হাতে বিয়ারের গ্লাস নেই। ম্যাট হ্যানকক হলেন ম্যাট হ্যানকক। আজকের টোরি পার্টি ব্যাংকার, অযোগ্য ব্যক্তি ও ব্রেক্সিটপন্থীদের অন্ধ এক জোট। তাদের নিজস্ব কোনো চিন্তা নেই। তারা থ্যাচারিজমের (মার্গারেট থ্যাচার ছিলেন যুক্তরাজ্যের নয়া উদারবাদের প্রবক্তা) অন্ধ অনুকরণই তাঁরা করে চলেছেন।

বরিস জনসন একজন বিশৃঙ্খল নেতা। আর তাঁর পেছনে রয়েছেন একঝাঁক নির্লজ্জ সংসদ সদস্য, কাপুরুষ মিডিয়া এবং সুচতুর দাতা। তারা অনেক কিছু ধ্বংস করেছে, যা কিছু সম্ভব সবকিছুই লুটে নিয়েছে; কিন্তু কিছুই সৃষ্টি করেনি।

এই লোকগুলো সরকারে গিয়ে খারাপ করে, কারণ তাঁরা মনে করেন সরকার খারাপ। তকমা দেওয়া তাঁদের কাছে চমৎকার এক স্লোগান। তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জন। তাঁরা সরকারের দায়িত্ব ছেড়ে গেলে কোনো শাস্তির মুখে পড়তে হয় না।

যুক্তরাজ্যে সরকার পরিচালনার জন্য নতুন কোনো ব্যবস্থাপক দরকার নেই। যুগের পর যুগ ধরে যাঁরা বঞ্চিত, তাঁদের জন্য ক্ষমতা ও সম্পদের ভিন্ন এক ব্যবস্থাপনা যাতে তৈরি হয়, সেই প্রত্যাশাই এখন জনগণের। যুক্তরাজ্যের জনগণের প্রতিদিনকার জীবন-যাপনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এ রকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সরকার এখন সময়ের দাবি। বরিস জনসনের সঙ্গে তাঁর অনুসারীদের বিদায়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃত উদ্‌ যাপন হতে পারে।

লেখক: দ্য গার্ডিয়ানের কলামিস্ট
ইংরেজি থেকে অনূদিত, দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অর্জনে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিয়ে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplle@gmail.com, Web: www.k-lplle.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ধর্ম অবমাননা সমস্যার সমাধান

(১৭ পাতার পর)

সম্মেলন সংস্থার অপর ৫৬টি দেশের ইস্তাম্বুল প্রক্রিয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত, যাতে সব ধর্মের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও ধর্ম অবমাননার বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা তৈরি করা যায়।

মুসলমানরা যদি চায় অন্যরা তাদের নবীর সম্মান করবে, তাহলে আগে তাদের নিজেদের নবীর শিক্ষার অনুসরণ করতে হবে। হজরত মুহাম্মদ সা: সহনশীলতার প্রচার করেছেন। তিনি মুসলমানদের অন্য ধর্মকে সম্মান করতে বলেছেন। একবার তো তিনি বিশপসহ খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদলকে মসজিদের ভেতর উপাসনা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কয়েক দিন আগে কিছু মানুষ করাচিতে একটি মন্দিরে হামলা করেছে। তারা দাবি করেছে, তারা ভারতে ছড়িয়ে পড়া নিন্দামূলক বক্তব্যের প্রতিশোধ নিচ্ছে। এ হামলা ইসলামী শিক্ষাবিরোধী। মুসলমান নেতাদের উচিত, মন্দির ও গির্জার ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করা। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ,‡লাকে অবশ্যই অমুসলিমদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। তাদের উচিত, তারা এমন এক রোলমডেল হয়ে আবির্ভূত হবে, যার কারণে তাদের ইসলামের অধীনে মানবাধিকার রক্ষাকারী দেশ বলা হবে। শক্তি দিয়ে সম্মান অর্জন করা যায় না। ইসলামের প্রকৃত বাণী বিস্তারের মাধ্যমেই সম্মান অর্জন করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, ধর্ম অবমাননার বিরুদ্ধে নতুন আচরণ-বিধি বাকস্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা উচিত নয়। ওআইসির উচিত, ধর্ম অবমাননা আইনের ভুল ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ দূর করা। এ উদ্বেগ শুধু মুসলিম দেশগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়। ২০১৯ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টার একটি গবেষণা পরিচালনা করে। তাতে দেখা গেছে যে, বিশ্বের প্রতি চার দেশের একটি দেশে ধর্ম অবমাননা বা ধর্ম ত্যাগের আইন রয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারসাম্য অর্জনে কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। তবে মৌলিক সমস্যা সমাধান করা আবশ্যক। এটাও একটা সমস্যা যে, পশ্চিমা দেশগুলো যে সময় ধর্ম অবমাননার আইন বাতিল করে চলেছে, সে সময় মুসলিম দেশগুলো জাতিসঙ্ঘের কাছে ধর্ম অবমাননার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করে যাচ্ছে। উভয়ে চলছে উল্টোপথে। এ পরিস্থিতি খুবই বিপজ্জনক। আমাদের সভ্যতার সংঘর্ষ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের একটা সংলাপ দরকার। বেনজির ভুট্টো সভ্যতার সঙ্ঘাত থেকে বাঁচার জন্য একটি সৎ সংলাপের প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি তার শেষ গ্রন্থটি এই বলে শেষ করেছেন যে, এখন নতুন ভাবনার সময়। এখন সৃজনশীলতার সময়। এখন সাহসী প্রতিশ্রুতির সময়। এখন উভয়ের মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে সততার সময়।

পাকিস্তানের জাতীয় পত্রিকা দৈনিক জং ২৩ জুন, ২০২২ হতে

ভাষান্তর ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

লেখক: পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে হাবিব হাসানের প্রশ্নঃ

আমি আপনাদের এই বিভাগের একজন নিয়মিত পাঠক। আজ আমি আমার প্রয়োজনে একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করছি। আশা করি আপনার পরামর্শ পাব এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

আমার ভাই ২১ উর্ধ বয়সের। সে কয়েকমাস আগে ভিসা পেয়েছে। আমার ভাই অবিবাহিত এবং সে এখন বিয়ে করার ব্যাপারে মনোস্থির করেছে।

এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমার ভাই যদি এখন বিয়ে করে তবে তার ভিসার উপর কোন প্রভাব পড়বে কিনা? ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমার তেমনি ধারণা নেই। আপনার কাছ থেকে জানতে ইচ্ছুক যে এই পরিস্থিতিতে ইমিগ্রেশন আইন কী বলে?

হাবিব হাসানের প্রশ্নের উত্তরঃ

নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসাঃ

আমরা ধরে নিচ্ছি যে আপনার ভাই নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা পেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি ভিজিটর ভিসা, স্টুডেন্ট ভিসা, ব্যবসায়ী ভিসা কিংবা ওয়ার্ক ভিসা পেয়েছেন। তিনি যদি ভিজিটরন কিংবা স্টুডেন্ট ভিসা পেয়ে থাকেন তবে সেক্ষেত্রে তার বিয়ে ভিসার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। অনেক ক্ষেত্রে নন-ইমিগ্র্যান্ট (স্টুডেন্ট, ওয়ার্ক, ব্যবসা ভিসা) ভিসাপ্রাপ্তদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) তাদের সঙ্গে ভিসা প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীদের স্পন্সড ভিসাঃ

গ্রিনকার্ডধারীরা শুধুমাত্র তাদের অবিবাহিত সন্তানদের জন্য স্পন্সর করতে পারেন। ২১ বছরের কম বয়সনী সন্তানদের ক্যাটাগরি হচ্ছে ২-এ এবং তাদের কোন অপেক্ষার সময় নেই।

২১ বছরের অদিখি বয়সীরা ২-বি ক্যাটাগরিতে পড়ে এবং তাদের অপেক্ষার সময় আনুমানিক ৭ বছর। আর গ্রিনকার্ডধারীরা তাদের বিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন না। সে কারণে মা-বাবার মাধ্যমে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা পেয়ে থাকেন -তবে তার বিয়ে করা ঠিক হবে না। গ্রিনকার্ডের জন্যে তাকে অবিবাহিত অবস্থায় প্রবেশ করা উচিত। তারপর তিনি ফিরে গিয়ে বিয়ে করতে পারেন।

ইউএস সিটিজেন মা-বাবার স্পন্সরে পাওয়া ভিসা

একজন ইউএস সিটিজেন তাদের বিবাহিত সন্তানদের জন্য আবেদন করতে পারেন। ইউএস সিটিজেনদের সন্তানদের ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছেঃ

২১ বছরের নিচে, ২) ২১ বছরের উর্ধে এবং ৩) বিবাহিত সান্তানেরা। ২১ বছরের নিচের সন্তানদের জন্য কোন অপেক্ষার সময় নেই। ২১ বছরের উপরের বয়সী সন্তানদের অপেক্ষার সময় আনুমানিক ৭ বছরের অধিক আর বিবাহিত সন্তানদের অপেক্ষার সময় আরো অধিক হতে পারে। ইউএস ইমিগ্রেশন বর্তমানে ২০০৮ সালের আবেদনকারীদের নিয়ে কাজ করছে। আপনার ভাই যদি তার ইউসে সিটিজেন মা-বাবার স্পন্সরে ভিসা নিয়ে থাকেন তবে তিনি বিবাহিত হলেও ঠিক আছে তবে তাকে অবশ্যই ইমিগ্রেশনকে অবহিত করতে হবে।

ইউএস সিটিজেন ভাই-বোনেরা স্পন্সর করলেঃ

একজন ইউএস সিটিজেন তার ভাই-বোনের গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই ক্যাটাগরিতে বিবাহিত এবং অবিবাহিত সন্তানেরা একই অগ্রাধিকারভুক্ত হবে। এদের অপেক্ষার সময় আনুমানিক ১০ বছরের অধিক। আপনার ভাই যদি আপনার স্পন্সরশীপে ভিসা পেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে তার বিবাহ তার ভিসার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে ইউএস সিটিজেনদের ভখাইবোনেরা বিবাহিত এবং বয়স তাদের যাই হোক না কেন তারা একই ক্যাটাগরিভুক্ত। এছাড়াও বেনিফিসিয়ারিদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ বছরের কম বয়সী সন্তানেরা একই সময়ে গ্রিনকার্ড পেতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে এম, এম খানের প্রশ্নঃ

আপনার এই ইমিগ্রেশন বিভাগে প্রকাশিত কিছু লেখা পড়ে আমি ইমিগ্রেশন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করে থাকি। যদি সেগুলো আমার জন্যে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ। এবার এই বিভাগের মাধ্যমে আমি ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোনের সাক্ষাতকার এবং ইউএস এর বাইরে তাদের ভ্রমণ সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করছি। আশা করছি আমার এই জানতে চাওয়ার পেক্ষিতে আপনার পরামর্শ পাব এবং তাতের উপকৃত হব।

এম, এম, খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার প্রশ্নের মত প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন আমরা প্রায়শই পেয়ে থাকি। সে কারণে আমাদের প্রথম পরামর্শ হচ্ছে আপনারা নিয়মিত নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়ুন এবং আপনার প্রশ্নের মত প্রশ্নের উত্তর জেনে নিন।

ইউএস ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী গ্রিনকার্ড পাওয়ার দুটি পথ আছে। স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড প্রাপ্তি। আপনি যদি ইউএসএ অবস্থান করেন আর আপনার ভিসার প্রাপ্যতা থাকে এবং আপনার স্ট্যাটাস যদি এডজাস্টযোগ্য হয় সেক্ষেত্রে আপনি ইউএসএ থেকে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পেতে পারেন। এর অর্থ হচ্ছে, আপনি নির্দিষ্ট কতিপয় শর্ত পূরণ করেছেন। পারিবারিক ভিত্তিতে যেসব কেস বা জব স্পন্সরের মত নয় সেক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়েছে।



যেমনঃ ইউসে সিটিজেনদের অব্যবহিত পারিবারিক সদস্যরা (স্পাউস, মা-বাবা, ২১ নিম্ন বয়সের অবিবাহিত পুত্র/কন্যা) যদি তারা ইউএস এর ভেতরে থাকেন এবং তারা যদি বৈধ ভিসায় ইউএসএ এসে থাকেন তবে তারা ইউএস থেকেই তাদের স্ট্যাটাস এডজাস্ট করতে পারবেন। বর্তমান স্ট্যাটাস প্রাসঙ্গিক হবে না। এর অর্থ আপনি যদি কোন ইউএস সিটিজেনের অব্যবহিত আত্মীয় হয়ে থাকেন তবে আপনার বৈধ অবস্থানের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও এদেশের মধ্যে থেকেই স্ট্যাটাস এডজাস্ট করতে পারবেন।

অন্যান্য পারিবারিক ভিত্তির ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশ বৈধ ভিসায় এবং বর্তমান স্ট্যাটাসও বৈধ থাকতে হবে।

যেমন আপনার ভাই একজন ইউএস সিটিজেন এবং তিনি ১২ বছর আগে আপনার জন্যে আবেদন করেছেন। এখন ভিসার প্রাপ্যতা আছে এবং স্টুডেন্ট হিসেবে আপনি এদেশে আছেন। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে আপনি স্ট্যাটাস এডজাস্ট করতে পারবেন কিনা? উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ। তবে আপনার ভিসা ভ্যালিড থাকতে হবে। আপনার ভিসার বৈধতা না থাকলে আপনি এখন থেকে স্ট্যাটাস এডজাস্ট করতে পারবেন না।

আপনার স্ট্যাটাস না থাকলে ইউএস ত্যাগ করার পূর্বে আপনাকে একজন এটর্নীর সাথে কথা বলা দরকার। যিনি আপনাকে যথাযথ পরামর্শ দিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বরিস জনসনের অগত্যা পদত্যাগ

জো উইলিয়ামস

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন অবশেষে হাস্যকরভাবে পদত্যাগে সম্মত হয়েছেন। তবে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শরৎকাল পর্যন্ত থাকতে চান। তাঁর কনজারভেটিভ দল থেকে তিনি পদত্যাগ করেছেন। আসলে এ ছাড়া বরিসের কোনো গত্যন্তর ছিল না। কারণ তাঁর মন্ত্রীরা একের পর এক পদত্যাগ করছিলেন। বরিস জনসন ও কারও মধ্যে সম্পর্ক থাকবে, অথচ তিনিও ডুববেন না, এটা সম্ভব নয়। এটা কল্পনা করা কঠিন, যে কোনো ব্যক্তিত্ব কিংবা দর্শনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে কঠোর থাকার পরও কনজারভেটিভ নেতারা বলবেন- দল ঐক্যবদ্ধ রয়েছে।

যৌক্তিকভাবে, রাজনৈতিক যে কোনো অস্থিরতাই একটি নির্বাচনের সম্ভাবনা সামনে আনে। জাতীয় নির্বাচনের সময় দেখা যায়, তাঁরা স্লোগানের পর স্লোগান দিয়ে থাকেন, কিন্তু ভোটারের সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। যেহেতু ২০১৯ সালে সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছে, সে অনুযায়ী ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে পরবর্তী নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু প্রশ্ন আসছে মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে।

ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ দলের নেতৃত্বের লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার পর ২০১৯ সালের জুলাই মাসে বরিস জনসন প্রধানমন্ত্রী হন এবং এর পাঁচ মাস পর একটি ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনে বিপুল জনসমর্থনে জয়লাভ করেন। তিনি ব্রেক্সিট কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। তবে কয়েক মাস ধরে তাঁর সরকার বেশ কিছু বিষয়ে বিতর্কের মুখে পড়ে। যেসবের মধ্যে ছিল ডাউনিং স্ট্রিটে লকডাউনের মধ্যে আয়োজন করা পার্টির বিষয়ে পুলিশি তদন্ত। রজার গেমন একটি বই লিখেছেন, যার শিরোনাম- ইডি মিলিব্যান্ড-এর সঙ্গে বিশৃঙ্খলা। ২০১৫ সালে ডেভিড ক্যামেরন বলেছিলেন, ব্রিটেনের



ভবিষ্যৎ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। হয় মানুষ আমার পক্ষ নেবে অথবা ইডি মিলিব্যান্ডের বিশৃঙ্খলা। লেবারদের ওপর ডেভিড ক্যামেরনের আক্রমণের ঘটনায় অব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ নজির আমরা দেখেছি। এমনকি স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির সঙ্গে যে অনানুষ্ঠানিক চুক্তি, সেখানে ইডিকে পাওয়া গেল। পেছন ফিরে দেখলে এটি তাঁর বিশৃঙ্খল স্বভাব যে, তিনি কিছু চিন্তা ছাড়াই আগে বলে ফেলেন। আর এটি আপনার দুর্যোগের একটি রেসিপি।

এখন লেবারদের বিরুদ্ধে চার্জ হিসেবে একটি ব্যবস্থা সত্যি কঠিন হবে। সমস্যা কম থাকতেই তার সমাধান করতে না পারাটা অদায়িত্বশীল কাজ। নির্বাচনের সময়ে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক অভিযোগের জন্য সহনশীল থাকা কঠিন। এর পরও কোনো কনজারভেটিভ পরবর্তী প্রচারণায় প্রতিশ্রুতির বিষয় আনবে বলে মনে হয় না। এমনকি তাদের নিজস্ব ভোটাররাও জানে, রাজনীতি আসলে এমন নয়। নীরবতার আদর্শ হলো উচ্চস্বরকে ব্যাখ্যা করা। গঠনমূলক সরকার এই নীতিই গ্রহণ করে।

ডানপন্থি ট্যাবলয়েডগুলোতে এর বিস্তারিত এরই মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এটি ২০১৯ সালে ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তারা একটু মজা করে বলেছে, লেবার পার্টি ব্রেক্সিট বন্ধ করতে চায় না! বরং তারা আপনার ব্রেক্সিট দূরে সরাতে চায়। সোমবার রাতে তাঁর বক্তব্যে কির স্টারমার বলেছেন পেছনে ফেরার কারণ এবং গল্প। না ইউরোপীয় ইউনিয়নে ফেরা, না একক বাজারে; এমনকি কাস্টম ইউনিয়নেও না। লেবার এখন কঠিন ব্রেক্সিটের পক্ষে। যেহেতু কনজারভেটিভরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগের কারণে অত্যন্ত ব্যস্ত যে, তারা বিষয় একভাবে না একভাবে বোঝাতে চাইবে। কনজারভেটিভরা এমনকি সবার মধ্যে সবচেয়ে আরও খারাপ। তারা লেবারদের থেকেও এত দ্রুত অবস্থা পরিবর্তন করে যে, এটা বিস্ময়কর হবে না যদি তারা জেরেমি হান্ট টাইপের কাউকে দলের নেতা করে ফেলতে পারে। দৃশ্যত মনে হচ্ছে, লেবারদের জন্য অভিনব স্লোগান দেওয়া এতটা সহজ নয়। লক্ষ্য খুব প্রশস্ত, তাদের নিজস্ব নীতি, বাক্য, দেখার বিষয় রয়েছে। তারা ভাবে, তারাই সঠিক। কারণ এখনও তারা নির্বিকারভাবে পিটার ম্যান্ডলসনের তত্ত্বে পড়ে আছে। তারা কনজারভেটিভ স্ক্যান্ডালের যে কথা বলছে, তা খুবই নগণ্য। এমনকি জন মেজর যুগের রোমান্টিক স্ক্যান্ডালের চেয়েও নগণ্য। আর কনজারভেটিভ দুর্নীতির গল্প এবং একটি বাদামি খাম এবং সেখানে থাকা কয়েক হাজার পাউন্ড।

এই খারাপ পরীক্ষা সহজে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, কীভাবে একটি সাধারণ প্লেবুকে ভাঁড়ামি করা হয়। বিশ্ব যখন প্রহসনে পরিণত হয় তখনও হয়তো লেবাররা বলবে, বিশ্ব এখনও জাগছে, গভীর ষড়যন্ত্র। তার মানে, দরকার নিশ্চিত চিকিৎসা। আমি যদি লিন্টন ক্রুসবির লেবার সংস্করণ হতাম তবে তাদের প্রত্যেকের কাউন্সেলিং করাতাম। যেমনটা মার্টিন এমিস চিৎকার করে প্রায়ই বলেন, ওতুমি কি দেখ না, তোমার চারদিকে সর্বত্র কী হচ্ছে; কীভাবে তুমি তা জিজ্ঞেস করো?

এটি গল্প বুননে সত্যিকার অর্থেই অসম্ভব যুক্তি। আমরা একটি নির্বাচনের দিকে যাচ্ছি, যার স্লোগান হলো ২০১০ সালের চেয়ে কম ন্যায় হবে, ২০১৫ সালের চেয়ে অধিক হাস্যকর হবে এবং ২০১৯ সালের তুলনায় অধিক শিশুতোষ হবে। আর সবচেয়ে খারাপ বিষয়, আগামী নির্বাচন আসলে কোনো নির্বাচনই হবে না। তাই ঈশ্বর, নির্বাচনটি দ্রুত করুন।

জো উইলিয়ামস: গার্ডিয়ানের কলাম লেখক; ইংরেজি থেকে ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ
৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

রপ্তানি আয়ের মাইলফলক ও ভবিষ্যৎ

মামুন রশীদ

সদ্যসমাপ্ত অর্থবছরে (জুলাই ২০২১-জুন ২০২২) প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ৫২ দশমিক শূন্য ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের মাইলফলক অর্জন করেছে। গত ৩ জুলাই রোববার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত ২০২১-২২ অর্থবছরের পণ্য রপ্তানির প্রাথমিক তথ্য থেকে এটি জানা যায়। এতে দেখা যায়, গত অর্থবছরের ১২ মাসে বাংলাদেশ থেকে ৫ হাজার ২০৮ কোটি ২৬ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ এবং আগের অর্থবছরের চেয়ে ৩৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ বেশি। এর আগে ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বসাকল্যে ৩ হাজার ৮৭৫ কোটি ৮৩ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানির ওপর ভিত্তি করে পরের বছরের জন্য ৪ হাজার ৩৫০ কোটি ডলারের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল।

আমরা জানি, বাকি বিশ্বের মতো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডও করোনা অতিমারির দীর্ঘকালীন প্রভাবের মধ্য দিয়ে গেছে। যখন করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে শুরু হয়েছিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। গত কয়েক মাস ধরে বৈশ্বিক জ্বালানি ও বাণিজ্য পরিস্থিতি এই সংকটে খাবি খাচ্ছে। করোনা পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাব এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেও রপ্তানি আয়ের এই আনন্দদায়ক রেকর্ড গড়ল বাংলাদেশ।

রপ্তানি আয়ে স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে এগিয়ে তৈরি পোশাক খাত। রপ্তানি আয়ে মাইলফলক স্থাপনকারী ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৪২ দশমিক ৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। তার মানে, মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশই এসেছে এ খাত থেকে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, তৈরি পোশাক রপ্তানি খাতে আয় বেড়েছে ৩৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ, যা ২০২১ অর্থবছরেও ছিল ৩১ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলার। তৈরি পোশাক খাতের পাশাপাশি চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প, প্লাস্টিক, মৎস্য ও হিমায়িত খাদ্য খাতও অগ্রসরমান। আশা করা যায়, তৈরি পোশাক খাতের মতো আগামী দিনগুলোতে এসব খাতেও উল্লেখযোগ্য হারে রপ্তানি বাড়বে এবং সামগ্রিক রপ্তানি আয়ে নতুন নতুন মাইলফলক স্থাপিত হবে।

রপ্তানি আয়ের এই মাইলফলককে নিছক আর্থিক সাফল্য হিসেবে দেখার অবকাশ নেই। এর সঙ্গে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রশ্নটিও জড়িত। এর মধ্য দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহ স্থিতিশীল রাখা সহজ হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের মতো দেশগুলোতে এখন বর্ধিষ্ণু আমদানি ও সেবাদায় নিষ্পন্ন করা এমনকি প্রবাসী আয় কিংবা বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স আনয়ন ধীরে ধীরে চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠছে। ঠিক এই সময়ে রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে মাইলফলক অর্জন অতিশয় সুখের বিষয়। আমাদের ক্রমাগত বাণিজ্য ঘাটতি এমনকি চলতি হিসাবের ঘাটতি মোকাবিলায়ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির বিষয়টি কাজে আসবে।

মূলত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্য অনেক বেড়ে গেছে। ফলে একই পরিমাণ পণ্য আনতেও আগের তুলনায় আমাদের অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হচ্ছে। একই সঙ্গে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং তার ফলে ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টিও অনিবার্য বাস্তবতা। যে কারণে নতুন নতুন ভোগ্যপণ্যের চাহিদাও বাড়ছে। ওদিকে আমাদের প্রাক্কলিত আমদানি দায় বছরে গড়ে ৮৫-৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই হিসাবে এখন যে ৪০-৪২ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রয়েছে, তা দিয়ে ৬ মাসের আমদানি দায় মেটানো সম্ভব। অন্যদিকে আমাদের প্রবাসী আয় গত এক বছরে প্রায় ১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ফলে সামনের দিনগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের অনিশ্চিত অবস্থাও বিবেচনা করতে হবে বৈকি। এর জের ধরে বছরের গড় আমদানি দায়ের হার বেড়ে যেতে পারে। এমনকি বাংলাদেশের ২০২৬ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করার সুযোগে আমাদের বৈদেশিক সাহায্য কমে যেতে পারে। বড় বড় দেশের ক্রমাগত অন্তর্মুখী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় বিদেশি বিনিয়োগও কমে যেতে পারে। তাই আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি বা বহুমুখীকরণের বিকল্প নেই।

জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা, খাদ্যপণ্যের বাজারে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব- সব মিলিয়ে বিশ্বের প্রায় সবক্টি দেশে ইতোমধ্যে মূল্যস্টফীতি বেড়েছে। নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে আমাদের বৃহৎ রপ্তানি গন্তব্যের দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি অনেক বেড়ে গেলে তাদের আমদানি চাহিদায়ও ঘাটতি দেখা দিতে পারে। ফলেওমেড ইন বাংলাদেশ্ব পণ্যের চাহিদা কমে যেতে পারে। তার কিছু আলামত আমরা ইতোমধ্যে দেখতে শুরু করেছি।

জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা, খাদ্যপণ্যের বাজারে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব- সব মিলিয়ে বিশ্বের প্রায় সবক্টি দেশে ইতোমধ্যে মূল্যস্টফীতি বেড়েছে। নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে আমাদের বৃহৎ রপ্তানি গন্তব্যের দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি অনেক বেড়ে গেলে তাদের আমদানি চাহিদায়ও ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে, রপ্তানি ঝুড়িতে আমাদের যোগ করতে হবে আরও নতুন নতুন পণ্য। বিশেষ নজর রাখতে হবে ডলারের বিপরীতে দেশি মুদ্রার বিনিময় হারের দিকেও। অধুনা বাংলাদেশ ব্যাংকের বেঁধে দেওয়া ডলারের রেট ৮৭ টাকা, আর আমদানিকারকদের আমদানি দায় নিষ্পন্নের রেট ৯৬-৯৭ টাকার লুকোচুরির মধ্য দিয়ে প্রবাসী বা রপ্তানিকারকদের তেমন লাভ হয়নি বরং বিভ্রান্তি বেড়েছে। বৈধ বিনিময় ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার কারণে প্রবাসীদের পাঠানোর মতো অর্থের অনেকটাই হুন্ডির মাধ্যমে লেনদেন শুরু হয়েছে। বাজার শৃঙ্খলা মেনে ধীরে ধীরে বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা করা গেলে সব অংশীজনেরই লাভ হয়।

এত নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যেও রপ্তানি আয় যে বেড়েছে, তা ধরে রাখতে হলে রপ্তানি চ্যানেলগুলো নির্বিঘ্ন রাখতে হবে। সেই সঙ্গে নৌ, বিমান এবং সমুদ্রবন্দর পরিচালনায়ও বাড়াতে হবে সক্ষমতা। চট্টগ্রাম ও অনান্য সমুদ্রবন্দরে পণ্য খালাসে আনতে হবে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিকতা। দুর্ভাগ্যবশত আমরা এ ক্ষেত্রে এখনও অনেকটা পিছিয়ে। দেশের রপ্তানি ঝুড়িতে নতুন নতুন পণ্য যোগ করতে হলে আমাদের রপ্তানি পণ্যের সমাহারে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের অধিকতর সম্পৃক্ততা ও শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধিতেও প্রাধিকার দিতে হবে। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির স্বস্তির খবরের মধ্যে অবশ্য এটা ভুলে যাওয়া চলবে না- ২০২১ সালের মধ্যেই শুধু তৈরি পোশাক রপ্তানিতে আমাদের ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা ছিল। নিকট ভবিষ্যতে দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজার সংকট মোকাবিলায় সরকার এবং বেসরকারি খাত একযোগে কাজ করতে না পারলে আমরা বেশি দূর এগোতে পারব না। এ ক্ষেত্রে পণ্য জাহাজীকরণ এবং সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় দক্ষ লোকের জোগান বাড়াতেই হবে।

রপ্তানি আয়ের নতুন মাইলফলকে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর বিকল্প নেই। সে ক্ষেত্রে নতুন পণ্য উদ্ভাবন, পণ্যের নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান, সঠিকভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ব্যবস্থাপনায় মনোযোগ জরুরি। একই সঙ্গে কারখানার পরিবেশ উন্নয়ন, শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দক্ষ শ্রমিকদের উৎসাহ ও আয় বৃদ্ধি নিয়ে ভাবতে হবে। আর বড় বাজারগুলোতে আরও বাংলাদেশি পণ্য প্রবেশে সাফল্য বৃদ্ধি, সামগ্রিক বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা এমনকি রপ্তানি-শিল্প মালিক ও কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে জোর দিতে হবে। এসবের ওপরেই নির্ভর করবে আমাদের রপ্তানির ভবিষ্যৎ।

লেখক: অর্থনীতি বিশ্লেষক

নির্বাচনের আগে দুটি বিষয়ের ফয়সালা হওয়া দরকার

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে। বেড়েছে গণহয়রানি এবং অফিস-আদালতে অনিয়ম-দুর্নীতি। আর্থসামাজিক ও প্রশাসনিক নৈরাজ্য দূর করতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিকতা ও সুস্থতা নিশ্চিত করা দরকার।

রাজনীতি ঠিক না হলে কেবল বিচার করে আর শাস্তি দিয়ে এ নৈরাজ্য দূর করা যাবে না। বিচার কার্যক্রমেও রয়েছে দীর্ঘসূত্রতা আর বিশৃঙ্খলা। সাংবাদিক দম্পতি সাগর রুনি, নারায়ণগঞ্জের স্কুলছাত্র ত্বকী হত্যাকাণ্ডের আজও বিচার হয়নি। বিচার হয়নি আরও অনেক চাঞ্চল্যকর হত্যাকান্ড এবং অপরাধের।

রাজনৈতিক ও আর্থিক দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান নয়। মানি লন্ডারিং এবং আর্থিক খাতের দুর্নীতির কি কোনো বিচার হয়েছে? হয়েছে কি কোনো বড় অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি? রাজনীতির সুস্থতা এবং ক্ষমতার রদবদলের প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি আর ছলচাতুরী হলে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতায় তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সমাজে দেখা দেয় নৈরাজ্য।

সাম্প্রতিক রাজনীতিসংক্রান্ত আলোচনায় নির্বাচনের প্রসঙ্গ অগ্রাধিকার পায়। কারণ, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অত্যাসন্ন। রাজনীতি ঠিক করতে হলে গ্রহণযোগ্য সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিকল্প নেই। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১১টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে পঞ্চম, সপ্তম এবং অষ্টম সংসদ নির্বাচনগুলো ছাড়া বাকি নির্বাচনগুলো কমবেশি দুর্নীতিযুক্ত ছিল। বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া যুগপৎ স্থানীয় সরকার এবং উপনির্বাচনগুলোও ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। শেষ দুটি নির্বাচনের একটিতে (১০ম) নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে ঠিক হয়ে যায় কোন দল সরকার গঠন করবে। আর অন্যটিতে নির্বাচনের দিনের আগের রাতে প্রশাসন ও পোশাকধারী বাহিনীর সহায়তায় বিভিন্ন কেন্দ্রে কমবেশি ভোট হয়ে যায়।

উল্লিখিত দুটি নির্বাচন দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি ভূলুণ্ঠিত করেছে। এসব নির্বাচনে যারা দুর্নীতি করেছে তাদের শাস্তি হয়নি। ফলে দুর্নীতিকারীরা সরকারি প্রশ্রয় পেয়ে আগামী সংসদ নির্বাচনে অধিকতর দুর্নীতি করতে মুখিয়ে আছে। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে এসব দুর্নীতিকারী আবারও নির্বাচনে দুর্নীতি চর্চার সুযোগ পাবে। এ কারণে বিরোধী দলগুলো থেকে নির্দলীয় নির্বাচনকালীন সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের জোরালো দাবি উঠেছে।

বিএনপিসহ কতিপয় রাজনৈতিক দল দলীয় সরকারাধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। আমলানির্ভর ইসির ওপর এ দলগুলোর আগ্রহ বা আস্থা নেই। এ কারণে দলগুলো কমিশন আহূত সংলাপে যোগ দেয়নি। ১৯৯৪-১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে যেভাবে অনড় ছিল, ২০২২-এ বিএনপি ও সমমনা দলগুলো একইভাবে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে অটল রয়েছে।

বিরোধী দলগুলো বুঝতে পেরেছে, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করার অর্থ হলো সরকারি ফাঁদে পা দিয়ে নির্বাচনি পরাজয়বরণ করে নেওয়া।

বর্তমান সরকার পর্যায়ক্রমে তিনবার দেশ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। এ সময়কালে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দুর্নীতি। দুর্নীতিকারীরা সরকারি প্রশ্রয়ও পাচ্ছে। বড় বড় দুর্নীতিবাজের শাস্তি হচ্ছে না। মহান মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা প্রদানকারী বিদেশি নাগরিকদের সম্মাননা প্রদান প্রক্রিয়ায় ক্রেস্টের সোনা আত্মসাৎকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়নি। মুজিবনগর সরকারের চাকরিজীবী হিসাবে বিভিন্ন পদে চাকরি নেওয়া ব্যক্তিদের দুর্নীতি ধরা পড়ার পর তাদেরও শাস্তি হয়নি।

আশ্রয়ণ প্রকল্পে গরিব ভূমিহীনদের ঘর বানিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও দুর্নীতি হওয়ায় কোথাও কোথাও নির্মিত ঘর এক-দুই মাসেই ভেঙে পড়েছে। এ দুর্নীতিও তদন্ত কমিটি করে ধামাচাপা দিয়ে দুর্নীতিকারীদের শাস্তির পরিবর্তে বদলি করা হয়েছে। প্রতিবার বাজেটে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। যারা মানি লন্ডারিং করে দেশের টাকা বাইরে নিয়ে গেছেন, তারা সে টাকা দেশে নিয়ে এলে তাদের কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

সরকার আবারও দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করে ‘উন্নয়নের ধারাবাহিকতা’ বজায় রাখতে চাইছে। এ কারণে বিরোধী দলের নির্দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবি উপেক্ষা করে সরকারদলীয় মন্ত্রী ও নেতারা সংবিধানের ওপর বেশি জোর দিচ্ছেন।

এসব সরকারি সিদ্ধান্তে প্রমাণিত হয়, সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি ঘোষণা করেছে, তা লোকদেখানো। দুর্নীতির প্রতি সরকারের এমন মনোভাবে দুর্নীতিকারীরা পরোক্ষ উৎসাহ পাচ্ছে।

সরকার আবারও দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করে ‘উন্নয়নের ধারাবাহিকতা’ বজায় রাখতে চাইছে। এ কারণে বিরোধী দলের নির্দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবি উপেক্ষা করে সরকারদলীয় মন্ত্রী ও নেতারা সংবিধানের ওপর বেশি জোর দিচ্ছেন।

যে ভুল খালেদা জিয়া ১৯৯৪-১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিকে উপেক্ষা করে করেছিলেন, সে একই ভুল শেখ হাসিনা এখন করছেন। সরকারদলীয় নেতারা সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থেই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে চাইছেন। কারণ, তারা জানেন, ক্ষমতায় থেকে নির্বাচনে গেলে প্রশাসন ও পোশাকধারী বাহিনীর সহায়তায় বিজয় নিশ্চিত করা যাবে।

এ কারণে সরকারের মন্ত্রীরা সংবিধানকে প্রাধান্য দিয়ে বিরোধী দলগুলোকে দলীয় সরকারাধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু বিরোধী দলগুলো এ আহ্বান নাকচ করে দিয়েছে। কারণ, তারাও এ দেশের আলো-বাতাসে বড় হয়েছেন। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নিলে তার ফল কী হবে তারা তা ভালো করেই জানেন।

নির্বাচন নিয়ে এবার যে চাতুরীর পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা হলো মেশিনে তথা ইভিএম-এ নির্বাচন। এমন নির্বাচন করতে পারলে সন্ত্রাস-সহিংসতা ছাড়াই নিঃশব্দে ডিজিটাল কারচুপি করে সরকারি দলের পক্ষে নির্বাচন জেতা সম্ভব হবে। বিএনপি গোড়া থেকেই ইভিএমবিরোধী।

একটি অনলাইন সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, বিএনপি চেয়ারপারসনের সাবেক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার একাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে বলেন, ‘আমি মনে করতাম এটি (ইভিএম) চুরির বাক্স, কিন্তু নির্বাচনের পরে দেখেছি এটি ডাকাতির বাক্স। রাজনৈতিক দলগুলো যদি ইভিএমে নির্বাচনে যায়, তাহলে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে।’

একই বছর নভেম্বরে আ স ম আবদুর রব ‘ইভিএমকে না বলুন, আপনার ভোটকে সুরক্ষিত করুন’ শীর্ষক সেমিনারে বলেন, ইভিএমে ভোট করলে সংবিধান লঙ্ঘন করা হবে, রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে। সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের ২(এ) ধারা উল্লেখ করে আ স ম রব বলেন, ‘সেখানে বলা আছে সংসদ গঠন হবে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে। মেশিনে প্রত্যক্ষ করা যায় না। সংবিধানে বলা আছে ডাইরেক্ট। প্রশ্নবিদ্ধ ইভিএম এ শর্ত পূরণ করে না। তাই সংবিধান সংশোধন করা ছাড়া ইভিএম ব্যবহার করা যাবে না’ (যুগান্তর, ২২-১১-২০১৮)।

অথচ একাদশ সংসদ নির্বাচনে ছয়টি সংসদীয় আসনে ইভিএমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হলে বিএনপি ইভিএমবিরোধী হয়েও ওই নির্বাচনগুলোয়ও অংশগ্রহণ করে। বিএনপির কিছুতেই ওই ছয়টি সংসদীয় আসনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত হয়নি।

আশা করা যায়, এবার সরকারি দল এবং সরকারি দলের প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে নামসর্বস্ব দু-একটি দল ছাড়া আর কোনো দল ইভিএমে ভোট হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণে রাজি হবে না। ইতোমধ্যে ইসি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথমবার কেবল ইভিএম প্রসঙ্গ নিয়ে সংলাপ করেছে। প্রতিদিন ১৩টি দলকে আমন্ত্রণ করে তিন দিনে এ সংলাপ করা হয়। প্রথম সংলাপে উপস্থিত ১০টি দলের মধ্যে ৯টি দল ইভিএমে নির্বাচন করার বিরোধিতা করে। সরকারে শরিক জাতীয় পার্টিও ইভিএমে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে।

জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, ‘সাধারণ মানুষের ধারণা হলো ইভিএম মানে এর মধ্যে অন্য কোনো কারসাজি আছে। ইভিএম মানে বিশেষ দল কিছু করতে পারে। ইভিএমের দোষের চেয়ে বড় হলো দেশের ভোটাররা ইভিএমে ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়’ (যুগান্তর, ১৯-০৬-২০২২)।

একই দিনের আলোচনায় বাংলাদেশ মুসলিম লীগ নেতা আতিকুল ইসলাম বলেন, ‘সাধারণ মানুষ মনে করেন, ইভিএম ডিজিটাল কারচুপির একটি নির্ভরযোগ্য যন্ত্র।’ মোটা দাগে তিন দিনের আলোচনায় অধিকাংশ দলই ইভিএমে নির্বাচনের বিরোধিতা করে। উল্লেখ্য, বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি দল এ সংলাপ বর্জন করে। এ দলগুলো ইভিএমের পরিবর্তে প্রথমে নির্দলীয় নির্বাচনকালীন সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের নিশ্চয়তা চায়। কারণ, এ দলগুলো জানে, নির্দলীয় নির্বাচনকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারলে ওই সরকার জনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে ইভিএমে নির্বাচন করবে না।

ইদানীং সরকারি দল ও ইসি ইভিএমের পক্ষে একই সুরে কথা বলছে। আওয়ামী লীগ আগেই সব আসনে ইভিএমে নির্বাচনের কথা বলেছে। আবার ইসির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সংলাপেও দলটি ৩০০ আসনে ইভিএমে নির্বাচন দাবি করেছে। আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ইভিএমে নির্বাচন চাইতে পারে; কিন্তু নির্বাচন কমিশন তো স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। ইসির ইভিএমের প্রতি এত আগ্রহের রহস্য কী? ইসি তো রেফারি। কোন বলে খেলা হবে তা নিয়ে তার এত মাথাব্যথা কেন? এ দায়িত্ব খেলোয়াড়দের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। ইসি পারলে ব্যালটে গণভোট করে ইভিএম ব্যবহারের পক্ষে ভোটারদের রায় নিয়ে নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করুক।

এসব বিষয়ের ফয়সালা করতে যত দেরি হবে, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক নৈরাজ্য ততই বাড়বে। আজ শিক্ষক হত্যা করা হচ্ছে, কাল তার গলায় জুতার মালা পরানো হচ্ছে। খুনসহ বিভিন্ন রকম নৈরাজ্য এবং সামাজিক হয়রানি বাড়ছে। গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলোয় স্বচ্ছতা সৃষ্টি করা দরকার, সেসব প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়েছে নৈরাজ্য। ফলে জাতি এক সংকটকাল অতিক্রম করছে। একটি স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে এ নৈরাজ্য কমতে পারে। এজন্য প্রয়োজন নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে এবং ব্যালটে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এমন নির্বাচনের উদ্যোগ নিয়ে সরকারের সামনে নিজ দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার সুযোগ এসেছে। দেখার বিষয়, সরকার এ সুযোগ কীভাবে কাজে লাগায়।

লেখক: অধ্যাপক, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

ইউক্রেনে বাংলাদেশীদের ঈদের দিন যেমন কাটল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া এরপর দেশটির একের পর এক শহর, এলাকা ধ্বংসলীলায় পরিণত। সাধারণ নাগরিকদের অনেকেই নিজ বাড়িঘর ছেড়ে পাশের দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউ ফিরলেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারছেন না। ক্ষণেক্ষণে মর্টারশেল, বোমা বিস্ফোরণের শব্দ। এদিকে ভেঙে গেছে ব্রিজ, কালভার্ট, ভবনসহ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু স্থাপনা। দোনবাস, দোনেৎস্ক, মারিওপোল, জাপোরিজঝিয়ার মত শহরগুলোতে মৌলিক চাহিদা পূরণই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই মধ্যে ইউক্রেনে পালিত হয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা।

যদিও ইউক্রেনে মুসলিমরা সংখ্যালঘু। ২০১৬ সালের জরিপমতে, দেশটিতে মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যা মাত্র ০.৯ শতাংশ। এসব মুসলমানদের বেশিরভাগই ক্রিমিয়ায় থাকেন। রাজধানী কিয়েভেও থাকেন। তবে দেশটিতে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশ থেকে যাওয়া অভিবাসী মুসলিমরা রয়েছেন।

কেমন ঈদ উদযাপন করলেন, যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনে অবস্থিত বাংলাদেশী অভিবাসীরা? এ বিষয়ে তাদের একবাক্যে উত্তর, 'নিরানন্দ এক ঈদ'। গত দুই যুগ ধরে ইউক্রেনের খারকিভের বাসিন্দা খালেদা নাসরিন। পেশায় চিকিৎসক এই বাংলাদেশী শনিবার (৯ জুলাই) ঈদ উদযাপনে ট্রেনে যাচ্ছেন ডেনমার্কে। তার মতে, ইউক্রেনে এমন ঈদ কখনোই আসেনি।

খালেদা নাসরিনের জন্ম বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলায়। বাংলাদেশের এক গণমাধ্যমকে খালেদা জানান, এবারের ঈদের দিনে আগের বছরগুলোর ঈদের স্মৃতি বেশ মনে পড়ছে। খারকিভে কত আনন্দেই না কাটতো ঈদের দিন।



সব মুসলিমরা পবিত্র এই দিনে এক হতেন। আনন্দ করতেন। কিন্তু ২৪ ফেব্রুয়ারীর পর রাশিয়ার আগ্রাসনে সব শেষ। পরিচিত কেউ নেই। তিনিও চলে এসেছেন জার্মানির কোলেন শহরে, যেখানে পরিচিত কেউ নেই। তাই ডেনমার্কে যাচ্ছেন এক আত্মীয়ের বাসায় ঈদ করতে।

খালেদা বলেন, খারকিভে বিগত ঈদগুলোতে টেবিল ভরপুর করে ফেলেতেন নানা খাবারে। বাঙালী খাবার পায়েস, সেমাই রান্না করতেন। নাশতা তৈরি করে স্বামীকে নিয়ে চলে যেতেন কোরবানীর স্থানে। খারকিভে সাধারণত ছাগল কোরবানী হতো। মাংস বাসায় নিয়ে আসতেন। শুরু হতো মাংস রান্না। এরপর এক এক করে আসতে শুরু করতেন অতিথিরা। দিনভর বাংলাদেশীরা আসতেন। আর এবার ডাল-ভাতই খেতে পারছেন না তারা। খালেদা বলেন, 'এক তীব্র মনোকষ্ট আমাদের পুরো পরিবারকে গ্রাস করেছে। এ থেকে বের হতে পারছি না। কবে এ থেকে মুক্তি পাব, তা-ও জানি না।'

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের বাসিন্দা হাবিবুর রহমানে এবারের ঈদ অনেক বেদনার। ঈদের দিনে কেন্দ্রীয় মসজিদে নামাজে যেতেন। এবার কিয়েভের ত্রয়সিনা এলাকার ছোট মসজিদেই নামাজ পড়েছেন। সেখানে ৬০ জন মুসল্লি পেয়েছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশী ছিলেন ৫ জন। ব্যাপারটি মানতে কষ্ট হচ্ছে হাবিবুরের গাজীপুরে জন্ম নেওয়া হাবিবুর জানান, অন্য বছরগুলোয় ১০০ জনের মতো বাংলাদেশীকে পেতাম নামাজে। দিনভর চলত আড্ডা, খাওয়াদাওয়া, আনন্দ। ঈদের পশু কুরবানীর জন্য কিয়েভের ভাসিলকোভ এলাকায় চলে যেতাম সবাই। সেখানে গরু ও ছাগল কুরবানী হতো। কিন্তু এবার সবে মাত্র ৫ জন। ভাসিলকোভ এলাকায় যুদ্ধাবস্থা চলছে। সেখানে সাধারণ নাগরিকদের যেতে সমস্যা হচ্ছে। পরিচিত বাঙালীরা কোথায় আছেন কেমন আছেন জানি না।' রাজধানী কিয়েভের নিভকি এলাকার বাসিন্দা চুয়াডাঙ্গার হাসিনুল জানান, এবারের ঈদে আনন্দের চেয়ে ভয় বেশি কাজ করছে। কখন মাথার উপর মিসাইল এসে পড়ে সেই শঙ্কায় কাটে দিন। মরা কিছু করার থাকবে না। পরিচিত অনেকেই কিয়েভ ছেড়ে চলে গেছেন। আজ ঈদের জামাতে তাদের অনেককেই দেখিনি। তাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে কি না, তাও জানি না। এমন শঙ্কাময়, হতাশা আর নিরানন্দ ঈদ এবার।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

অর্থনৈতিক কৌশলের সঙ্গে মুদ্রানীতি বেমানান



ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

যেকোনো অর্থনীতির দুটি সামষ্টিক নীতি রয়েছে। একটি হচ্ছে রাজস্ব নীতি, অন্যটি মুদ্রানীতি। সম্প্রতি জাতীয় বাজেট চূড়ান্ত হয়েছে, যা রাজস্বনীতির একটি অংশ। এরই মধ্যে বাজেট কতটা সময়োচিত ও প্রাসঙ্গিক হয়েছে, তা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে।

বাজেটে আমরা মুদ্রাস্ফীতি ও কর্মসংস্থান সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা দেখিনি। এখন এই বাজেটের প্রেক্ষাপটে মুদ্রানীতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার। বাজেটে যে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পায়, মুদ্রনীতিকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়।

অর্থবছর শেষ হওয়ার ঠিক দুই দিন আগে গত ২৯ জুন বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবার পুরো অর্থবছরের (২০২২-২৩) জন্যই মুদ্রানীতি ঘোষণা করে। অথচ এক বছরের জন্য মুদ্রানীতি প্রণয়নের কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। জাতীয় বাজেট যেমন এক বছর মেয়াদি হওয়ার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে, মুদ্রানীতির বেলায় এমন কিছু নেই। মুদ্রানীতি এমন একটি জিনিস, যা সময় অনুযায়ী ঠিক করে নিতে হয়।

২০০৬ সালে আমার প্রচলন করার পর থেকে বেশির ভাগ সময় এটি ছয় মাস অন্তর করা হয়েছে। এবার এক বছরের জন্য করা হলো। আমি মনে করি, এক বছরের জন্য মুদ্রানীতি করা খুব একটা যুক্তিসংগত নয়। কারণ মুদ্রানীতির উপকরণ–ব্যাংকিং খাত, মুদ্রার ব্যবহার, মূল্যস্ফীতির হার, মুদ্রার মান ধরে রাখার মতো বিষয়গুলো স্বল্পমেয়াদি পরিবর্তনশীল। তাই অর্থনীতির প্রবণতা অনুযায়ী মুদ্রানীতিকেও পরিবর্তন করা লাগে। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাংকের কাজটা হয়েছে দায়সারাগোছের যে একটা মুদ্রানীতি দরকার, দিলাম এবং মাঝেমধ্যে সার্কুলার জারি করে কিছু কাজ করে নিলাম। কিন্তু এটা কোনো কাজের কথা হতে পারে না। সার্কুলার জারি করে বারবার অল্পস্বল্প পরিবর্তন করা, তা-ও অর্থনীতির জন্য ভালো নয়।

আমার মনে হয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের এবারের মুদ্রানীতিটি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। কারণ মুদ্রানীতি এক বছরের জন্য চলতে থাকবে, কিন্তু এর প্রভাব বা পরিণতি কী হবে, সেটা উপলব্ধি করার ব্যাপার আছে। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকই ছয় মাসের মুদ্রানীতি করে। আর আমাদের মতো দেশে এটি আরো বেশি প্রাসঙ্গিক। বেশির ভাগ দেশেরই 'মনিটারি পলিসি কমিটি' আছে। তারা সুদের হার কী হচ্ছে, কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি কী, বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধির হার কেমন–এসব দেখে মুদ্রানীতি প্রায়ই পরিমার্জনের সুপারিশ করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়। সেগুলো এক বছরের জন্য স্থায়ী হয় না এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্যালোচনা একটি ধারাবাহিক বিষয়।

মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি ও টাকার মান ধরে রাখাটাই মূল বিষয়। এর আগে মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণগুলো বিবেচনায় নিতে হবে। এই মুহূর্তে দেশে মূল্যস্ফীতির পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক একাধিক প্রভাবক রয়েছে। ডলারের বিপরীতে আমাদের টাকার অবমূল্যায়ন করতে হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছে যে টাকার অভ্যন্তরীণ মান ও বহির্মানই টাকা অবমূল্যায়নের কারণ। এটাই উদ্বেগের জায়গা। বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতিটা কমানো ও টাকার মান ধরে রাখার জন্য যে উদ্যোগগুলো নিয়েছে তা গতানুগতিক। এ জন্য কতগুলো লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ১৪.১ শতাংশ, যা আগের চেয়ে কম। সার্বিকভাবে অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৮.২ শতাংশ এবং সরকারের লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ঋণ গ্রহণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৩৬.৩ শতাংশ। এর অর্থ হচ্ছে, সরকারের প্রকল্পে ঋণ বেশি যাচ্ছে। জাতীয় বাজেটে ব্যাংকিং খাত থেকে সরকার এক লাখ ছয় হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে রেখেছে। ফলে বেসরকারি খাতে অপেক্ষাকৃত কম ঋণ যাবে। অথচ বেসরকারি খাতের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে বেসরকারি খাতের ঋণ এবং সেটাকেই সংকোচন করা হলো। বাংলাদেশ ব্যাংকের ধারণা যে মুদ্রা সরবরাহ বেশি হয়ে গেলে তথা বেসরকারি খাতে অর্থ বেশি সরবরাহ হলে এবং ব্রড মানি ব্যাপক আকারে হলে মূল্যস্ফীতি হবে। এটা আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। আপনি যদি পণ্যের সরবরাহ বাড়ান এবং সরবরাহজনিত বাধাগুলো দূর করেন, তাহলে মূল্যস্ফীতি কমতে বাধ্য। এটা না করে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকঋণের গতি ধীর করে দিচ্ছে, যেটাকে তারা বলছে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি।

এই ধরনের সংকোচনমূলক নীতি দিয়ে মূল্যস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হবে না। বরং এটার কারণে কর্মসংস্থানই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশেষ করে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির কারণে, যা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেটা হলো ছোট ও মাঝারি শিল্প খাত। কারণ যখনই তারল্য সংকট হয়, তখনই ব্যাংকাররা নিশ্চিতভাবেই ছোটদের ঋণ দেন না। এমনিতেই তাঁরা ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতে চান না। ফলে দেখা যাচ্ছে, মুদ্রানীতিতে ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তারাই বেশি দুর্ভোগে পড়বেন।

সুতরাং এই মুদ্রানীতির বড় বলি হচ্ছে কর্মসংস্থান। তাতে জলাঞ্জলি দিতে হচ্ছে মানুষের আয় বৃদ্ধির সুযোগগুলোকে, যেটা বাংলাদেশ অতটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে না। বাজেটে যেমন দেখা গেছে বড় বড় শিল্পকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, মুদ্রানীতিতেও বড় বড় শিল্পই সুবিধা পাবে। বাকিরা পেছনে পড়ে থাকবে। ফলে 'রিয়াল সেক্টর গ্রোথ' হবে না, কেবল টাকার অঙ্কে প্রবৃদ্ধি বাড়বে। কাগজপত্রে, ব্যাংক ও ইনস্যুরেন্সের আকার বড় হবে, ব্যাংকগুলোর পরিচালনা মুনাফা বাড়বে বা ব্যাংকের লেনদেন বাড়বে, জিডিপির আকার টাকার পরিমাণে বাড়বে; কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন উন্নত হবে না।

এই মুদ্রানীতি স্রেফ কতগুলো লক্ষ্য নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন–বৈদেশিক বিনিয়োগ, অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ কেমন হবে, অভ্যন্তরীণ বেসরকারি ঋণ কত হবে, সরকারি ঋণ কত হবে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ মানি (প্রিন্ট করা টাকা) কতটুকু বাড়বে–এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এগুলো স্রেফ গাণিতিক হিসাব। বাংলাদেশ ব্যাংককে এই লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। একটা জিনিস মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক বা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর কাজ শুধু মুদ্রা ব্যবস্থাপনা নয়। এর সঙ্গে এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে অনেক বড় ভূমিকা নিতে হয়। আমাদের এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাস্তবায়ন করতে হবে। যেমন–খেলাপি ঋণ আদায়, প্রভিশনিং শর্ত, ছোট ও মাঝারি শিল্পের প্রতি ব্যাংকগুলোর অনীহা দূর করার দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বেশি নজর দিতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এদিকেই বেশি নজর দেওয়া উচিত ছিল। এই জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কয়েকটি সূচকের লক্ষ্যভিত্তিক নীতি যথেষ্ট নয়।

এ ছাড়া মুদ্রানীতিতে অনেক অসংগতি রয়েছে। যেমন–নীতি সুদ হার হিসেবে পরিচিত রেপোরেট ৫ থেকে বাড়িয়ে সাড়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে ব্যাংকগুলো সহজেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিতে পারছে না। এটা তাদের জন্য ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমানত ও ঋণের সুদের হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আমার মনে হয়, এ বিষয়টিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আরো মনোযোগ দেওয়া দরকার ছিল। এর মধ্যে একটি জিনিস ভালো হয়েছে, সেটা হচ্ছে আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য দেশীয় শিল্পের পুনরর্থায়ন স্কিম করবে। তার পরও আমার মনে হয় না শুধু এটাই সুদূরপ্রসারী কোনো প্রভাব ফেলবে।

এরপর আসা যেতে পারে বৈদেশিক মুদ্রার বিষয়ে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রক্ষায় গতানুগতিকভাবে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর বাইরেও কতগুলো বিষয় আছে। যেমন–তৈরি পোশাক রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে সাত বিলিয়ন ডলারের মতো ব্যয় হয়। তার মানে, হিসাব করলে দেখা যাবে আমাদের রিজার্ভ ৪১ বিলিয়ন নেই, প্রকৃতপক্ষে সেটা ৩৪ বিলিয়নের মতো। এই বিষয়গুলোও বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারির মধ্যে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্য রপ্তানি বৈচিত্র্যকে আরো উৎসাহ দেওয়া অপরিহার্য।

দেশে মূল্যস্ফীতি, টাকার অবমূল্যায়ন, কর্মসংস্থান ও আয় সংস্থানের ধীরগতি দিন দিন আরো প্রকট হচ্ছে। এর মধ্যে মুদ্রার বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ বাজারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। মুদ্রার বাজার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা কার্ব মার্কেটে লেনদেন হচ্ছে। এই অবস্থায় কিছু করণীয় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। প্রথম আমাদের কিছু কাঠামোগত সংস্কার দরকার। যেমন–আমাদের বাজারের নিয়ন্ত্রণহীনতা, শিল্প ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোর অন্যায় প্রভাব কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে শুধু মুদ্রানীতি দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

এরপরই প্রয়োজন হচ্ছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। শুধু মোবাইল ফিন্যানশিয়াল সার্ভিস ও এজেন্ট ব্যাংকিং দিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি হয় না। এই প্রক্রিয়াটিকে আরো বিস্তৃত করতে হবে। তা না করে মুদ্রানীতি কার্যকর করা যাবে না। এ ছাড়া রপ্তানি আয়ের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা নিতে হবে। রপ্তানিকে আরো বৈচিত্র্যকরণ। ২ শতাংশ ঋণ পরিশোধ করে খেলাপি থেকে বের হয়ে আসার নিয়ম পরিবর্তন করতে হবে। মুদ্রাপাচার দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। একদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি দিচ্ছে, অন্যদিকে বাইরে বিনিয়োগ করার জন্য অনুমতি দিচ্ছে। যেখানে এমনিতেই আমাদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দুর্বল, নজরদারির ক্ষমতা দুর্বল, সেখানে এসব উদারনৈতিক অবস্থান বাংলাদেশ ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণ সক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে।

সব মিলিয়ে আমি মনে করি, ঘোষিত মুদ্রানীতি প্রাসঙ্গিক হয়নি। আমরা বলেছিলাম যে বাজেট ও মুদ্রানীতির সমন্বয় সাধন করতে হবে। দেশে কিছু বিষয় আছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এ বিষয়গুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারে, তাহলে সামষ্টিক মুদ্রানীতি দিয়ে কাজ হবে না। ফলে যাঁরা ধনী, সম্পদশালী, যাদের ক্ষমতা ও অর্থায়নের ক্ষমতার প্রবেশাধিকার আছে, তারাই এই মুদ্রানীতির সুবিধা পাবে। আমার মনে হয় না, এটা আমাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার জন্য খুব বেশি সহায়ক হবে।

লেখক: সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

আমার মনে হয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের এবারের মুদ্রানীতিটি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। কারণ মুদ্রানীতি এক বছরের জন্য চলতে থাকবে, কিন্তু এর প্রভাব বা পরিণতি কী হবে, সেটা উপলব্ধি করার ব্যাপার আছে। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকই ছয় মাসের মুদ্রানীতি করে। আর আমাদের মতো দেশে এটি আরো বেশি প্রাসঙ্গিক।

পদ্মা সেতু- সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা

ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম

আশির দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় কয়েক বছর মিরপুর কোটবাড়ি থাকতাম। সে সময় প্রতিদিন ঢাকা-আরিচা রুটের 'মুড়ির টিন'খ্যাত বাসে চড়তাম। তখন ঢাকা শহরের সবগুলো বাস রুটে ওঠার কোনো নিয়ম কানুন ছিল না। ভিড়ের ভেতর ঠেলাঠেলি করে বাসে চড়তে হতো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে আমি সিঙ্গাপুরের জাতীয় শিপিং কোম্পানি নেপচুন ওরিয়েন্ট লাইন্সে (এনওএল) কর্মজীবন শুরু করি। চাকরির সুবাদে ১৯৯৬ সালে প্রথম সিঙ্গাপুর সফর করি। সিঙ্গাপুর গিয়ে ওখানকার নিয়ম কানুন, শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে খানিকটা বিস্মিত হই। সবাই লাইন দিয়ে ট্যাক্সি, বাস ও ট্রেনে উঠছে। চলাফেরা, সব কিছুতেই অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্য। বয়স্ক বা শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ-সম্মান দেখে মুগ্ধ হই।

ঠিক তখনই আমার মানসপটে ভেসে ওঠে ঢাকার গণপরিবহনের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কঠিন চিত্র। তখন মনে হচ্ছিল, আমাদের দেশের মানুষ কেন নিয়ম কানুন মানে না বা মানতে চায় না। দেশের মানুষ সম্পর্কে আমার এ ধারণা ভুল ছিল! ১৯৯৭-৯৮ সালের দিকে ঢাকা শহরে চালু হলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রিমিয়াম বাস সার্ভিস, তখন ঢাকা শহরে বাসে চড়ার দৃশ্যপট পাল্টে গেল। এসব বাসের সব যাত্রী দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট সংগ্রহ করে সুশৃঙ্খলভাবে বাসে উঠে আসন গ্রহণ করছে। পরবর্তীতে বেশির ভাগ পরিবহন এ নিয়মে বাস পরিচালনা শুরু করে। অর্থাৎ আমরাও ইচ্ছে করলে বাংলাদেশে সিঙ্গাপুরের মতো নিয়ম কানুন আরোপ করে বাস্তবায়ন করতে পারি। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কঠোর উদাহরণ দিতে চাই, ঢাকা শহরের প্রত্যেক গাড়ির চালক যখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতর প্রবেশ করে তখন শতভাগ নিয়ম কানুন মেনে গাড়ি চালায়, অথচ সেই চালকই যখন ক্যান্টনমেন্টের বাইরে গাড়ি চালায় তখন নিয়ম কানুনের কোনো তোয়াক্কা করে না। কারণ সে জানে, এখানে অনিয়ম করে ধরা পড়লে হয়তো কিছু আর্থিক জরিমানা হবে, তবে কোনো শারীরিক বা কঠোর শাস্তি নেই। সুতরাং কিছু ক্ষেত্রে কঠোর আইন প্রয়োগ সুশৃঙ্খল পরিবেশের জন্য সহায়ক।

এবার আসি মূল প্রসঙ্গে, পদ্মা সেতু নিয়ে এদেশের মানুষের আগ্রহের কমতি নেই। মেঘনা, গোমতী, যমুনার পর পদ্মাতে সেতু হবে, বাংলাদেশে সড়ক যোগাযোগব্যবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নতুন মাত্রা পাবে- এ স্বপ্ন বাংলাদেশী প্রতিটি মানুষের। সেতুর সফল উদ্বোধন নিয়ে দীর্ঘ সময় কমিটি অসংখ্য মিটিং করে পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৫ জুন ২০২২ উদ্বোধনী পর্ব চমৎকারভাবে সম্পন্ন করেছে। অথচ দুঃখের বিষয়- সেতু যানবাহনের জন্য উন্মুক্ত হওয়ার পর কিভাবে সেতুটি পরিচালিত হবে, যানবাহনের লেন, টোলপ্লাজার সক্ষমতা, সেতুর উপর প্রশাসনিক নজরদারি, নিরাপত্তাব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে খুব বেশি আলোকপাত করা হয়েছে বলে মনে হয় না। সেতু বিভাগের আচরণে মনে হয়েছে সফল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, প্রচার প্রচারণা ও সেতু নির্মাণের মহত্ত্ব-কৃতিত্ব নিয়েই সবাই ব্যস্ত। দেশের সাধারণ নাগরিকের অর্থে সেতু নির্মাণ করেছে সরকার, এটি তাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করে মহত্ত্ব দেখানোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেতু ব্যবহারকারী নাগরিকদের প্রত্যাশিত সেবা নিশ্চিত করা।

২৬ জুন ২০২২ সকাল ৬টায় সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। টোলপ্লাজার সামনে তৈরি হয় দীর্ঘ যানজট ও চরম বিশৃঙ্খলা। সেতুর উপর সাধারণ মানুষ গাড়ি রেখে সেলফি তোলা, টিকটক ভিডিও, দৃষ্টিকটু কর্মকান্ড, নিয়ন্ত্রণহীন মোটর সাইকেল চালাতে গিয়ে দু'জনের মৃত্যু, কে প্রথম সেতুতে কী করল তা প্রচার-ইত্যাদি মিলে সেতু পরিণত হয় আলোচনা-সমালোচনার বিষয়ে। অবস্থাদৃষ্টিতে মনে হয়েছে, সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এগুলো করতে উৎসাহিত করেছে। অন্যথায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় এসব বাড়তি ঝামেলা সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যেত। বেগতিক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে ২৭ জুন থেকে পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য সেতুর উপর দিয়ে মোটরসাইকেল চলাচল বন্ধ করতে বাধ্য হয়। মোটরসাইকেল ফেরি দিয়ে পদ্মা নদী পার হতে নির্দেশনা দেয়া হয়। সেখানেও বিপত্তি, সময়মতো ফেরি না পাওয়া বা পর্যাপ্ত ফেরির ব্যবস্থা না থাকায় মোটরসাইকেলের যাত্রীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। মাওয়া-জাজিরা রুটে চলাচল করা যাত্রীরা ফেরিঘাটের অনিয়ম নিয়ে এমনিতেই অতিষ্ঠ। একজন যাত্রী হিসেবে বলতে পারি, সাধারণ মানুষের প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলা এসব সমস্যার মূল কারণ। অন্যথায় ফেরি পারাপারে কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনে উদাসীনতা বা ব্যর্থতার জন্য কোনো শাস্তি বা জবাবদিহিতা নেই। এখানেও চলছে দলীয় নিয়োগ ও লেজুড়বৃত্ত রাজনীতি। তাই সবাই ইচ্ছে ঘুড়ির মতো চাকরি করছে, কোনো নিয়ম কানুনকে পাত্তা দিচ্ছে না।

ভাবতে অবাক লাগে, ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করে সেতু ব্যবস্থাপনায় অ্যানালগ পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা প্রথমেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি। সেতু ব্যবস্থাপনায় হিমশিম খাচ্ছি। আবার কর্তৃপক্ষ মুলা ঝুলাচ্ছে, অটোমেটিক টোল চালু হলে টোলপ্লাজার ভোগান্তি কমবে। প্রশ্ন হচ্ছে, টোলপ্লাজা তৈরি হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে, তাহলে এসব উন্নত প্রযুক্তি সংযোজন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সবগুলো বুথ উদ্বোধনের দিন চালু করলে সমস্যা কোথায় ছিল? প্রাইভেট গাড়ি, বাস,ট্রাক, লরি-কার্গো এগুলোর জন্য টোল বুথ পৃথকীকরণ খুবই জরুরি, সেটি কেন গুরুত্বসহ চালু করা হয়নি? ফেরিতে দেখেছি ভিআইপি যাত্রীদের কোনো সমস্যা নেই, এমনকি সেতুও তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ সেতু হোক বা ফেরি হোক তাদের যাতায়াতের জন্য সব কিছু অবারিত ও সব কিছু প্রস্তুত। দুর্ভাগ্য সাধারণ মানুষের, যাদের টাকায় দেশ চলে তাদের প্রতি সর্বত্র চলছে চরম অবহেলা। ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত হাইওয়ের টোলপ্লাজা, পটুয়া সেতু টোলপ্লাজার সব অসঙ্গতি দূর করে সাধারণ যাত্রীদের ঈদের ছুটি বা বাড়ি ফেরা নির্বিঘ্ন হোক, সেটিই সবার প্রত্যাশা।

লেখক: পরিবেশকর্মী

ধর্ম অবমাননা সমস্যার সমাধান

হামিদ মীর

ভারতের শাসক দলের ইসলামবিরোধী নীতির কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক ঝড় থামার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দল, বিজেপির দুজন শীর্ষ নেতার বক্তব্যের কারণে বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের অনুভূতি ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। ইরান থেকে সৌদি আরব পর্যন্ত ভারতের কৌশলগত অংশীদার ভাবা হয় যে দেশগুলোকে, তারাও স্বয়ং মোদির কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার দাবি করেছে। আমরা দেখেছি, বিজেপির নেতাদের হৃদয়ে আঘাতকারী বক্তব্যের বিরুদ্ধে শুধু পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশেই নয়, বরং বিশ্বজুড়ে বিশাল বিশাল র‍্যালি বের করা হয়। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী কঠোর ক্র্যাকডাউন করে পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করেছে। ঝাড়খন্ড রাজ্যে পুলিশ মুসলমান বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এতে যারা শহীদ হন, তাদের মধ্যে ১৫ বছরের ছাত্র মুদ্দাসসির আলমও রয়েছে। দশম শ্রেণীর ওই ছাত্রের পরীক্ষার ফল তার শাহাদাতের দুই সপ্তাহ পর প্রকাশ হয়। সে এ গ্রেড পেয়েছে। ভারতে শাসকগোষ্ঠী অবমাননাকর বক্তব্যের বিরু‡× প্রতিবাদকারী ভারতীয় মুসলমানদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছে। এ সব কিছু কয়েক বছর ধরে চলা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের চূড়ান্ত ফল হিসেবে দেখা হচ্ছে।

যদি মোদি ক্ষমা প্রার্থনাও করেন, তবুও এটা ভারতে মুসলমানদের ভবিষ্যৎকে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য যথেষ্ট নয়। ইসলামোফোবিয়া শুধু ভারতেরই বিষয় নয়, বরং এটা আন্তর্জাতিক সমস্যা। আমেরিকার বাফেলো শহরের সুপারমার্কেটে শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদীদের গুলিতে ১০ জন নিহত হওয়ার বিষয়টিও ইসলামবিরোধী পাশাপাশি ইহুদিবিরোধী আবেগে পরিপূর্ণ। কানাডার মুসলমান এখনো গত বছর অন্টারিওতে নিহত চার ব্যক্তির জন্য চোখের পানি ফেলেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে ব্রাজিল পর্যন্ত ইসলামের অনুসারীদের ইসলামোফোবিয়ার মতো সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আমি পাশ্চাত্যের এমন কিছু লোককে চিনি, যারা এ ইস্যুটাকে এড়িয়ে যাওয়াকে প্রাধান্য দেবে। কিছু লোকের বক্তব্য হচ্ছে, ধর্ম অবমাননা (ব্লাসফেমি) স্পর্শকাতর একটি বিষয়। ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রতিহত করতে গেলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু আমরা কি এটা উপেক্ষা করতে পারি? নেদারল্যান্ডসের অন্যতম পার্লামেন্ট সদস্য গেরট ওল্ডার প্রকাশ্যে রাসূলুল্লাহ সা:-এর শানে বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার বেয়াদবিমূলক বক্তব্যের সমর্থন করেছেন। অতীতে নিজ দেশেই ওল্ডারের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়া হয়েছে। নূপুর শর্মার জন্য তার সমর্থনকে প্রাচ্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের সাথে পাশ্চাত্যের ইসলামবিরোধী গোষ্ঠীর ঐক্য হিসেবে ধরে নেয়া হচ্ছে। যে সময় বিজেপির পদাধিকারী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে ধর্ম অবমাননামূলক বক্তব্য দেয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, সে সময় আমি ব্রিটেনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সফরে ছিলাম। আমি বিখ্যাত অক্সফোর্ড ইউনিয়নের বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশ নিই। বিষয় ছিল, কিভাবে ব্রিটিশ শাসনামলের তৈরি করা আইন এখনো দ‌ি‌ণ এশিয়ার ভাগ্যের ফায়সালা করছে।

অক্সফোর্ড ইউনিয়নের হলে আজো পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর ছবি ঝুলছে। অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে সত্তরের দশকে তিনি এই হলে কয়েকটি বিতর্ক অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। তিনি তার শেষ গ্রন্থ Reconciliation-এ (প্রকাশকাল ২০০৮) রবার্ট স্পেনসারের মতো মার্কিন লেখকদের সমালোচনা করেছেন, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে ভুল তথ্য ছড়িয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিরুদ্ধে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করেন। বেনজির সর্বদাই সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনার পক্ষে ছিলেন। আমিও অক্সফোর্ড ইউনিয়ন হলে এমন কিছুই করলাম। আমি চেষ্টা করলাম, যাতে প্রমাণপঞ্জির মাধ্যমে সহায়তা করা যায়। আমি বিদ্রোহ সম্পর্কিত আইনসহ (১২৪ এ) ব্রিটিশ যুগের আরো কিছু আইনের উদ্ধৃতি দিলাম, উপমহাদেশে ১৮৬০ সালে যেগুলোর পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমি দাবি করলাম, নব্য ঔপনিবেশিক যুগের এই উত্তরাধিকারের পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। কয়েকজন ভারতীয় আলোচক আমার মতামত সমর্থন করলেন। পরিশেষে হাউজে প্রস্তাব গৃহীত হলো- ব্রিটিশ রাজ এখনো বেঁচে আছে।

বিতর্ক অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশের এক ছাত্রী আমাকে ধর্ম অবমাননার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের আইন নিয়ে প্রশ্ন করল, আপনার অভিমত অনুযায়ী নব্য ঔপনিবেশিক যুগের এই আইনেরও পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। আমি ওই ছাত্রীকে পাকিস্তানে ধর্ম অবমাননা আইনের প্রেক্ষাপট বুঝালাম। আমি তাকে বললাম, এতে সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তানে বর্তমান ধর্ম অবমাননার আইনের অপব্যবহার করা হচ্ছে যার ব্যাপারে আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা রয়েছে। কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা পাকিস্তানে আমার বিরুদ্ধে, আমার টিভি চ্যানেলের বিরুদ্ধে এবং কয়েকজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ আরোপ করে, যাতে বিরোধী কণ্ঠকে রুদ্ধ করা যায়। তথাপি ধর্ম অবমাননা (যাকে বিশেষভাবে ইসলামোফোবিয়ার মতো ব্যাপকতর সমস্যার বিষমিশ্রিত প্রকাশ মনে করা হয়) মারাত্মক স্পর্শকাতর বিষয়। এটাকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ করা উচিত।

ব্রিটেন সফরের সময় কয়েকজন মুসলিম ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। পাশাপাশি মুসলিম কমিউনিটির প্রতিনিধিদের সাথেও সাক্ষাৎ হয়। সবাই আমাকে ব্রিটিশ তরুণ মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে পড়া উগ্রপন্থা সম্পর্কে সংশয়ের সাথে অবহিত করলেন। তাদের বক্তব্য, এই উত্তাল ঢেউয়ের কারণ হচ্ছে µমবর্ধমান ইসলামোফোবিয়া (যেখানে মাঝে মাঝে ইসলামের বিরুদ্ধে মারাত্মক আক্রমণাত্মক কথা বলা হয়)। গবেষণায় জানা যায় যে, ধর্ম অবমাননার ব্যাপকতা এবং তার প্রতি সমর্থন ও অনুমোদন সহিংসতা ও উগ্রতা ছড়িয়ে দিতে পারে। এটা একটি কারণ যে, মুসলিম দেশগুলো গত এক দশক ধরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধর্ম অবমাননাবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করে আসছে। পাশ্চাত্যে ধর্ম অবমাননা বা হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের ইসলামবিদ্বেষী পদক্ষেপগুলো সর্বদাই মুসলিম দেশগুলোতে চরমপন্থী শক্তিগুলোকে শক্তি জোগায়। এ ইস্যুটাই আমাদের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের অনুভূতিকে ক্ষতবিক্ষত করে ভারতে ধর্ম অবমাননার সর্বশেষ ঘটনার মাধ্যমে সেই চরমপন্থী শক্তিগুলোকে সুদৃঢ় করা হয়েছে, যারা ইসলামোফোবিয়ার জন্য পশ্চিমাদেরকে দায়ী করে। যদি পশ্চিমা দেশগুলো এভাবেই সমস্যাকে উপেক্ষা করার ধারা অব্যাহত রাখে, তাহলে এটা বাড়তেই থাকবে। যদি এ প্রবণতা ছড়িয়ে পড়াকে রোধ করা না যায়, তাহ‡ল চরমপন্থার নতুন ঢেউ আসার আশঙ্কা রয়েছে।

ব্রিটেন সফরের সময় কয়েকজন মুসলিম ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। পাশাপাশি মুসলিম কমিউনিটির প্রতিনিধিদের সাথেও সাক্ষাৎ হয়। সবাই আমাকে ব্রিটিশ তরুণ মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে পড়া উগ্রপন্থা সম্পর্কে সংশয়ের সাথে অবহিত করলেন। তাদের বক্তব্য, এই উত্তাল ঢেউয়ের কারণ হচ্ছে µমবর্ধমান ইসলামোফোবিয়া (যেখানে মাঝে মাঝে ইসলামের বিরুদ্ধে মারাত্মক আক্রমণাত্মক কথা বলা হয়)।

অগ্রসর হওয়ার একটা পথ আছে। চলতি বছরের শুরুতে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মত প্রস্তাব পাস করে ১৫ মার্চকে 'আন্তর্জাতিক ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই দিবস' পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই তারিখ বেছে নেয়ার পেছনেও সুনির্দিষ্ট যুক্তি রয়েছে। কেননা ওইদিন ডানপন্থী সংগঠনের এক উগ্রপন্থী নিউজিল্যান্ডে গুলি করে ৫০ জন মুসলমানকে শহীদ করেছিল। পাকিস্তান ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) মাধ্যমে এই প্রস্তাবটি পেশ করে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আসিফ আলি জারদারি, শাহিদ খাকান আব্বাসি ও ইমরান খান ২০১২, ২০১৭ ও ২০২১ সালে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে বারবার ধর্ম অবমাননা ও ইসলা‡মাফোবিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। পাকিস্তান ২০০৯ সালে জাতিসঙ্ঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলে ধর্ম অবমাননার নিন্দা জানিয়ে প্রথমবার প্রস্তাব পেশ করেছিল। কিছু মানুষ বলবেন, এমন সদিচ্ছামূলক পদক্ষেপের দ্বারা উপকার কমই হয়। অধম এ কথার সাথে একমত পোষণ করে না। জাতিসঙ্ঘের সহায়তায় গঠিতব্য প্রক্রিয়া কাজে আসতে পারে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ধর্ম অবমাননাকে বিদ্বেষনির্ভর অপরাধ অভিহিত করতে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি দূর করা যেতে পারে। জাতিসঙ্ঘের মঞ্জুরকৃত মাপকাঠি এমন সব দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হয়ে সামনে আসতে পারে, যারা নিজস্বভাবে আইন তৈরি করতে যাচ্ছে। গত ১৮ জুন জাতিসংঘের মঞ্জুরকৃত, বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস (ইন্টারন্যাশনাল ডে টু কাউন্টার হেট স্পিচ) পালন করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের প্রস্তুতকৃত কর্মপরিকল্পনা এমন, যা বাকস্বাধীনতার জন্য হুমকি সৃষ্টি না করে ঘৃণাত্মক বক্তৃতা সমস্যা সমাধানের একটি প্রচেষ্টামাত্র। কিন্তু বিশ্বকে আরো কিছু করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নতুন নীতি প্রণয়ন করতে হবে। এমন এক আচরণবিধি প্রকাশ করতে হবে, যেখানে ইসলামসহ প্রতিটি ধর্ম ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতা ও বৈষম্যের নিন্দা করতে হবে। এর জন্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে একটি আলোচনার প্রয়োজন যেখানে সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সংস্কৃতি প্রচারের গুরুত্ব দেয়া হবে। এর ভিত্তি হবে মানবাধিকার, ধর্ম ও বৈচিত্র্যময় বিশ্বাস। এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য একটি ভালো মডেল ইতোমধ্যে বিদ্যমান। এটাকে বলা হয় ইস্তাম্বুল প্রক্রিয়া। ২০১১ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল একটি প্রস্তাব পাস করেছিল, যার কারণে মুসলিম দেশগুলো এবং আমেরিকা, ব্রিটেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর মাঝে আলোচনার ভিত তৈরি হয়, যা এখনো চলমান। এ দেশগুলো ধর্মীয় বৈষম্যের মূল কারণগুলো মোকাবেলা করতে এবং সহিংসতা প্ররোচনাকে অপরাধকরণের জন্য উত্তেজনা চিহ্নিত করার উপায় নিয়ে আলোচনা করছে। আমি মনে করি, পাকিস্তান ও ইসলামী (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই ইউএসএ ইন্‌ক

PICNIC 2022

বনভোজন ও মিলন মেলা ২০২২



SOUTHAVEN COUNTY PARK
(SOUTHAVEN PICNIC PAVILION)
761 Victory Ave. Yaphank, NY 11980
SUNDAY, JULY 24, 2022

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল প্রবাসী সুধীজনকে উক্ত বনভোজনে অংশগ্রহণ করার জন্য সাদর আমন্ত্রন জানাচ্ছে।

চাঁদার হার
একক : ৫০ ডলার
স্বামী-স্ত্রী: ৮০ ডলার
অনুর্ধ ১২ বছর: ফ্রি
১৩-২০ বছর: ২০ ডলার

বিশেষ আকর্ষণ
র‍্যাফেল ড্র
১ম পুরস্কার ঃ এয়ার টিকেট নিউ ইয়র্ক-ঢাকা-নিউ ইয়র্ক
সৌজন্যেঃ এ্যাটর্নী মঈন চৌধুরী
২য় পুরস্কার ঃ স্মার্ট টিভি
সৌজন্যেঃ ডাঃ চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান
৩য় পুরস্কার ঃ ল্যাপটপ
সৌজন্যেঃ নিউ ইয়র্ক লায়ন ক্লাব প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব
এছাড়াও থাকছে আরো আকর্ষণীয় পুরস্কার



ব্যাপক আয়োজনে ও মর্যাদাপূর্ণ ভাবে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে।

আমন্ত্রনে

বনভোজনে অংশগ্রহণে আগ্রহীদের
২১শে জুলাই (বৃহস্পতিবার)-এর মধ্যে
নাম লিপিবদ্ধ করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

গোলাম মোস্তফা
আহ্বায়ক
৯১৭-৪৪০-৭৮৩২

সাঈদা আক্তার লিলি
সভাপতি
৩৪৭-৭২৭-৮৪৪২

মোঃ ইউসুফ আলী
সদস্য সচিব
৩৪৭-৫৫৭-২৩১৩

গাজী সামসুউদ্দিন
সাধারণ সম্পাদক
(৩৪৭) ৭৭৬-০৯১৭

যোগাযোগ
মোহাম্মদ হোসেন খান (৫১৬) ৩৪৩-৯৪৫৬, মোল্লা মুনিরুজ্জামান (৯১৭) ২৮৮-৮৪৫৮, স্বপন বড়ুয়া (৬৪৬) ৫০৮-৪৪০৬, মোঃ তাজুল ইসলাম (৯১৭) ৫৭৬-৬৩২৩, আবুল কালাম আজাদ (৬৪৬) ৫৩৩-৮২৩১
এম. এস. আলম (৯১৭) ৬০২-৫৩৯৭, মোঃ লিয়াকত আলী (৫১৬) ৫৮৯-৩৯৩৭, মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান (৯১৭) ৫২৩-১৩৪৪, মোঃ সালাম (৯১৭) ৪৫৯-৭৭১৯, মোঃ হানিফ মজুমদার (৯১৭) ৬৮০-৫৫০৫
নূপুর চৌধুরী (৬৪৬) ৭০৭-৯৩৪৪, সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া (৯১৭) ৮৬২-৬০১৯, আজহার আলী খান (৫১৬) ৫১৩-৪৫৮৩, রুহুল আমিন সরকার (৭১৮) ৭০৫-২২২৮ জহিরুল হক (৩৪৭) ৬৮৪-৭২৫১

Direction: LIE (495) East to Exit 67 (Route 21-YAPHANK AVE.) Drive right 0.3 mile make a Right YAPHANK AVE
Drive 0.8 mile left to Gerard Road Drive 1.7 mile left Victry Ave. to the park (Southeven Picnic Area)

পদ্মা সেতু নিয়ে লঙ্কাকান্ডের নেপথ্য কারণ



গোলাম মাওলা রনি

পদ্মা সেতু নির্মাণ নিয়ে সেই ২০০৯ সাল থেকে আজ অবধি যা কিছু হয়েছে তা বিশ্বের কোনোকালে অন্য কোনো স্থাপনার ক্ষেত্রে ঘটেনি। নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার আগে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ, জাইকা, আইডিবি, এডিবিসহ বিশ্বের বাঘা বাঘা গণমাধ্যম, বিদেশী আদালত থেকে শুরু করে আমাদের দেশের আইন আদালত, দুর্নীতি দমন কমিশন, সুশীল-সাংবাদিকরা যা করেছেন তা যদি একত্র করা হয় তাহলে মহাভারত-রামায়ণ-ইলিয়ড-ওডিসি কিংবা বিষাদসিন্ধু অথবা মহা শ্মশানের সম্মিলিত মহাকাব্যগুলোর চেয়ে বিরাট ইতিকথা রচিত হয়ে যাবে। অন্য দিকে নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর যে দিন উদ্বোধন করা হবে বলে ঘোষণা করা হলো সে দিনটিকে টার্গেট করে যা কিছু করা হয়েছে, তার সাথে তুলনা করার মতো দৃষ্টান্ত সারা দুনিয়ার হাজার বছরের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পদ্মা সেতু নিয়ে এ যাবৎকালে যত কান্ড ঘটেছে, সেগুলোর মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে জনৈক ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তার বক্তব্য। তিনি সম্ভবত পদ্মা সেতু প্রকল্পের হোমরা-চোমরা টাইপের কিছু একটা হবেন। সাংবাদিকরা যখন তার কাছে পদ্মা সেতুর উপর গিয়ে মানুষের সেলফি তোলার ফোবিয়া, টিকটক ভিডিও করার ঘটনা, নামাজ পড়া, সেজদা দেয়া, হাত দিয়ে সেতুর নাট-বল্টু খোলাসহ জনৈক ব্যক্তির জলবিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন করেন তখন তিনি ভারি আশ্চর্য হয়ে জবাব দেন- কী করে ওসব নিয়ন্ত্রণ করব, বা এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার আগাম ব্যবস্থা নেব। কারণ ওসব লঙ্কাকান্ড যে ঘটতে পারে, তা আমাদের মন-মস্তিষ্ক কল্পনাও করতে পারেনি। ভদ্রলোকের কথা শোনার পর আমাদের মনে হলো, তিনি সত্য কথা বলেছেন। কারণ লঙ্কাকান্ডগুলো ঘটার পর আরো অনেক পাবলিকের মতো আমিও আশ্চর্য হয়েছি এবং একেকটি ঘটনার রঙ্গরসের দৃশ্য দেখে কৌতুক অনুভব করেছি। আবার নাট-বল্টু হাত দিয়ে খোলার দৃশ্য দেখার পর হাপিত্যেশ করেছি। কিন্তু ঘটনাগুলো কেন ঘটল, তা যেমন ভাবিনি, তেমনি ওগুলো আগাম প্রস্তুতি নিয়ে কিভাবে বন্ধ করা যেত তা ভাবা তো দূরের কথা ওসব চিন্তা মাথার মধ্যে ঢুকানোর জন্য যদি ইয়া ঢাউস আকৃতির গজাল অর্থাৎ পেরেক মেরে মাথা ফুটো করে ঢুকানোর চেষ্টা করতাম তবুও হয়তো বাজে চিন্তাগুলো মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ করানো যেত না।

লঙ্কাকান্ডগুলোর মধ্যে যদি প্রথমেই জলবিয়োগের ঘটনাটি ব্যাখ্যা করি তবে আমাদের চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে নিদারুণ সব তথ্য বেরিয়ে আসবে। যারা এখনো পর্যন্ত জলবিয়োগ শব্দটি বুঝতে পারেননি তাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, পদ্মা সেতুর ওপর বসে কবিগুরুর সেই বিখ্যাত বাঙাল যেভাবে মূত্র বিসর্জন করেছে, সেই দৃশ্যের পূর্বাপর কার্যকারণ নিয়ে যদি পদ্মা সেতুর হোমরা-চোমরারা এখনো গবেষণা শুরু না করেন তবে অমন ঘটনা একটির পর একটি ঘটতে থাকবে। কারণ আমাদের দেশের ছেলে-বুড়োদের বিরাট একটি অংশ শৈশব ও কৈশোরে জলবিয়োগের ক্ষেত্রে যে অভ্যাস রপ্ত করেছে, তা এই মহাবিশ্বের অন্য কোনো দেশে ঘটে না। এরা পানিতে নেমে ওই কর্মটি করতে বেশ মজা পেত। এর বাইরে বড় কোনো গাছের মগডালে উঠে নিচের পুকুর, জলাশয় কিংবা প্রবহমান নদ-নদীতে জলবিয়োগের ঘটনা গ্রামাঞ্চলে আগের চেয়ে কমেছে বলে আমার মনে হয় না। এর বাইরে কাউকে জল বিয়োগ করতে দেখলে নিজের তলপেটে জলবিয়োগের যন্ত্রণা অনুভব করা ও সেই লোকটির পাশে বসে অথবা দাঁড়িয়ে মহাতৃপ্তি নিয়ে প্রাকৃতিক কর্মটি করার লোকজনের অভাব আমাদের এখনো দেখা দেয়নি।

আপনি যদি রাস্তাঘাটে চলাফেরা করেন, তা সে গ্রাম অথবা শহর হোক, আপনি দেখতে পাবেন যে, বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য সাইনবোর্ড টানানো রয়েছে এবং সেসব সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে, এখানে প্রস্রাব করা নিষেধ। আপনি আরো লক্ষ করবেন, সাইনবোর্ডের নিচেই লোকজন বেশি বেশি মূত্র বিসর্জন করছে। তো এসব বেহায়া কর্ম বন্ধ করার জন্য সরকারি দফতরের বড় কর্তারা কিসব চিন্তা করেন তার একটি নমুনা আপনাদের কাছে প্রকাশ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। একবার সরকারের বড় একটি দফতরে এসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, সভায় উপস্থিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তৎকালীন বড় কর্তা প্রস্তাব করলেন, আমাদের দেশের মানুষ যেহেতু ধর্মভীরু, সেহেতু 'এখানে প্রস্রাব করা নিষেধ' কথাটি আরবি হরফে লিখে লটকিয়ে রাখলে কেউ আর জলবিয়োগ করবে না। উপস্থিত লোকজন একবাক্যে বড় কর্তার বুদ্ধির প্রশংসা করলেন। প্রকল্পটি পরে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল কি না তা আমি বলতে পারব না, তবে সেদিনের সেই স্মৃতি আজো আমাকে নিদারুণভাবে নাড়া দিয়ে যায়।

জলবিয়োগের উল্লিখিত অভ্যাসগুলোর সাথে অন্যান্য বদভ্যাস যথা, বিছানায় প্রস্রাব করা, গোসল করতে নেমে নদী-পুকুর-সাগর বা সুইমিংপুলে সব বয়সী লোকজনের জলবিয়োগের বদভ্যাসকে মাথায় রেখে যদি পদ্মা সেতু পরিচালনায় নিযুক্ত কর্তারা সেতুটিকে পবিত্র রাখার জন্য নীতিমালা তৈরি করেন তবে তা অনেক বেশি কার্যকর হবে।

উল্লিখিত ঘটনার পর আমি যে বিষয়টি নিয়ে অবাক হয়েছি তা হলো, যারা নাট-বল্টু খোলার সাথে অভিযুক্ত তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা দেখে। তাদের কর্মকাণ্ড দেখার পর আমি সেই ১৯৭৩-৭৪ সালের নস্টালজিয়ায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছি এবং সেটি কী তা বলার আগে পদ্মা সেতু নিয়ে আবার আঁতেলগিরির নমুনা আপনাদের না জানিয়ে পারছি না। আমি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলাম। সেতুটি নির্মাণের প্রেক্ষাপট-জটিলতা ও সফলতা-ব্যর্থতা নিয়ে বিরাট এক নিবন্ধ লেখার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমার মনের মধ্যে এমন এক ভাবভঙ্গি পয়দা হয়েছিল যে, আমি যেসব অজানা তথ্য পরিবেশন করব তা পাঠ করে পাঠকরা সব সাধু সাধু বলা আরম্ভ করবে এবং নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রস্তাবটি যে আমার ছিল ও টানা দুই বছর সেই প্রস্তাব কিভাবে জনপ্রিয় করেছি এবং সরকার আমার সেই প্রস্তাবটি কিভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে, তা সবিস্তারে বর্ণনার জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছিলাম। কিন্তু নাট-বল্টু খোলার দৃশ্য দেখার পর আমার নিজের মাথার সব নাট-বল্টু আউলা-ঝাউলা হয়ে গেছে।

আমি অবাক হয়ে শুধু ভাবছি, এমন অদ্ভুত অভিনব ও সূক্ষ্ম চিন্তা কী করে ওই সব যুবকের মাথায় এলো। আমাদের মতো আঁতেলরা যেভাবে গত সাত-আট বছর ধরে লাখো মুখে প্রচার করছি যে, পদ্মা সেতুতে দুর্নীতি হয়েছে এবং ১০ হাজার কোটি টাকার সেতু নির্মাণে ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। অন্য দিকে আমাদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য সরকারি আঁতেলরা যেখানে পদ্মা সেতুর প্রতিটি পাইল নদীর কত ফুট গভীরে ঢুকেছে, নদীর তলদেশের মাটি কিভাবে সরে গেছে অথবা পদ্মার মতো সমচরিত্রের নদী আমাজান কেন দুনিয়ার পরাশক্তিধর দেশগুলো এখনো সেতু তৈরি করতে পারছে না- ইত্যাদি বলে সেতুবিরোধী কথাবার্তার দাঁতভাঙা জবাব দিচ্ছেন সেখানে সাধারণ দু'জন যুবক-হাত দিয়ে পদ্মা সেতুর কয়েকটি নাট-বল্টু খোলার দৃশ্য ভিডিও করে তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে সরকারের কর্তাব্যক্তিদের যেভাবে নাস্তানাবুদ করেছেন তা রীতিমতো বিস্ময়কর এবং আমাদের মতো আঁতেলদের জন্য দুরন্ত এক চপেটাঘাত।

আমি নাট-বল্টু খোলা নিয়ে যতটা না অবাক হয়েছি তার চেয়ে বেশি অবাক হয়েছি ঘটনার নায়কদের নিয়ে সরকারের কর্তাব্যক্তিদের বেসামাল আচরণ, কথাবার্তা ও তৎপরতা দেখে যা আমার মধ্যে সত্তরের দশকের নস্টালজিয়া সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমাদের শৈশবে গ্রামের বেশির ভাগ ছেলে-মেয়ে পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত নেংটা থাকত। মেয়েদের মাঝে মধ্যে হাফপ্যান্ট পরানো হতো বটে কিন্তু অনেকেই তা খুলে ফেলত এবং তার উদোম সঙ্গী-সাথীদের সমাজে একীভূত হয়ে শিশুসুলভ খেলাধুলা করত। তারা যেন হারিয়ে না যায় এ জন্য প্রায় সবার কোমরে অনেকগুলো ঘণ্টা পরানো হতো। তাদের দিকে যেন কারো কুনজর না পড়ে এ জন্য কপালের এক কোণে কালি বা কাজলের টিপ পরানো হতো। অনেক ছেলের কান ফুঁড়িয়ে কানফুল পরানো হতো। মেয়েদের চুলের বেনি, চোখের কাজল, পায়ের আলতার সাথে পাল্লা দিয়ে অনেক বাবা-মা বা দাদা-দাদী তাদের আদরের ছেলে শিশুটির চুলও লম্বা করে রাখতেন এবং কাজল দিয়ে ছেলেদের সাজাতেন। এসব নেংটার দল যখন খেলত-দৌড়-ঝাঁপ করত তখন কী যে একটি দৃশ্য তৈরি করত তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

আমার শৈশবে এক নেংটা হঠাৎ করেই ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়ল। খেলতে গিয়ে নাবালকটি আরেক নাবালকের সাথে কুস্তি শুরু করে দিলো। এরপর শিশুসুলভ কুতাকুতি করতে গিয়ে একজনের পশ্চাৎদেশ থেকে বিরাট এক কৃমি বের হয়ে এলো। সঙ্গী-সাথীরা সেই কৃমির রক্তাক্ত মুখচ্ছবি দেখে অতি চিৎকার করে উঠল। কুস্তিগির যখন টের পেল যে, সর্বনাশ ঘটে গেছে তখন সে লজ্জায় মুখ ঢেকে বুবু ও বু বলে চিৎকার দিতে থাকল। এ অবস্থায় তার স্নেহময়ী দাদী এসে তাকে উদ্ধার করলেন বটে কিন্তু সেই বালক আর কোনোদিন নেংটা হয়ে খেলতে বের হয়নি এবং সে দিনের ঘটনার সাক্ষীদের সামনে জীবনে কোনোদিন দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতে লিপ্ত হয়নি, যা তাকে পরবর্তী জীবনে একজন সফল ভদ্রলোক হতে সহায়তা করেছে।

আমরা আজকের আলোচনার একেবারে প্রান্তসীমায় চলে এসেছি। উল্লিখিত ঘটনা ছাড়াও পদ্মা সেতুর উদ্বোধন এবং তৎপরবর্তী নানা রকম কর্মকান্ড যেভাবে একটির পর একটি ঘটে যাচ্ছে তাতে করে এই মহান স্থাপনাটির সুনাম সুখ্যাতি বাড়ছে না কমছে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে। পৃথিবীর সেই আদিকাল থেকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বহু স্থাপনা তৈরি হয়েছে। মিসরের পিরামিডের বয়স পাঁচ হাজার বছর। চীনের মহাপ্রাচীরের বয়স ক্ষেত্রবিশেষে দুই হাজার দুই শ' বছরের বেশি হয়ে গেছে। মহাচীনের প্রথম সম্রাট শি হুয়ান টি পৃথিবীর অতি আশ্চর্য দু'টি কর্ম করে গেছেন। একটি হলো টেরাকাটা আর্মি ও অন্যটি হলো-মহাপ্রাচীরের নির্মাণকাজ। একইভাবে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সুয়েজ খাল খনন, প্রাচীন দুনিয়ার বাতিঘররূপে পরিচিত আলেকজান্দ্রিয়ার লাইট হাউজ অথবা জর্দানের প্রাচীন পেত্রা নগরীতে পাহাড় কেটে বিশাল বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ এবং সেই পাহাড়ি বসতি নাপতীয়দের সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ থেকে ২০০ অব্দ পর্যন্ত টানা ২০০ বছরের রাজকীয় ইতিহাস দর্শনে মানুষ এখনো বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

ইতিহাসের উল্লিখিত আশ্চর্যতম নিদর্শনের সাথে তুলনা করে আমরা যদি আগামী এক হাজার বছর পরের পদ্মা নদী ও পদ্মা সেতুর পরিণতি কল্পনা করতে পারি, তবেই আমাদের আবেগ ও উচ্ছ্বাস পূর্ণতা পাবে। দ্বিতীয়ত, অতিরিক্ত আবেগ, সীমা অতিক্রম করা ভাবসাব ও অসম্পূর্ণ প্রপাগান্ডা সবসময়ই বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং এসব কর্মে সাধারণ মানুষের মনে অহেতুক কৌতূহল ও বিরক্তির ভাব চলে আসে। পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রে যেন সংশ্লিষ্টরা কোনো বাড়াবাড়ি করতে না পারে সে জন্য কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তবে সেই সতর্কতার সাথে মেধা, মননশীলতা, দক্ষতা ও অন্যের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে সেতুকে কেন্দ্র করে মানুষের আতঙ্ক ও বিরক্তি চরমে পৌঁছবে, যা শাসকদল আওয়ামী লীগের জন্য হিতে বিপরীত হয়ে পড়বে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

আমার শৈশবে এক নেংটা হঠাৎ করেই ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়ল। খেলতে গিয়ে নাবালকটি আরেক নাবালকের সাথে কুস্তি শুরু করে দিলো। এরপর শিশুসুলভ কুতাকুতি করতে গিয়ে একজনের পশ্চাৎদেশ থেকে বিরাট এক কৃমি বের হয়ে এলো। সঙ্গী-সাথীরা সেই কৃমির রক্তাক্ত মুখচ্ছবি দেখে অতি চিৎকার করে উঠল। কুস্তিগির যখন টের পেল যে, সর্বনাশ ঘটে গেছে তখন সে লজ্জায় মুখ ঢেকে বুবু ও বু বলে চিৎকার দিতে থাকল।

শিক্ষাঙ্গনে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কেন

ড. মো. নাছিম আখতার

মানবজাতির উন্নয়নের মূল শক্তি হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে শেখায়। ইতিবাচক চিন্তায় সমৃদ্ধ করে জ্ঞানের জগেক। শিক্ষার ছোঁয়ায় বিকশিত হয় সৃজনশীলতা, সৃষ্টি হয় মানুষের মধ্যে প্রজ্ঞা।

প্রজ্ঞা হলো জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি–এই তিনের সমাহার। শিক্ষাকে পুঁজি করেই মানবসভ্যতা আজকের এই অবস্থানে। তাই শিক্ষকতা পেশা যুগে যুগে সব সমাজে সম্মান, পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তির প্রতীক। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। আর শিক্ষক জাতির মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কই জাতির সক্ষমতার প্রদীপ।

বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে শামিল হতে চায়। তাই জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির বিকাশ অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাই একমাত্র ভরসা। সে লক্ষ্যে আধুনিকায়ন করা হয়েছে জাতীয় কারিকুলামের রূপরেখা। কিন্তু যাঁরা এই কারিকুলাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আগামী প্রজন্মকে আলোকিত মানবসম্পদে পরিণত করবেন, তাঁরা মানসিকভাবে এই উন্নয়ন অভিযাত্রায় অংশগ্রহণে কতটা প্রস্তুত? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আলোকপাত করতে হবে আমাদের শিক্ষকসমাজের পরিবেশ এবং কর্মসন্তুষ্টির মাত্রার ওপর। নির্মম হলেও সত্য, বর্তমানে আমাদের শিক্ষকরা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তটস্থ থাকেন শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তাহীনতায়, যা তাঁদের কর্মস্পৃহায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সাম্প্রতিক সময়ের কয়েকটি ঘটনা চলমান পরিস্থিতির ভয়াবহতা আরো তীব্র করে তুলেছে।

তথ্য মতে, ১৩ এপ্রিল গাইবান্ধা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় জোহরের নামাজ শেষে কলেজ মসজিদ থেকে বের হয়ে কয়েকজন যুবককে ক্যাম্পাসের ভেতরে উচ্চ শব্দে হর্ন বাজিয়ে বেপরোয়াভাবে মোটরবাইক চালানোরত অবস্থায় দেখতে পান। ফলে দায়িত্ববোধ থেকেই অধ্যক্ষ মহোদয় যুবকদের থামিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে এভাবে বাইক চালাতে নিষেধ করেন। এতেই যুবকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং অধ্যক্ষ মহোদয়কে এলোপাতাড়ি আঘাত করতে থাকে। এ সময় মসজিদের কাছে থাকা শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মহোদয়সহ অন্য শিক্ষকরা এবং কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী এগিয়ে এলে বখাটেরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষকরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মূল অপরাধীদের একজনকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

শিক্ষকসমাজের হেনস্তার অন্য একটি মর্মান্তিক উদাহরণ সৃষ্টি হয় ৩০ মার্চ শরীয়তপুরে। সূত্র মতে, ৩০ মার্চ কলেজের বাংলা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষাকেন্দ্রে বহিঃপরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য আগত অন্য কলেজের কয়েকজন শিক্ষক ও সাবেক বিভাগীয় প্রধানের সম্মানে বিভাগের পক্ষ থেকে ছোট পরিসরে খাবারের আয়োজন করা হয়। ওই খাবার অনুষ্ঠানে দাওয়াত না দেওয়ায় একটি ছাত্রসংগঠনের কলেজ শাখার সভাপতি ক্ষুব্ধ হয়ে ২০-২৫ জন সঙ্গীসহ বাংলা বিভাগে উপস্থিত হয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে বাগিবতণ্ডায় লিপ্ত হন। এক পর্যায়ে বাংলা বিভাগের একজন প্রভাষককে লাথি ও কিলঘুষি মারতে শুরু করে। উপস্থিত অন্য শিক্ষকদের জোর প্রচেষ্টায় আক্রান্ত শিক্ষককে উদ্ধার করা হয়। পরে রাত ১১টার দিকে ওই শিক্ষকসহ কলেজের সিনিয়র শিক্ষকরা মামলা দায়েরের জন্য থানায় যান। সেখানে রাত ১টা পর্যন্ত অপেক্ষার পরও অজ্ঞাত কারণে মামলা নেয়নি পুলিশ। অবশ্য এক দিন পর অভিযোগটি মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সংগঠন থেকে অভিযুক্ত ছাত্রনেতাকে বহিষ্কারও করা হয়। তবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

১৮ জুন তারিখে নড়াইলে একজন শিক্ষককে হ্যান্ড মাইকে ঘোষণা দিয়ে জুতার মালা পরায় কতিপয় দুর্বৃত্ত। ঘটনাটি মঞ্চায়নের স্থান ছিল ওই শিক্ষকেরই কলেজ প্রাঙ্গণ। যে শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হয়, তাঁর তাঁরই ছাত্রের হাতে তিনি প্রাণ হারালেন। উৎপল বাবুর ছাত্র জিতু ক্রিকেট খেলার স্টাম্প দিয়ে তাঁর মাথায় ও শরীরে আঘাত করেই ক্ষান্ত হয়নি, স্টাম্পের সুচালো অংশ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে মারাত্মক জখম করেছে তাঁকে। দুই দিন পর উৎপল বাবু হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোকগমন করেন। ওই শিক্ষার্থী বিকৃত মস্তিষ্কের ছিল না। একজন উঠতি সন্ত্রাসী হিসেবে জিতু মিয়া এরই মধ্যে এলাকায় পরিচিত। আর এ ব্যাপারে তার পরিবারের নাকি যথেষ্ট সায় ছিল। পরিবার হয়তো ভাবছিল এ ইছেলে একদিন সন্ত্রাসী সম্রাট হয়ে বংশের মুখোজ্জ্বল করবে। ঘটনার নেপথ্যের ঘটনা ছিল এ রকম–কয়েক দিন আগে একজন ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করায় উৎপল স্যার জিতুকে ভর্ৎসনা করেছেন। ব্যস, এটাই ছিল শিক্ষকের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। একজন শিক্ষক, বিশেষ করে যিনি বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা কমিটির সভাপতি, তিনি কি কোনো বখাটে ছাত্রকে সংশোধনের জন্য বকতেও পারবেন না! তাহলে আমাদের সময় যে শিক্ষকরা কানমলা, বেতসহ বহু শাসনের মধ্যে অপমান কি সমগ্র জাতির অপমান নয়? শিক্ষাগুরুর এরূপ হেনস্তায় প্রতিবাদ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে এবং তা তীব্রতর হচ্ছে প্রতিদিন।

নড়াইলের অধ্যক্ষ মহোদয়ের হেনস্তার রেশ কাটতে না কাটতেই সাভারে হাজী ইউনুছ আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজের তরুণ প্রভাষক উৎপল কুমার সরকার ছাত্রের প্রহারে মৃত্যুবরণ করেন। মর্মান্তিক এই ঘটনা আমাদের সবার হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান, নিয়মানুবর্তী, কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক। রেখেছিলেন তাঁরা তো ছিলেন জিতুর দৃষ্টিতে মহাঅপরাধী! আশকারা পেয়ে পেয়ে পাড়া-মহল্লায়, স্কুলে-স্কুলে জিতু মিয়াদের সংখ্যা ভয়াবহভাবে বাড়ছে। বাড়ছে তথাকথিত কিশোর গ্যাংয়ের সংখ্যা।

একটি জাতীয় দৈনিকের শিরোনাম 'অভিভাবক পুলিশও অসহায়, কাজে আসছে না মুচলেকা।' খবরে প্রকাশ, ক্রমেই বেপরোয়া হয়ে উঠছে শিক্ষার্থী নামধারী এক শ্রেণির কিশোর অপরাধী। পরিবার, শিক্ষক, এলাকার মুরব্বি–কাউকেই মানছে না তারা। অনেকটা অপ্রতিরোধ্য। জড়াচ্ছে একের পর এক অপরাধে। অভিযোগের ভিত্তিতে অনেককে থানায় আনা হচ্ছে। সেখানে অভিভাবকদের ডেকে এ বিষয়ে বলা হচ্ছে। মুচলেকা দিয়ে অভিভাবকদের হাতে সন্তানদের তুলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু খুব বেশি লাভ হচ্ছে না। থানা থেকে বের হওয়ার পর দেখা যায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশে একই কাজ করছে। অপরাধবিজ্ঞানীরা বলছেন, এ ধরনের অপরাধের মূল কারণ দুর্বল পারিবারিক বন্ধন, অর্থ লোভ, স্ট্যাটাস, হতাশা এবং ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রবণতা। যার নেপথ্যের অনুপ্রেরণা দুষ্ট স্বার্থান্ধ চক্রের আশীর্বাদ ও উৎসাহ। শিক্ষার প্রকৃত সুফল পেতে শিক্ষাঙ্গনে সংঘটিত এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার অবসান চাই আমরা। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতায় শিক্ষকসমাজ আজ উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের প্রয়োজন আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলীর সমন্বয়ে সুবিন্যস্ত একটি সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু ছাত্রনামধারী সন্ত্রাসীর শিক্ষক নিগ্রহের ধারাবাহিক ঘটনাগুলোর প্রতিক্রিয়ায় আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের ভূমিকা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্নের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ? এ ধরনের ঘটনা আমাদের সার্বিক পরিস্থিতির যে চিত্র তুলে ধরছে, তা জাতির সামনে কি সুন্দর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে? আমরা কি এ ধরনের সন্ত্রাসের বৈধতা দিয়েই উন্নত জাতি গঠনের স্বপ্নে বিভোর থাকব?

লেখক: উপাচার্য, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

শুধুই মনে হয় তারা মানুষ

জয়নুল আবেদীন

ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জাতীয় মুখপাত্র নূপুর শর্মা ২৬ মে একটি নিউজ চ্যানেলে নবী মুহাম্মদ সা:কে অপমান করেছিলেন। এতে ভারতীয় মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হন। ১ জুন নবীন কুমার জিন্দাল, বিজেপির দিল্লি মিডিয়া প্রধানও একটি টুইটে নবী মুহাম্মদ সা:কে অপমান করেছিলেন। এতেও মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হন। বিজেপির টনক নড়েনি। ৪ জুন ১৬টি মুসলিম দেশ বিজেপির নিন্দাসহ ভারতের পণ্য বর্জন শুরু করলে টনক নড়ে বিজেপির। ৫ জুন নূপুর শর্মাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

গত ৫ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইনে একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল 'নির্বাচনের আগে ভারতজুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা! মার্কিন গুপ্তচর বাহিনীর।' রিপোর্টে বলা হয়, হিন্দু জাতীয়তাবাদী শক্তি হিন্দু ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পেরুনোর চেষ্টা করলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরো বৃদ্ধির আশঙ্কা। কথাটির সমর্থন রয়েছে, ২৬ মে থেকে ২৭ জুন পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির মধ্যে।

ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পেরুনোর চেষ্টা নতুন নয়। ০২ ডিসেম্বর ২০১৮ চিকিৎসার উদ্দেশে মৈত্রী এক্সপ্রেসে কলকাতা আসার পরদিনই গো হত্যার প্রতিবাদে বুলন্দশহরে পুলিশ হত্যার ঘটনাটি ঘটে। ৪ ডিসেম্বর দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় শিরোনাম ছিল, 'ভারতের উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহর জেলায় গো-হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভের মুখে পুলিশসহ দুই ব্যক্তি নিহত' খবরে প্রকাশ, 'গত সোমবার জেলার স্যানা মহকুমাধীন মাহুগ্রামে এ ঘটনা ঘটে। জানা যায়, গত সোমবার সকালে মাহুগ্রামের পাশে জঙ্গল লাগোয়া একটি মাঠ থেকে প্রায় ২৫টি গরুর মাংস উদ্ধার করা হয়। এ খবর রটে গেলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। স্থানীয় গো-রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় বেআইনিভাবে মাংস বিক্রি করতেই এত বিশালসংখ্যক গরু হত্যা করা হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়ায় উত্তেজিত গো-রক্ষক সমাজ ট্রাক্টর ও ট্রলিতে উদ্ধারকৃত মাংস নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে। প্রায় ৪০০ মানুষ এই অবরোধে শামিল হয়। স্থানীয় একটি মুসলিম সংগঠন মাংস খাওয়ার জন্য গো-হত্যা করেছে বলে অভিযোগ করতে থাকেন তারা। এদিকে খবর পেয়ে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করলে খড়্গযুদ্ধের অবতারণা হয়। পুলিশকে লক্ষ্য করে উত্তেজিত জনতা পাথর ছুড়ে মারতে শুরু করে। জেলা শাসক অনুজ কুমার ঝা জানান, বিক্ষোভকারীদের প্রথমে অবরোধ তুলে নিতে অনুরোধ করে পুলিশ, অনুরোধ উপেক্ষা করে বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে অনবরত ইট পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। উত্তেজিত জনতার মধ্য থেকে দুষ্কৃতকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পরে গো-রক্ষা সমাজ চিংবারটি পুলিশ ফাঁড়িতে চড়াও হয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়।

আগুন লাগিয়ে দেয়া হয় একটি পুলিশভ্যানে। সে সময় বিক্ষোভকারীদের সরাতে পুলিশ গুলি চালায়। দুষ্কৃতকারীদের ছোড়া গুলিতে গুরুতর জখম হন পুলিশ পরিদর্শক সুবোধ কুমার সিং ও স্থানীয় বাসিন্দা সুমিত। সাথে সাথে তাদের হাসপাতালে নেওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ৫ কোম্পানি র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। রাজ্যের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক আনন্দ কুমার জানান, এলাকা উত্তপ্ত থাকলেও পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে।'

এক দিকে মুসলমানদের খাদ্য তালিকায় ভাতের পরেই গোশতের স্থান। বিশেষ করে গরুর গোশত ছাড়া বাঙালি মুসলমানের চলেই না। গোশত খাওয়া ছাড়াও কোরবানি ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য অংশ। অপরিহার্য অংশটি পূরণ করা হয় প্রধানত গরু দিয়ে। বুলন্দশহরের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের তিন দিনব্যাপী একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল। মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রথম পছন্দ গরুর গোশত। হয়তো মনে করেছিল জঙ্গলের নির্জন স্থান, কেউ জানবে না। দ্বিতীয়ত, ভারতে গরু সহজলভ্য। তাতেই ঘটে গিয়েছিল লঙ্কাকান্ড।

৭ ডিসেম্বর ২০১৮ বেলা ৩টার দিকে অপারেশন থিয়েটার থেকে আমাকে যখন সিসিইউতে নেয়া হয় তখন আমার পাশের বেডেই ছিলেন ভারতের ইংলিশ সিরিয়ালের অভিনেতা সমীর মুখার্জি। কথাবার্তায় রাশভারী। রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শন ইত্যাদি সব বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী। আমরা যখন হাসপাতালে তখনো বাইরের অবস্থা ছিল উত্তপ্ত। এসব বিষয়ে সমীর মুখার্জির সাথে আলাপ হয়। সহাস্যে জানতে চাই,

-দাদা, একটি কথা মাথায় ঢুকছে না। রোগের বেলায় কোনো ধর্ম নেই, নেই ওষুধের বেলায়ও। আমার আপনার ডাক্তারও এক, দু'জনের বেডের বেলায়ও নেই কোনো বাছ-বিচার, শুধু 'ধর্ম' নামক বস্তুটা আমাদের আলাদা করছে কেন? ৩ ডিসেম্বর যা ঘটেছে তা মুসলমান কর্তৃক হয়ে থাকলে ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে গরু জবাই, সনাতন ধর্মের দৃষ্টিতে গো-হত্যা, আইনের দৃষ্টিতে কী?

-ধর্মান্ধ সব ধর্মেই আছে। ধর্মান্ধের হাতে ধর্ম আর জন্মান্ধের হাতে গাড়ি, দু'জনের ড্রাইভই বিপজ্জনক। ধর্মের কোন নীতি কোন উদ্দেশ্যে কখন অপরিহার্য ছিল তা জানা আবশ্যক। ঋগ্বেদ এবং সংহিতাগুলোতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায় গোমেধ যজ্ঞের কথাও বলা আছে। কিন্তু তৎকালীন কৃষিতে গরুর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তাই এই নির্বিচার গো-হত্যার ফলে খাদ্যের আবাদে সমস্যা শুরু হয়। তাই ধর্মীয় অনুশাসনের মোড়কে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। আর ধর্মের জন্ম হয়েছিল সুন্দর জীবনব্যবস্থার জন্য। সুন্দর জীবনব্যবস্থার জন্য প্রতিটি মানুষকে কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলতে হয়। যখন আইন ছিল না তখন ধর্মই ছিল সে নিয়ম-শৃঙ্খলার ধারক-বাহক। এখন আইন আছে ধর্মের প্রয়োজন কী? এখন ধর্মটা রাখা হয়েছে রাজনীতির প্রয়োজনে। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আইনের বুলি যেখানে অচল সেখানে ধর্মের বুলি ব্যবহার করে। ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্য হাছিল করে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে কথাটা ঠিক। ধর্মকে হাতিয়ার করে ক্ষমতায় আসার কারণেই ধর্মান্ধদের কার্যকলাপকে মৌন সম্মতি দিয়ে যাচ্ছেন। উদাহরণ, ধর্মান্ধদের হাতে বাবরি মসজিদের ধ্বংস। অজগর হরিণশাবককে যেভাবে আস্তে আস্তে গ্রাস করে তেমনি প্রশাসনও আস্তে আস্তে গ্রাস করেছে বাবরি মসজিদকে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের জন্য প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ডিএইচপি) এবং অন্যান্য হিন্দু সংগঠনকে দায়ী করা হলেও মৌন সম্মতি ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রেরও। ঘটনার ধারাবাহিকতা তাই বলে। যে ধর্মান্ধদের হাতে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল, এখন ক্ষমতায় তারাই। ১৫২৭ সালে সম্রাট বাবরের আমলে নির্মিত মসজিদটি নিয়ে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ শুরু ১৮৫৩ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ১৪০ বছরের ঘটনাক্রম পর্যালোচনা করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বাবরি মসজিদ নিয়ে যত বিরোধ হয়েছে ততবারই ফসল উঠেছে ধর্মান্ধ করসেবকদের ঘরে। পরিশেষে হজম প্রক্রিয়ার সফল সমাপ্তি।

শুরু হয়েছে তাজমহল ধ্বংসের নীলনকশাও। ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের পর্যটন তালিকা থেকে তাজমহলের নাম বাদ পড়েছে বহু আগেই। মধ্যযুগের বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি তাজমহল। ২০ হাজার লোক ২২ বছরে কোনো স্থাপনা নির্মাণের ইতিহাস বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই। তাজমহল নির্মাণে যত টাকা ব্যয় হয়েছে তার চেয়েও দ্বিগুণ টাকা ব্যয় হয়েছিল ময়ূর সিংহাসন নির্মাণে। ১৬২৮ -১৬৩৫ আট বছরে আট কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ময়ূর সিংহাসন আজ ভারতে নেই। মুঘলরাজ্যের পরবর্তী আকর্ষণ কোহিনূর। হংকং-এর হীরা প্রদর্শনীতে বিক্রি হওয়া হীরার মূল্যের সাথে তুলনা করলে কোহিনূরের আনুমানিক মূল্য হয়ে যায় ১,৫০০০ হাজার কোটি টাকা। হীরকটি হিন্দু, পারসি, মুঘল, আফগান, শিখ হয়ে পরিশেষে ঠাঁই পেয়েছে ব্রিটিশ রানীর মুকুটে। বর্তমানে হীরকটি ব্রিটিশ রাজপরিবারের সম্পত্তি। অবশিষ্ট ছিল তাজমহল।

ভারতের ঢেউ সীমানা পার হয়ে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশে। ১৭ জুন নূপুর শর্মাকে নিয়ে ইতিবাচল পোস্ট করেন রাহুল দেব। ১৮ জুন স্বপন কুমার বিশ্বাসের গলায় জুতার মালা পরানোসহ জ্বালিয়ে দেয়া হয় কয়েকটি মোটরসাইকেল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তোলপাড় শুরু হওয়ার পর ২৭ জুন জনৈকা আসমা উল হুসনা লিখেছেন,

'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছেন, বেশ করেছেন। কিন্তু মানুষের মগজের একটু উন্নয়নও কি প্রযোজন নেই? এত উগ্র ধর্মান্ধ তো আমাদের দেশ ছিল না, এখন কেন হয়ে গেল? কেন আইন আদালত থাকতেও পাবলিক বিচার করে আর পুলিশ চেয়ে চেয়ে দেখে? এভাবে কি একটা সভ্য দেশ চলতে পারে?'

আসমা উল হুসনার পোস্টকে সমর্থন করে আমি লিখেছিলাম, অন্তরের অন্তস্তল থেকে শ্রদ্ধা, সম্মানসহ দীর্ঘায়ু কামনা করি আসমা উল হুসনার জন্য। আল্লাহর কাছে কামনা, ঘরে ঘরে যেন এমন সাহসী সন্তানের জন্ম হয়।

পোস্ট করতে না করতেই আক্রমণ শুরু আমার পোস্টের বিরুদ্ধেও। মানুষের সব অঙ্গ থেকে জটিল অঙ্গ মগজ। মগজের কারণেই অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ অনন্য। মানুষের মগজ ১০ লাখ আধুনিক কম্পিউটারের চেয়েও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। মঙ্গল গ্রহে জীবজন্তু থাকা না থাকার বিষয়টিও মানুষ বোঝে- শুধু বোঝে না ধর্মকে নিয়ে রাজনৈতিক ঘুঁটির চাল। 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু আর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ' আলবার্ট আইনস্টাইনের সর্বজনস্বীকৃত জানা সত্ত্বেও অন্ধের দলে যোগ দিয়ে রাজনৈতিক দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হতে চলছি।

সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং চিকিৎসা জগতের জীবন্ত কিংবদন্তি ড. দেবী প্রসাদ শেঠী সবাই ভারতবর্ষের এবং সনাতন ধর্মাবলম্বী। ডা: দেবী শেঠীর প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ ইনস্টিটিউট অব কার্ডিয়াক সাইন্সেস হাসপাতালে একই ছাদের নিচে মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও গুরুদুয়ারা। পাশাপাশি যার যার মতো প্রার্থনা করার অভূতপূর্ব দৃশ্য। তাদের জীবনাদর্শ আলোচনা করতে গিয়ে একবারও মনে হয় না তারা সনাতন ধর্মের লোক, শুধুই মনে হয় তারা মানুষ।

লেখক: আইনজীবী ও কথাসাহিত্যিক

> ***'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছেন, বেশ করেছেন। কিন্তু মানুষের মগজের একটু উন্নয়নও কি প্রযোজন নেই? এত উগ্র ধর্মান্ধ তো আমাদের দেশ ছিল না, এখন কেন হয়ে গেল? কেন আইন আদালত থাকতেও পাবলিক বিচার করে আর পুলিশ চেয়ে চেয়ে দেখে? এভাবে কি একটা সভ্য দেশ চলতে পারে?'***

মামলার জট : বিকল্প বিচারব্যবস্থা

তৈমূর আলম খন্দকার

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, ৪৩ লাখ মোকদ্দমা দেশব্যাপী বিভিন্ন আদালতে এখন বিচারাধীন, তন্মধ্যে পাঁচ লাখ মামলা বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে, বিশ্ব জাতীয় প্রেক্ষাপটে বিদ্যালয়ের সেশন জটের চেয়ে এর বেশি ক্ষতিকর দিক রয়েছে। মামলার জট নিরসনের জন্য পশ্চিমা রাষ্ট্র«,‡লা মেডিয়েশন (মধ্যস্থতা) করে Alternative Dispute Resolution (ADR)-এর মাধ্যমে মামলা জট কমিয়ে এনেছে। বাংলা-ভারত উপমহাদেশে পঞ্চায়েত প্রথার মাধ্যমে উভয়পক্ষের বিরোধ সম্মানজনকভাবে নিষ্পত্তি করার রীতি প্রচলিত আছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংগঠিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য 'মহাজন' নামক সম্মানজনক একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। মামলার জট নিরসনের জন্য বিচার বিভাগের দায় দায়িত্বের চেয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এর জন্য বেশি দায়ী। কারণ প্রতিপক্ষকে দমানোর জন্য ক্ষমতাসীনরা হালে আইন আদালতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। বিনা ভোটে জাতীয় নির্বাচনে জয় লাভ করার জন্য রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্যেও ক্ষমতাসীনরা মিথ্যা মামলা সৃজন করে বাংলাদেশে 'গায়েবি' মোকদ্দমা সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। নিম্ন আদালত অনেক সময় রাজনৈতিক মোটিভেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কারণে প্রতিকারের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত বিচারপ্রার্থীরা উচ্চ আদালতে ভিড় করছে বিধায় মামলার জট তীব্রতর হচ্ছে। ফলে দেশবাসী অউজ পদ্ধতিতে বিচার মীমাংসার বেশি পক্ষপাতী, পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোতে এ পদ্ধতি Restrotative Justice নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত। প্রচারিত রয়েছে যে, এ পদ্ধতিতে তারা ৮০ শতাংশ মোকদ্দমার বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে।

‡গাটা বিশ্বে বিরোধ নিষ্পত্তির আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি হলো, বিচারব্যবস্থা। সাক্ষ্যপ্রমাণ ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আদালত বিরোধের নিষ্পত্তি করে থাকে। কিন্তু অনেক মামলার ভারে আমাদের আদালতগুলো এখন কঠিন অবস্থার মুখোমুখি। এ ছাড়াও আইনি জটিলতা ও নানা রকম পারিপার্শ্বিক কারণে বিচারাধীন মামলাগুলো নিষ্পত্তি করতে আদালতকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। ফলে মামলা নিষ্পত্তিতে নতুন করে যুক্ত হয়েছে দীর্ঘসূত্রতা। এ কারণে আদালতের পাশাপাশি বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির বিষয়টি বিশ্বব্যাপী দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। Alternate Dispute Resolution (ADR) শান্তিপূর্ণ উপায়ে আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তি করার পদ্ধতি। এডিআর সাধারণত দেওয়ানি মোকদ্দমায় প্রয়োগ করা হলেও বর্তমানে ছোটখাটো ফৌজদারি মামলায়ও আদালতের বাইরে এর প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। মোকদ্দমা দায়ের থেকে শুরু করে ডিক্রি জারি পর্যন্ত বিপুল সময় ব্যয় করতে হয় মামলায় জড়িত পক্ষগুলোকে। এ ছাড়া মামলা চালাতে গিয়ে মোকদ্দমার পক্ষদেরকে আইন, আদালত ও আইনজীবীর পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এমনকি কখনো কখনো দেখা যায়, মোকদ্দমার পেছনে যে খরচ হয়, তা মোকদ্দমার বিষয়বস্তু বা সম্পত্তির মূল্যমানকে ছাড়িয়ে যায়। ইউরোপ, আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির সফল প্রয়োগ করে মামলার ভার হতে তাদের আদালতব্যবস্থাকে রক্ষা করেছে।

অউজ ব্যবস্থার অল্প খরচে একদম কম সময়ের মধ্যে বিরোধীয় পক্ষের পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সহজেই বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব। এ ব্যবস্থায় বিরোধ নিষ্পত্তি করতে আনুষ্ঠানিকতা কিংবা পদ্ধতিগত কোনো জটিলতার মুখোমুখি হতে হয় না। পক্ষগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই একটি সমাধান বের হয়ে আসে। এর ফলে কেউ-ই মামলায় হারে না। দু'পক্ষই বিজয়ী হয়। বিচারপ্রার্থীরা খোলামন নিয়ে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে কথা বলে সহজেই সমাধান বের করে নেয়। এ ব্যবস্থার আরেকটি সুবিধা হলো মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় পক্ষগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে বলে গৃহীত সিদ্ধান্তটি তারা নিজেদের বলে মনে করে। ফলে গৃহীত সিদ্ধান্তটি সব পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পায়। এর মাধ্যমে বিরোধের কার্যকর অথচ শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি হয়। অউজব্যবস্থায় মূল উদ্দেশ্য হলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি করা। সাধারণত বিচারপ্রক্রিয়ার প্রায় প্রতিটি স্তর আইনের ছকে বাঁধা। ফলে প্রচলিত পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তি করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। এর ফলে মামলা জড়িতদের ওপর এক দিকে যেমন মানসিক চাপ বাড়ছে, অন্য দিকে দীর্ঘ দিন ধরে মামলা চালাতে গিয়ে মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ ছাড়াও দুর্নীতির অভিযোগও শোনা যায়, বিশেষ করে নিম্ন আদালত সমূহে; অথচ বিচারিক পদ্ধতিতে না গিয়ে আলাপ-আলোচনা বা সমঝোতার মাধ্যমে বিরোধটি নিষ্পত্তি করা গেলে অতিরিক্ত অর্থ বা সময় ব্যয় ছাড়াই মানুষ সম্ভাব্য প্রতিকার পেতে পারে। এ কারণেই বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তি বা অউজ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আইনগত কিছু উদ্দেশ্য পূরণ ছাড়াও অউজ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণে বিরাট অবদান রাখছে। অউজ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক বন্ধনও সুদৃঢ় হয়। অউজ ব্যবস্'া যে উদ্দেশ্য পূরণ করে: (১) জয়সূচক ফলাফল (Win-Win outcome), (২) ব্যয় কমানো অথবা কোনো ব্যয় ছাড়াই মামলা শেষ (Minimise cost or no cost at all), (৩) সময় বাঁচায় (Less time consuming), (৪) সামাজিক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে (Creates social binding), (৫) যুদ্ধ যুদ্ধভাব থাকে না (Absence of confrontational attitude), (৬) সামাজিক রীতি-নীতি বজায় থাকে (Maintain social norms) (সূত্র : 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' প্রদত্ত তথ্য)।

মেডিয়েশনের বাংলা শব্দার্থ হলো মধ্যস্থতা বা সালিসি। যিনি মধ্যস্থতা বা সালিসি করেন তিনি ইংরেজি ভাষায় মেডিয়েটর যার বাংলা শব্দার্থ হলো মধ্যস্থতাকারী। নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র তৃতীয় পক্ষ একজন ব্যক্তির মাধ্যমে বাদি-বিবাদি উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়। এ পদ্ধতিতে উভয়পক্ষ সরাসরি মুখোমুখি হয়ে নিজেদের দাবি উপস্থাপন করত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে মেডিয়েটর কোনো পক্ষ অবলম্বন করতে পারবে না এবং সমাধানের ফলাফলের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত বা কৌশল অবলম্বনপূর্বক কোনো পরামর্শ কোনো পক্ষের উপরে চাপিয়ে দিতে পারবে না।

আদালতের বিচারব্যবস্থা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত; কিন্তু মেডিয়েশন হতে হবে ব্যক্তিগত ও গোপনীয়। মেডিয়েশন সফল না হলে, ওই বৈঠক চলাকালে উভয়পক্ষের মধ্যে কথোপকথন প্রকাশ করা হবে নৈতিকতা বিরোধী ও অগ্রহণযোগ্য এবং মেডিয়েটর কোন আদালতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো ধরনের সাক্ষ্য প্রদান করলে তা ন্যায়ত ও আইনত গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রবাদ রয়েছে যে, আইনের প্রয়োগ যেখানে বেশি সেখানে বিচার পাওয়ার ব্যবস্থা নগণ্য (ঞযব গড়ৎব ষধ, ঃযব ষবংং ঔঁংঃরপব)। এটা সবাই স্বীকার করেন যে, আইনই ন্যায়বিচার পাওয়ার একমাত্র চাবিকাঠি নয়। যেখানে আইন ন্যায়বিচার করতে ব্যর্থ সেখানে ইকুইটি (Equity) শূন্যস্থান পূরণ করে। মেডিয়েশন পদ্ধতিতে কে হবে মেডিয়েটর বা তার যোগ্যতাই কী হবে এমর্মে কোনো বাঁধাধরা নিয়মপদ্ধতি নেই, তবে তাকে হতে হবে সততার উর্ধ্বস্থানে অবস্থিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন ব্যক্তি, ব্যবহার ও আচরণে থাকতে হবে নিরপেক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত (রায়) (Judgment) প্রদানের পূর্বচিন্তামুক্ত একজন ব্যক্তি। বিরোধ নিষ্পত্তিতে মেডিয়েটর তার প্রজ্ঞা ও সিনসিয়ারিটির মাধ্যমে উভয়পক্ষের মধ্যে একজন 'শান্তির দূত' হিসেবে কাজ করবে এবং মেডিয়েটর হওয়ার জন্য এটাই হবে তার প্রথম যোগ্যতা।

বাংলাদেশে মেডিয়েশনের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করার কার্যক্রম দেওয়ানি বিচারব্যবস্থায় শুরু হলেও ফৌজদারি বিচারে এর ব্যাপকতা লাভ করে নাই, কারণ এর পেছনে আইনগত জটিলতা রয়েছে। দেওয়ানি কার্যবিধির ১৯০৮ এর ৮৯(ক) ধারা সন্নিবেশিত করে ১-১০ সেকশন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে আউট-অব-কোর্ট দেওয়ানি আইনে মেডিয়েশনে বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ দেয়া হয়েছে। অথচ ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এ ৩৪৫ ধারায় আপসযোগ্য মামলার তালিকা নির্ধারিত থাকায় ফৌজদারি আদালত সর্বক্ষেত্রে আউট-অব-কোর্ট বিরোধ নিষ্পত্তি করার অনুমতি দিতে পারে না। তবে কোনো কোনো ফৌজদারি ক্ষেত্রে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যস্থতায় আপসযোগ্য বিচারাধীন মামলায় বিরোধ এখনো নিষ্পত্তি হচ্ছে, এ জন্য আইন মেনে কিছু কিছু টেকনিক্যাল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। রাষ্ট্রে প্রচলিত বিচারব্যবস্থার পদ্ধতি মূলত তিনটি; যথা : (১) আইন প্রয়োগ, (২) বিচার করে সাজা বা খালাস প্রদান, (৩) সাজা হলে কারাবন্দী করা। কিন্তু ভিকটিম বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করার বিধান প্রচলিত আইনে নেই। বহুপূর্বে বিচারব্যবস্থায় নাকের পরিবর্তে নাক, কানের পরিবর্তে কান কেটে ফেলার বিধান ছিল; কিন্তু বর্তমানে সে বিধান না থাকলেও ভিকটিমের মানসিক, আর্থিক, শারীরিক, পারিবারিক, সুনাম বা আবেগ প্রবণতার ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয় তা পূরণের আইনগত কোনো বিধান নাই। তবে সম্প্রতি Instru-



ঋষিকে চ্যালেঞ্জ পাকিস্তানী সাজিদের

(প্রথম পাতার পর)

জাভিদ। ব্রিটেনের সাবেক অর্থমন্ত্রী ঋষি সুনক এবং সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাজিদ জাভিদের পদত্যাগের পরই টালমাটাল পরিস্থিতি হয়েছিল বরিসের। এরপর একে একে প্রায় ৫০ জন তার সরকার থেকে পদত্যাগ করেন। চাপের মুখে পদ ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন বরিস। এখন তার উত্তরসূরি হওয়ার দৌড়ে একে একে নাম লেখাচ্ছেন কনজারভেটিভ নেতারা।

জানা গেছে, সম্প্রতি জেরেমি হান্ট এবং সাজিদ জাভিদ জানিয়েছেন যে তারা কনজারভেটিভ পার্টির নেতা হওয়ার দৌড়ে সামিল হচ্ছেন। এই দুই নেতাই ব্রিটেনের প্রাক্তন মন্ত্রী। এর আগে জেরেমি হান্ট ২০১৯ সালে বরিস জনসনের বিরুদ্ধে দলের নেতা হতে চেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তবে সেবারে বরিসের কাছে হারতে হয়েছিল তাকে। এদিকে সাজিদ জাভিদ জানিয়েছেন যে তিনি যদি দলের নেতা হন তাহলে তিনি কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়ে ১৫ শতাংশ করবেন। উল্লেখ্য, যেই কনজারভেটিভ পার্টির পরবর্তী নেতা হবেন, তিনি হতে চলেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী।

এক ব্রিটিশ সংবাদপত্রকে জেরেমি হান্ট বলেন, 'আমি এই (প্রধানমন্ত্রী) পদে থাকতে চাই। কারণ আমাদের দেশের আস্থা পুনরুদ্ধার করতে হবে। অর্থনীতির উন্নতি করতে হবে এবং আগামী নির্বাচনে জিততে হবে।' এদিকে সাজিদের গলায় কর ছাড়ের ইস্যু। তিনি বলেন, 'আমরা কোনোভাবেই কর ছাড় না দিয়ে এগিয়ে যেতে পারি না।'

সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

আড়াই কোটির বৃত্তি পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে

(প্রথম পাতার পর)

স্তরের পড়াশোনা করতে আসছেন ভারতের বিহারের দলিত দিনমজুরের ছেলে। সারা বিশ্বে মাত্র ছয়জন এই সুযোগ পেয়েছেন। সেই তালিকায় রয়েছেন বিহারের প্রেম কুমার। বিহারের ফুলওয়াড়ি শরিফের গণ-পুরা গ্রামের বাসিন্দা প্রেম কুমার। তবে দলিত তরুণ হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করায় আলোচনা বেশি হচ্ছে।

বর্তমানে শোষিত সমাধান কেন্দ্রে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়েন প্রেম। এ বছরের শেষে তিনি স্নাতকের জন্য পেনসিলভানিয়ার উদ্দেশে পাড়ি দেবেন। সেখানে লাফায়েত কলেজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে অগ্রগণ্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর মধ্যে একটি লাফায়েত কলেজ। বিশ্বজুড়ে যে ছয়জন 'ডাইয়ার ফেলোশিপ' পেয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম বিহারের প্রেম। আড়াই কোটি টাকা বৃত্তির মধ্যে তার পড়াশোনা, টিউশন, চিকিৎসা, বাসস্থান, ভ্রমণ সবই অন্তর্ভুক্ত। এই বৃত্তি পাওয়ার পর প্রেম বলেন, আমার বাবা-মা কোনো দিন স্কুলে যায়নি। সেই আমার এই বৃত্তি অর্জন করা সত্যিই অকল্পনীয়। সূত্র: আনন্দবাজার।

১০ বছরে ১১ দেশ ভ্রমণ করেছেন এই সবজি

(প্রথম পাতার পর)

হবে। এমন ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করলেন ভারতের কেরালা রাজ্যের একটি পাড়ার গলির মোড়ের এক সাধারণ সবজির দোকানি।

আলু, পটল, মূলা বেচেই ওই সবজি বিক্রেতা ভ্রমণ করেছেন ১১টি দেশ। চষে বেড়িয়েছেন ইংল্যান্ড, ইতালির মতো ইউরোপের ধনী দেশগুলো। সুদূর আমেরিকা ও কানাডাও ভ্রমণ করেছেন। সবজি বেচে ১১ দেশ চষে বেড়ানো সেই সবজি বিক্রেতার নাম মলি। তিনি ভারতের কেরালা রাজ্যের এর্নাকুলামের বাসিন্দা। বর্তমানে তার বয়স ৬১। গত ২৬ বছর ধরে এর্নাকুলামে সবজি বেচেন মলি। প্রতিদিন সবজি বিক্রি করে যা উপার্জন করেন তার থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বাঁচিয়ে রাখেন। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ জমলেই নতুন কোনো গন্তব্যের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন।

সকালে তার দোকান বন্ধ দেখলেই ক্রেতারা বুঝে ফেলেন দেশে আর নেই মলি। এভাবে গত ১০ বছরে ভারতের বিভিন্ন জায়গা তো ঘুরেছেন, ১১টি দেশও চষে ফেলেছেন এই সবজি বিক্রেতা। সবজির দোকানটি মূলত মলির স্বামীর। ১৮ বছর আগে তার স্বামী মারা যান। এরপর থেকে মলিই দোকানে বসছেন।

ভ্রমণপিপাসু হলেন কবে থেকে প্রশ্নে মলি জানান, ১১ বছর আগে এক প্রতিবেশী বেড়াতে যাওয়ার সময় মলিকে জিজ্ঞেস করেন 'একা মানুষ কোথাও বের হও না? যাবে?' এক কথায় রাজি হয়ে যান মলি। সেই তার প্রথম বেড়াতে যাওয়া। এরপর নতুন নতুন জায়গায় যাওয়া তার নেশায় পরিণত হয়।

মলি বলেন, 'দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। তার পর বাবা-মা বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। শখ বলতে তো কিছুই ছিল না। পরে ভ্রমণটা শখ ও নেশায় পরিণত হয়।' ১৫ দিনের সফরে ব্রিটেন গিয়েছিলেন মলি। লন্ডন শহরটাকে তার খুব ভালো লেগেছে। আমস্টারডাম, রোমও দারুণ। সেখানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ভুলবেন না কখনও। তবে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে কোনটি দেখতে? প্যারিসের আইফেল টাওয়ার? লন্ডন ব্রিজ, রোমের কলোসিয়াম? একবাক্যে মলির উত্তর, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখা। সেটাই সেরা মুহূর্ত আমার কাছে।' তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

ভারতীয় ঈদে রেমিট্যান্স প্রবাহে ঢল

(প্রথম পাতার পর)

জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম।

তিনি বলেন, এই সময়ে রেমিট্যান্স বৃদ্ধির খুবই দরকার ছিল। এ ছাড়া এখন ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠালে বিনিময় হারও ভালো পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেন, নানা পদক্ষেপের কারণে আমদানি ব্যয় কমতে শুরু করেছে। রপ্তানির পাশাপাশি রেমিট্যান্স বৃদ্ধির কারণে আশা করছি ঈদের পর মুদ্রাবাজার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবশেষ তথ্য বলছে, গত জুন মাসে ১৮৩ কোটি ৭২ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে, যা আগের মাসের চেয়ে ৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার কম। চলতি বছরের মে মাসে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৮৮ কোটি ৫৩ লাখ ডলার। গত বছর মে মাসে প্রবাসীরা পাঠিয়েছিলেন ১৯৪ কোটি ৮ লাখ ডলার। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বিদায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ২ হাজার ১০৩ কোটি ১৭ লাখ (২১.৩ বিলিয়ন) ডলারের রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন, যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ১৫.১১ শতাংশ কম। তারা ২০২০-২১ অর্থবছরে দুই হাজার ৪৭৭ কোটি ৭৭ লাখ (২৪.৭৭ বিলিয়ন) ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, নতুন অর্থবছরের (২০২২-২৩) প্রথম মাস জুলাইয়ের প্রথম ছয় দিনে (১ থেকে ৬ জুলাই) ৭৪ কোটি ১০ লাখ ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। গড়ে প্রতিদিন এসেছে ১২ কোটি ৫০ লাখ ডলার। এরমধ্যে প্রথম পাঁচ দিনে (১ থেকে ৫ জুলাই) এসেছিল ৫৩ কোটি ৬০ লাখ ডলার। ৬ জুলাই বুধবার এসেছে ২০ কোটি ৫০ লাখ ডলার। এরআগে কোনো ঈদের আগে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সে এমন উল-ম্ফন দেখা যায়নি।

এদিকে রেমিট্যান্সের এই উলম্ফনের কারণে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) মে-জুন মেয়াদের আমদানি বিল পরিশোধের পর রিজার্ভ ৪০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে আসার যে আশঙ্কা করা হচ্ছিল, তা আর নামবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা।

রিজার্ভ থেকে সর্বোচ্চ ডলার বিক্রি: মুদ্রাবাজার স্বাভাবিক রাখতে সদ্য সমাপ্ত ২০২১-২২ অর্থবছরে রিজার্ভ থেকে ৭৬২ কোটি ১০ লাখ (৭.৬২ বিলিয়ন) ডলার বিক্রি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর বিপরীতে বাজার থেকে ৭০ হাজার কোটি টাকার মতো তুলে নেয়া হয়েছে। এদিকে রিজার্ভ থেকে অব্যাহতভাবে ডলার বিক্রি করায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভও বেশ কমে এসেছে। গত ৭ জুলাই বৃ হস্পতিবার এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) ১.৯৫ বিলিয়ন ডলার আমদানি বিল পরিশোধের পর রিজার্ভ ৪০ বিলিয়ন ডলারের সামান্য ওপরে অবস্থান করছে।

৩৩ বছর পর চীনা যুবক জানলেন, তিনি আসলে নারী!



(প্রথম পাতার পর)

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি আসলে একজন নারী। ডেইলি মিরর জানিয়েছে, চেন লি চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশের বাসিন্দা। চিকিৎসকরা যখন তাকে নতুন এই পরিচয় সম্পর্কে জানিয়ে দেন, তখন তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি তিনি মেনে নিয়েছেন।

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট জানিয়েছে, চেন লিকে চাঞ্চল্যকর তথ্যটি জানানো হয়েছে। চীনা এই নাগরিকের অবশ্য ছদ্ম নাম ব্যবহার করা হয়েছে। সিচুয়ানের ছোট একটি শহরে বসবাস করেন চেন লি। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে তার অনিয়মিত প্রস্রাবের সমস্যা ছিল। এ জন্য চিকিৎসকের কাছে যান তিনি। চি-কিৎসকরা অস্ত্রোপচারও করেছিলেন। সেই অস্ত্রোপচারের পর গত ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যায় তার।

মাসের নির্দিষ্ট একটি সময়ে চেন প্রায় চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে পেটে অস্বস্তি অনুভব করেন। একপর্যায়ে একজন চিকিৎসক প্রাথমিকভাবে তাকে অ্যাপেনডিসাইটিস হয়েছে বলে জানান। এ রোগের চিকিৎসার পরও তার শরীরে আগের সব উপসর্গ অব্যাহত থাকে।

তিনি প্রস্রাবের পুরনো সমস্যা নিয়ে আবারও চিকিৎসকের কাছে যান। এবার বেরিয়ে আসে তার শারীরিক সমস্যার প্রকৃত কারণ। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানান, চেনের শরীরে নারীদের যৌন ক্রোমোজোম রয়েছে। ঋতুস্রাবের কারণে তার প্রস্রাবে মাসের নির্দিষ্ট সময়ে রক্ত আসে এবং পেটে অস্বস্তি অনুভব করেন।

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট বলছে, চেন এই খবরে অবাক হয়ে যান এবং গুয়াংজু হাস-পাতালে গিয়ে যৌনাঙ্গের সমস্যার চিকিৎসা নেন। পরবর্তী মেডিক্যাল পরীক্ষায় জানা যায়, চেনের শরীরে একটি জরায়ু এবং ডিম্বাশয়সহ নারী প্রজনন অঙ্গও রয়েছে। এমনকি তার শরীরে পুরুষদের শরীরে থাকা যৌন হরমোনের উপস্থিতিও কম এবং ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেসটেরোনের মাত্রা অনেক বেশি।

পুরুষ এবং নারীর উভয় প্রজনন অঙ্গ পাওয়া যাওয়ায় চেনকে শেষ পর্যন্ত উভয় লিঙ্গ হিসেবে শনাক্ত করা হয়। গত ৬ জুন তিন ঘণ্টা ধরে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চেনের শরীর থেকে জরায়ু ও ডিম্বাশয় ফেলে দেওয়া হয়। এর ১০ দিন পর তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসক লুও জিপিং বলেছেন, দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন চেন এবং আস্থাও ফিরে পেয়েছেন তিনি। এখন থেকে তিনি একজন পুরুষ হিসেবে জীবনযাপন করতে পারলেও যৌনজীবন তেমন সুখকর হওয়ার ভরসা নেই। কারণ তার অন্ডকোষ শুক্রাণু তৈরি করতে পারে না।

লাখো মুসল্লির উপস্থিতিতে সর্ববৃহৎ ঈদ জামাত শোলাকিয়ায়

(প্রথম পাতার পর)

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিসহ বিশিষ্টজনরা ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে মুসলিম উম্মার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করা হয়। এদিকে জামাতকে ঘিরে নেওয়া হয়েছিল চার স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা। র্যাব, পুলিশের পাশাপাশি মুসল্লিদের নিরাপত্তায় ছিল দুই প্লাটুন বিজিবি। এর আগে সকাল থেকে মুসল্লিরা আসতে থাকেন ঈদগাহের দিকে। প্রতিবছর ঈদের জামাতে এখানে লাখো মানুষের ঢল নামে। বড় জামাতে নামাজ আদায় করলে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়, সে জন্য প্রতিবছর এ মাঠে ঈদের জামাতে অংশ নেন লাখো মুসল্লি।

করোনার প্রভাব বাড়ায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাঠে প্রবেশ করতে হয়েছে মুসল্লিদের। জায়নামাজ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশেও ছিল নিষেধাজ্ঞা। দূর-দূরান্ত থেকে আসা মুসল্লিদের যাতায়াত-সুবিধার জন্য ছিলো শোলাকিয়া ঈদ স্পেশাল নামে দুটি ট্রেন, যা চলে ভৈরব-ময়মনসিংহ রুটে।

উবার ফাইলসে ইউরোপীয় রাজনীতিকদের 'অনৈতিক তৎপরতা' ফাঁস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হাজারো ফাঁস হওয়া নথি থেকে জানা গেছে, রাইড শেয়ারিং প্রতিষ্ঠান উবার কীভাবে শীর্ষ রাজনীতিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে লাভবান হয়েছে। বিচারিক প্রক্রিয়া এড়াতে তারা কতদূর চেষ্টা করেছে উঠে এসেছে তা-ও। ফাঁস হওয়া ফাইলগুলোতে ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ ও ইইউ-এর সাবেক কমিশনার নীলি ক্রোসের মতো নেতাদের কাছ থেকে উবার অতীতে যে ব্যাপক সহ-য়তা পেয়েছে তার বিশদ বিবরণ রয়েছে। অভিযান চালানো পুলিশকে তাদের কম্পিউটারে তদন্ত চালাতে বাধা দিতে উবারের সাবেক প্রধান কীভাবে 'কিল সুইচ' ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন তারও নজির পাওয়া গেছে।

উবার বলছে, তাদের অতীতের কার্যকলাপ 'বর্তমানের মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়'। কম্পানি হিসেবে তারা এখন অতীতের চেয়ে আলাদা।

উবার ফাইলস হচ্ছে ১ লাখ ২৪ হাজারের বেশি নথির এক সমাহার। এর মধ্যে রয়েছে ৮৩ হাজার ইমেইল ও আলাপচারিতা থাকা এক হাজার ফাইল। এর সময়কাল ২০১৩ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে।

ফাইলগুলো যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ান-এর কাছে ফাঁস করে দেওয়া হয়। এগুলো অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম এবং বিবিসি প্যানারোমাসহ বেশ কিছুসংখ্যক মিডিয়া প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হয়।

ফাইলগুলোতে প্রথমবারের মতো প্রকাশ করা হয়েছে কীভাবে লবিং ও জনসংযোগ তৎ-পরতা চালিয়ে ইউরোপের ট্যাক্সি শিল্পের জন্য সমস্যা তৈরি করতে রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন যোগাড় করা হয়েছিল। এজন্য বছরে ৯ কোটি ডলার ব্যয় করা হয়। ফরাসি ট্যাক্সিচালকরা উবারের বিরুদ্ধে সড়কে প্রতিবাদ (যা মাঝে মাঝে ছিল সহিংস) চালালেও ম্যাখোঁর (বর্তমানে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট) সঙ্গে উবারের বিতর্কিত বস ট্রাভিস কালানিকের সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। ম্যাখোঁ তাকে বলেছিলেন, তিনি উবারের অনুকূলে আইন সংস্কার করবেন।

উবারের 'নির্মম' ব্যবসায়িক পদ্ধতিগুলো ব্যাপকভাবে জানাই ছিল। তবে প্রতিষ্ঠানটি তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন পর্যন্ত হাত লম্বা করেছিল ফাইলগুলো প্রথমবারের মতো সে ব্যাপারে ধারণা দিয়েছে। ফাইলগুলো দেখায় কীভাবে ব্রাসেলসের শীর্ষ কর্মকর্তাদের একজন প্রাক্তন ইইউ ডিজিটাল কমিশনার নীলি ক্রোস তার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই উবারে যোগদানের জন্য আলোচনা চালাচ্ছিলেন। এর পরে তিনি গোপনে কম্পানিটির পক্ষে লবিং করেছিলেন। এতে করে সম্ভবত ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছিল।

সেই সময় উবার শুধুমাত্র বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান কম্পানিগুলোরই একটি ছিল না, এটি ছিল সবচেয়ে বিতর্কিতগুলোরও একটি। আদালতের মামলা, যৌন হয়রানির অভিযোগ এবং তথ্য-উপাত্ত বিধি লঙ্ঘনের কেলেঙ্কারির মতো সমস্যা লেগেই ছিল তাদের নামের সঙ্গে। অবশেষে শেয়ারহোল্ডাররা ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ২০১৭ সালে ট্র্যাভিস কালানিককে বহিষ্কার করেন। উবার বলেছে, কালানিকের স্থলাভিষিক্ত দারা খোসরোশাহীকে উবার তার কর্মপদ্ধতির প্রতিটি দিক রদবদল করার দায়িত্ব দিয়েছিল। এছাড়া একটি পাবলিক কম্পানি হিসেবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং মান্যতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সূত্র: বিবিসি



খান শওকতের ৩৭ নাটক নিয়ে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো বঙ্গবন্ধু নাট্য সেমিনার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কলকাতার যাদবপুর দলমাদলের আয়োজনে কলকাতার রবীন্দ্র সদনের পাশে একাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হলো কলকাতার নাট্য ইতিহাসের প্রথম বঙ্গবন্ধু নাট্য সেমিনার। ইতিপূর্বে বঙ্গবন্ধুর জীবন ভিত্তিক রচিত নাটক নিয়ে কলকাতায় কখনো নাট্য সেমিনার হয় নি। গত ২৫ জুন শনিবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

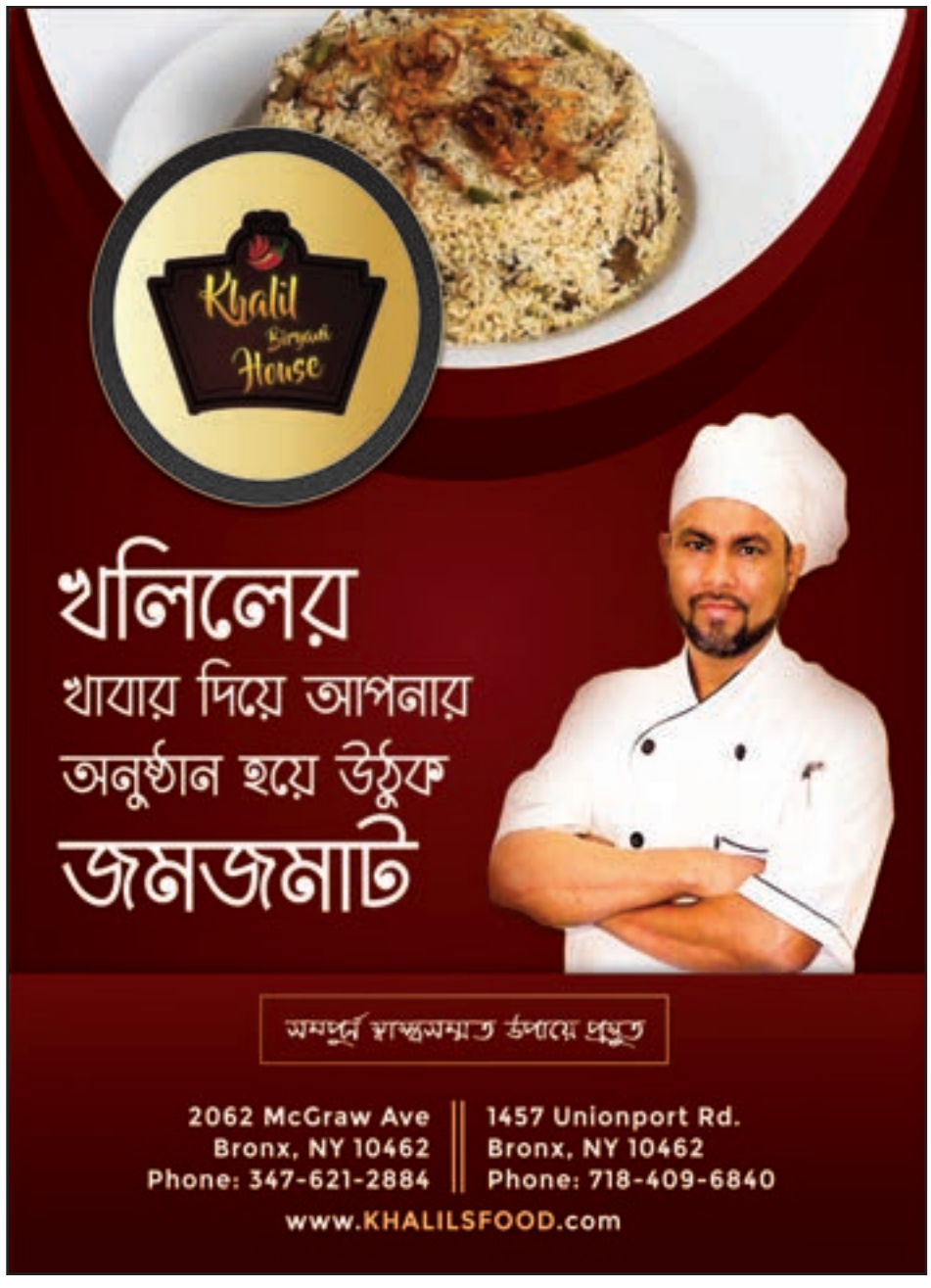
বাংলাদেশের সন্তান, নিউইয়র্ক প্রবাসী নাট্যকার খান শওকত রচিত বঙ্গবন্ধু নাট্যসমগ্রে প্রকাশিত ৩৫টা নাটক এবং বইতে প্রকাশের বাইরের ২টি মোট ৩৭টা নাটক নিয়ে বঙ্গবন্ধু নাট্য সেমিনারে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার বেশ কয়েকটি নাট্যদল এতে অংশ নেয়। বন্যা এবং বৃষ্টির জন্য আশানুরূপ উপস্থিতি না হলেও প্রথম আয়োজনটা অনেক ভালোভাবে সম্পন্ন হলো।

সেমিনারটি উপস্থাপন করেন দলমাদলের চিত্রিতা রায়। আর নাটকগুলো নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন বনগা গবরা-পুর সংহতি নাট্য দলের কিশোর দত্ত এবং গোবিন্দ কর। মধ্যমগ্রাম ঋদ্ধি নাট্য দলের অলকানন্দা মুখার্জি ও আকাশদীপ ঘোষ, বিশিষ্ট আলোক শিল্পী সুব্রত বাবু এবং দলমাদল নাট্য দলের সঞ্জয় সাহা, সুমন্তদাস, অরুণাভ মন্ডল, সুধা কুম্ভাকার, স্বরূপ কুমার বোস, সুমন দাশ, বিপ্লব রায়, সাত্যকি চন্দ, তপোজ্যোতি কর, শুভাশিস দাস, রাজেশ সরকার, দীপক আগারওয়াল সহ প্রমুখ নাট্যকর্মী। বন্যা ও বৃষ্টির জন্য উপস্থিত নাহতে পারা ১২টি নাট্যদলের নেতৃবৃন্দ টেলিফোনে আলোচনায় অংশ নেন এবং সংহতি প্রকাশ করেন।

সেমিনারে অংশগ্রহনকারী সকলেই আগামীতে দুই বাংলায় আরও ব্যাপকভাবে বঙ্গবন্ধু সেমিনার, বঙ্গবন্ধুর জীবন ভিত্তিক নাটকে মঞ্চায়ন এবং বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব সফল করার জন্য কাজ করতে ঐক্যবদ্ধ সীদ্ধান্ত নেন। নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিমাসে এক বা একাধিক সেমিনার করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় সেমিনার। পশ্চিম বঙ্গের গোবরাপুর সংবিত্তি নাট্যদলের আয়োজনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় উক্ত সেমিনার অনু-ষ্ঠিত হবে। এছাড়া মধ্যমগ্রাম ঋদ্ধির আকাশদীপ ঘোষ এবং অলকানন্দা মুখার্জির নেতৃত্বে মধ্যমগ্রাম ঋদ্ধির আয়োজনে বঙ্গবন্ধু নাট্য সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে আগষ্ট মাসে। আরও অনেকগুলোনাট্যদলের নেতৃবৃন্দ সেমিনার আয়োজনে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মোটকথা পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলোকে ৫টি বিভাগে ভাগ করে প্রতিটা সেমিনারে ৪/৫টা দলকে নিয়ে এ নাট্য সেমিনারগুলো সাজানো হচ্ছে। আগ্রহী নাট্যদলসমুহকে যাদবপুর দলমাদলের সভাপতি শ্রী সঞ্জয় সাহার সাথে (৭০৪৪৬৩৪৬৬৪) যোগাযোগের জন্য আহবান জানানো হয়েছে। তাকেই পশ্চিম বঙ্গে প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্র থেকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আগষ্ট বা সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন নাট্যদলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব বাস্তবায়ন পরিষদ গঠন করা হবে। তাদের নেতৃত্ব দুই বাংলার নাট্যদল সমুহকে নিয়ে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হবে বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব।

এবিষয়ে ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, নদীয়া, বিরভূম, কোচ-বিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও দিনাজপুরের নাট্যদলসমুহকে সঞ্জয় সাহার সাথে যোগাযোগের আহবান জানানো হয়েছে। আগামী মাসের সেমিনারের স্থান ও তারিখ শীঘ্রই জানানো হবে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।









২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটসঃ
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্সঃ
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

www.utshob.com

৯১৭৪৮৫২১৭৯

যেকোনো আয়োজনে
বাঙালী ঐতিহ্যের স্বাদ
নিশ্চিতে utshob.com® নিয়ে এলো

YOUR ULTIMATE ONLINE SHOPPING EXPERIENCE

UTSHOB CATERING

শাহী ডিল



পাকোড়া, চিকেন রোল, বোরহানি,শাহী পোলাও, জালি কাবাব, চিকেন শাহী রোষ্ট, বিফ কারি, মিক্স সবজি, সালাদ, শাহী হালুয়া/ফিরনি

হ্যাপি ডিল



সবজি পাকোড়া, পোলাও, শামি কাবাব, চিকেন রোষ্ট, বিফ কারি, মিক্স সবজি, সালাদ, শাহী হালুয়া/ফিরনি

টেক ইট ইজি



পোলাও, শামি কাবাব, চিকেন রোষ্ট, সালাদ, ডিম ভুনা, হালুয়া

ঐতিহ্যের স্বাদে
খুশি ছড়িয়ে যাক সবার মাঝে

সার্ভিসিং - নিউইয়র্ক, নিউজার্সি , কানেটিকাট

মহান কোরবানীর ত্যাগ ও ধৈর্য্য শিক্ষায় উদ্ভাসিত হয়ে বাংলাদেশের বন্যা দুর্গত এলাকায় ২২০০ পরিবারকে সহযোগিতা করতে পেরেছি। দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য আমাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আপনারাও দিন।

BANGLA CDPAP SERVICES

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
888-212-3237



ABU ZAFAR MAHMOOD
CEO & President
646-769-0966
netlake111@gmail.com
ceo@alegracare com

সবাইকে
ঈদ
মোবারক



বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিস (হোম কেয়ার)
BANGLA CDPAP SERVICES INC.
ALEGRA HOME CARE INC.
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে | CARE WITH LOVE IS HUMANITY....

Location

Corporate Office
72-26 Broadway, 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372

Jackson Heights Office
72-28 Broadway, 1st Floor,
Jackson Heights, NY 11372
718-708-9751, 646-769-0966

Brooklyn Office
544 Mcdonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
718-675-0209, 646-769-0966

www.banglacdpap.com info@banglacdpap.com 888-212-3237 (Toll Free)

সাহিত্য সাময়িকী

জল জোয়ারের কাব্য
মতিন বৈরাগী

হে কালের পাথর, অবগুণ্ঠিত রজনী, নদীর ঢেউয়ের উদ্বেল চন্দ্রিমা
আমার আত্মার প্রেমিক আমার সাধনা, হৃদয়ের সেতার ঝংকার
আমি তোমার দিকে ফিরতে চাই অট্টোহাস্যের রাজ-তিলক নিয়ে
অভিষেকের বর্ণাঢ্য অদিতি উৎসবে ।
আমি তোমার দিকে ফিরতে চাই ঈশ্বরের ছায়ার মতো
ঝড়-ঝঞ্ঝা কিংবা বন্যাপ্লাবন আর্তনাদের বুকচিরে চিরদুঃখীর আমি হয়ে
ফসলের বিনাশের দিনার আমার দেনমোহর ।

আমিই অতীত আমিই ভবিষ্যত বর্তমানও আমি, ঢঙ্কার কাসার ঘণ্টা
আমিই ইতিহাস হিবিজিবি নেই স্বচ্ছ:
ফিরতে চাই আমার মধ্যে আমারই বামন উচ্চতায়
আমিই প্রকৃত আমিই সত্য ইচ্ছার নিরন্তর ইতিহাস
ক্ষমতার চক্রে বনবন ঘূর্ণায়মান মাধবের চাকা
আগামীর ভাগ্যলিপির পকেট পঞ্জিকা ।
পড়, কণ্ঠস্থ করো; পড় উপলব্ধি করো; আর কোনো আলো নেই
আমিই আমি, হাজার হাজার আমির
সমাধি ফলক কিংবা অজানাগুহা নত হয় স্তোত্র গীতে
মশগুল আমারই বুকে
মিলে-মিশে গেছে সাতবাহনে গগন কারাভানে
আমিই আমি
ফিরে তাকাও দেখো নির্দ্বিধ : ওহে নির্বোধ-

একটি রাত তখন প্লাবন হয়ে ভেসে আসছে;
চারিদিকে জল জোয়ারের কাব্য ।

কর্পূরে কেউ পূর্ণ হয় না
মাহবুবা ফারুক

কর্পূর উড়ে যাওয়া
এক শূন্য কৌটো বালিকা তুমি
মিছেই ভেবেছিলে পূর্ণ হবে ।
ঘ্রাণে কেউ পূর্ণ হয় শুনেছ কোথাও কখনো?
কষ্ট কেউ দেখেনা শুধু দাগ রয়ে যায়
বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছ বাতাসের ওজন আছে,
জায়গা দখল করে,
কিন্তু কষ্টের ওজন কত
কতটা জায়গা দখল করে সে?
কোনো বিজ্ঞান পারেনি আবিষ্কার করতে
পারেনি আউন্স লিটার কেজি অথবা মিটারের
হিসাবে মিলিয়ে দিতে ।
অথৈ বেদনার ভারে কষ্ট উছলে উঠলেও
তাকে কেউ পূর্ণ বলে না
আপাতদৃষ্টিতে তাকে শূন্যই মনে হয় ।

পাহাড়ের নেশা
মোহাম্মদ শামছুজ্জামান

পাহাড়ের ওপাশে ভরা কুয়াশা
ছেঁড়াছেঁড়া ধোঁয়াশা
আখড়ায় উত্তুঙ্গ রসময় আগুন
কলকেতে দিলে শেষ সুখটান
টলমার্বেল চোখা পর্বতমালাতে শুধুই নেশার বান ।
ছাইফেলা চুরুটে সেই জ্বলন নেশায় তুমিও জেগে থাক,
এখনো কী ঘোরে-বেঘোরে পাশ ফিরে তুলে ধরো নিতম্ববাঁক!
ছাইমুখো পাথরঘষা ঠোঁট চিরে অবেলায় বেরয় সেই বৃন্তকথা
জলোআঁধারে তপস্য গুহার যতব্যথা;
ধ্যানমগ্ন পুরুষ মুখে ভাসে গ্যালাক্সির আলো
ইথারে তোলপাড় তুলে তুমি
ফিনিক্সের ডানায় আগুন জ্বালো,
গন্ধম নেশার শেষটানে রক্তজবা তুমি জানি,
তোমার জেল্লাবুক জুড়ে শুধু রঙধনু জামদানী ।

হিংসার আগুনচোখ
মামুন সুলতান

কাকে ঈর্ষা করো বন্ধু
কার জন্য হিংসা রাখো মনে

জানো তো হিংসায় অগ্নি থাকে চৈতিদহন
মনন জমিনে আর গজাবে না ঘাস
বুনন ভুবনে জন্মিবেনা মুগ্ধবিকেল উষাকাল

নিজের ধ্বংস চেয়ো না বন্ধু
অন্যের উঠোনে রেখো না চোখ
পরশ্রীকাতর হয়ে কেন হারাতে যাও নিজস্ব নিসর্গ

তোমার ঈর্ষায় খুঁজে পাই পাখিপোড়া গন্ধ
নবির পথে কাঁটা দেওয়া সেই বৃদ্ধার মতো
তুমিও দাঁড়িয়ে আছো দেদীপ্য হনুমান

অরণ্যে অনেক পাখি অনাবিল ওড়ে যাক
ভুবনে ভরে উঠুক মুখরিত মানুষের কোলাহল

সৃজন সুন্দরে মেতে ওঠো বন্ধু
হিংসার আগুনচোখ নিপাত যাক
নিপাত যাক
নিপাত যাক ।

বানভাসি মানুষের কান্না
আনোয়ার কামাল

দারুণ খরায় পুড়েছে স্বদেশ
এবার বর্ষার জলে বানভাসি
ভাসছে মানুষ, জনপদ আবাদি ফসল
আর গবাদি পশু- সাথে শিশু এবং বৃদ্ধ
বন্যার তোড়ে ফসলের ভরাডুব্বি- খাবারের হাহাকার
মানুষ আবার জেগে ওঠে- মানবিকতায় বাড়ায় হাত

যার যা সাধ্যমতো তুলে ধরে- নিরন্ন মানুষের মুখে
উজানের ঢলে প্লাবনের তোড়ে আমার স্বজাতি যায় ভেসে
কান্নার রোল ওঠে দিকে দিকে-
হৃদয়ের গহীন বনে বেদনায় মোচড় দেয় ।

নির্বাচিত মুখ
টিপু সুলতান

সুবেহসাদিক পরে, ঢাকার আকাশে মেঘ-এমন দৃশ্যের
ভেতরে প্রয়োজন, তোমাকে; রেশমের মতো নামহীন
বাতাস-জাগর কাটে । আর বিদগ্ধ লালসার আগুনে-
একটা ঠান্ডা দুপুর কোনোরকম কয়েকবার বিষম খায় ।
সম্ভোগে, কেবল
দূরতম অন্ধকার প্রতীক্ষার পায়ে হাঁটে-চিত্রল হরিণের ঝনঝনে মুদ্রার
দৌড়, এগোয়-সম্মুখে বর্ণহীন উচ্ছৃলতার টুকরোগুলো নীরবে উষ্ণবর্ণ-
পোষা ঝাউপাতার ঋদ্ধ শিস, কেশরহীন মেঘের নিচে একটা গ্যালাক্সি
গোলাপের প্রয়োজনে, তুমি । সাম্রাজ্য নেবে অথবা নির্বাচিত মুখ-এই
মুহূর্তে ধূলোর ক্লান্তি উড়ছে । শহরের ভেতরে বাড়ি-
ওসব গুজবঠুজবে কান দিও না, বরং বৃষ্টি হয়ে এসো ।



বিশেষ রচনা

এ বাংলায় কোরবানির ঈদ

এ বাংলায় কোরবানির ইতিহাস প্রায় হাজার বছরের। মুসলমানদের সিলেট জয়ের পেছনে পরোক্ষভাবে নাকি কাজ করেছিল কোরবানি। সেই কাহিনির ১২৫ বছর আগেও একই ধরনের একটি ঘটনার কথা শোনা যায় মুন্সীগঞ্জে। ১০০ বছর আগেও বাংলাদেশে কোরবানির ঈদ পরিচিত ছিল 'বকরি ঈদ' নামে। আর এই নামকরণের পেছনে ছিল পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ। এ অঞ্চলের কোরবানির ঈদের ইতিহাস জানাচ্ছেন রিদওয়ান আক্রাম

বাংলার সুলতান ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ৭০৩ হিজরি/১৩০৩ সালে সিকান্দার খান গাজী প্রথম সিলেট জয় করেছিলেন। আর মুসলমানদের সিলেট জয়ের পেছনে পরোক্ষভাবে নাকি কাজ করেছিল কোরবানি, বিশেষ করে বললে গরু কোরবানি। যদিও এটি কতটুকু ঐতিহাসিকভাবে প্রামাণিত, তা নিয়ে ইতিহাস জোর গলায় কিছু বলে না। কথিত আছে, সিলেট শহরের পূর্ব দিকে টোল টিকর এলাকার বাসিন্দা শেখ বুরহানউদ্দিন পুত্রসন্তানের আশায় আল্লাহর নামে একটি গরু কোরবানির মানত করেছিলেন।

পুত্র হওয়ার পর তিনি নিজের মানত অনুযায়ী একটি গরু কোরবানিও করলেন (সম্ভবত ঈদের সময়ই সেটি করেছিলেন)। কোরবানি করা সেই গরুর এক টুকরা গোশত চিল ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। আর তা ঘটনাক্রমে সিলেটের শাসক রাজা গৌড় গোবিন্দের প্রাসাদের সামনে পড়ে (কেউ বলেন রাজার মন্দিরে)। এর শাস্তি হিসেবে রাজা শেখ বুরহানউদ্দিনের ডান হাত কেটে নেন এবং শিশুসন্তানটিকে হত্যা করেন।

বুরহানউদ্দিন বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ে গিয়ে সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের কাছে এর বিচার চান। সুলতান তাঁর সিপাহসালার নাসিরুদ্দিনকে যুদ্ধে যেতে নির্দেশ দেন। ঠিক সেই সময়েই ৩৬০ জন সঙ্গী-সাথি ও মুরিদ নিয়ে বাংলায় হাজির হন হজরত শাহজালাল (রহ.) এবং সিলেট অভিযানে মুসলমান সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন। এবার মুসলমান সৈন্যরা জয়লাভ করে। গৌড় গোবিন্দ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং সিলেট মুসলমানদের শাসনে আসে।

সেই ইতিহাসের ১২৫ বছর আগেও একই ধরনের একটি ঘটনার কথা শোনা যায়। ঘটনাস্থল এবার মুন্সীগঞ্জে। ১১৭৮ সালে এখানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আরব থেকে আসেন বাবা আদম। তাঁর কোরবানি করা গরুর মাংসের একটি টুকরা রাজবাড়িতে ফেলে দেয় চিল। অপমানিত রাজা বল্লাল সেন স্বসৈন্যে বাবা আদমের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। রাজা এসে দেখলেন, বাবা আদম গভীর ধ্যানে মগ্ন। এই সুযোগে তাঁকে হত্যা করলেন রাজা। দরবেশের রক্ত নিজের শরীর থেকে পরিষ্কার করার জন্য কাছের এক নদীতে নামলেন রাজা। এ সময় তাঁর বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা কবুতরটি হঠাৎ ছাড়া পেয়ে উড়ে গেল রাজবাড়িতে। কবুতর দেখে রাজার অন্তঃপুরের নারীরা মনে করল, যুদ্ধে বোধ হয় রাজা মারা গেছেন। এটি বুঝে সবাই আগুনে আত্মাহুতি দিল। মনের দুঃখে রাজাও তাদের অনুসরণ করলেন। ফলে সেখানে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এসব ঘটনাও ইতিহাসে প্রমাণিত নয়। তবে ঘটনাগুলো দেখে অনুমান করে নেওয়া যায়, পূর্ববঙ্গে গরু কোরবানির খুব একটা প্রচলন বোধ হয় ছিল না।

কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল দিল্লির সুলতানদের দুর্বলতায়। এ সময়টা বাংলা স্বাধীন সালতানাত যুগ (১৩৩৮-১৫৩৮ সাল) হিসেবেই পরিচিত। সেই সময়েও যে পূর্ববঙ্গ বাংলার সুলতানদের সার্বিক নজরের মধ্যে ছিল, তা কিন্তু বলা যাবে না। কেননা শাসনকেন্দ্রের মূল কেন্দ্রবিন্দু তখনো ছিল হজরত পান্ডুয়া, গৌড়, রাজমহলের মতো অঞ্চলগুলো। তার পরও এখানে একটু একটু পরিবর্তনের হাওয়া লাগছিল। মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছিল বাংলায়। তবে তা বিশাল সংখ্যায় অবশ্যই নয়। পূর্ববঙ্গে মোগলদের আসার পর থেকে বলা যায় সেই চিত্রের রূপ কিছুটা হলেও পাল্টাতে শুরু করে। ঢাকা রাজধানী হিসেবে গড়ে ওঠার পর (অর্থাৎ ১৬১০ সালে) থেকেই এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের অনুষঙ্গগুলো সেভাবে মেনে চলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজর দেওয়া শুরু হয়। তবে ধর্মীয় আচার-ব্যবহার, অনুশাসনগুলো শাসনযন্ত্রের সঙ্গে জড়িত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও উচ্চবিত্তরা যেভাবে পালন করতেন, স্থানীয় মুসলমানরা (বিশেষ করে সাধারণ মুসলমানরা) সেভাবে পালন করতে পারত না। এখানে সামর্থ্যের সঙ্গে অজ্ঞতারও খানিকটা যোগসূত্র থাকত বৈকি!

শাসনকেন্দ্র থেকে এতটা দূরে থেকেও মোগলরা উৎসবের কমতি বা উৎসব-আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করার একেবারে পক্ষপাতী ছিল না। ঈদের চাঁদ দেখা গেলেই মোগল রীতি অনুযায়ী কামান, গুলি ও আতশবাজি ফোটানো হতো। ঈদুল আজহার দিনটি কিভাবে পালিত হতো তার খানিকটা বর্ণনা পাওয়া যায় কর্মসূত্রে ঢাকায় অবস্থানকারী তৎকালীন মোগল সেনাপতি মির্জা নাথনের স্মৃতিকথা 'বাহারিস্থান-ই-গায়বি'-তে। ঈদের নামাজ, খতিবের খুতবা পাঠ শেষ হলে লোকেরা (ধনী মোগলরা) তাঁকে (খতিবকে) সম্মান করে পোশাক-পরিচ্ছদ ও অর্থকড়ি উপহার দিত। টাকা-পয়সা বিলিয়ে দেওয়া হতো শহরের গরিব-দুঃখীদের মধ্যে। অভাবগ্রস্ত লোকেরা সেই অর্থ দিয়ে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে পারত। পরস্পরের প্রতি সম্ভাষণে মুখরিত হয়ে উঠত আকাশ-বাতাস। এই দিনে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও রাজ কর্মচারীরা একে অন্যের কাছে বেড়াতে এসে ঈদের শুভেচ্ছা জানাতেন। কোনো কোনো সেনাপতি আনন্দ-উৎসবের এই দিনে বন্ধুবান্ধবকে আপ্যায়নের জন্য সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করতেন। সেখানে আয়োজন থাকত বিরাট ভোজের (অবশ্যই তা কোরবানির পর)। এ ভোজানুষ্ঠানে উপস্থিত সুরেলা কণ্ঠের গায়ক-গায়িকা, মোহনীয় নর্তকী এবং নম্র স্বভাবের গল্প-কথকদের বেশ আপ্যায়ন করা হতো। উৎসব চলত দু-তিন দিনব্যাপী। শিল্প-কারখানার শ্রমিকরাও এ আনন্দ-উৎসব থেকে বাদ পড়তেন না। তাঁদের উপহারসামগ্রী দিয়ে তুষ্ট করা হতো।

এর পরবর্তী সময়ে কোরবানি ঈদের তেমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে অনেকের ধারণা, শাসক শ্রেণি মুসলমান হওয়ায় ঢাকায় কোরবানি হতো। ক্ষমতার পালাবদলে সে অবস্থার পরিবর্তনও হয়েছিল। বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে চলে যাওয়ায় পতন শুরু হয় ঢাকার। ফলে ঢাকার সীমানা ও জনসংখ্যাও সংকুচিত হয়ে যায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকার জনসংখ্যা তিন লাখে গিয়ে দাঁড়ায়। এ সময় ঈদের (সম্ভবত রোজার ঈদের পাশাপাশি কোরবানির ঈদেও) মিছিল বের হতো ঢাকার নায়েবে নাজিমদের পৃষ্ঠপোষকতায়। ১৮৪৩ সালের পর এই ধারাটিও বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৫৭ সালে পুরো ভারতবর্ষের মতো ঢাকায়ও সিপাহি বিদ্রোহ নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছিল। সেবার কোরবানির ঈদ হয়েছিল ১ আগস্ট। দিনটি ছিল সোমবার। ঢাকায় থাকা ইউরোপীয়রা বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারা মনে করেছিল, এই ঈদ উপলক্ষে ঢাকার মুসলমানরা 'ঝামেলা' পাকাতে পারে। ফলে ইউরোপীয় স্বেচ্ছাসেবকরা ঈদের দিন থেকে টানা তিন রাত ধরে ঢাকা শহরে টহল দেয়। সেই ভয়ের মাত্রা এতটাই ছিল যে ২ আগস্ট গির্জায় আসা প্রার্থনাকারীদের নিরাপত্তার জন্য সেখানেও উপস্থিত ছিল স্বেচ্ছাসেবকরা। যা হোক, ইউরোপীয়দের সন্দেহ ভুল প্রমাণিত হয়। সেবারের কোরবানির ঈদে অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেনি।

আগেই বলা হয়েছে, সেই সময় স্থানীয় মুসলমানদের ধর্মকর্ম ঢাকা এসব থেকে মুক্ত। ঢাকার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে নিখুঁত ভালো সম্পর্কই বিদ্যমান ছিল। উভয়ে উভয়ের ধর্মীয় উৎসবাদিতে যোগ দেয় এবং কেউ কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিতে চায় না।' (৩০.৩.১৮৯০)

ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানদের সাম্যাবস্থা বিরাজ করলেও ঢাকার বাইরের অঞ্চলগুলোসহ গোটা ভারতবর্ষেই গোহত্যার বিরুদ্ধে জোট বা সমিতি গড়ে উঠেছিল। এগুলো 'গোহত্যা রিবারণী সভা', 'গোরক্ষিণী সভা' নামে পরিচিত ছিল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার উত্তেজনাময় সময় মধ্যপন্থাবলম্বী যে একেবারেই ছিল না, তা কিন্তু নয়। কখনো কখনো সংবাদপত্রই সেই দায়িত্ব পালন করত। যেমনটা ঢাকা প্রকাশ করেছিল, 'কোনো মুসলমান সহযোগী বলেন, ভণ্ড হিন্দুরাই এই হাঙ্গামার নেতা। আমরা বলি, বস্তুত তা নয়। যুগবেশে এখন সব জাতিরই ধর্ম কার্যে ভন্ডামি প্রবেশ করিয়াছে। যাহা শাস্ত্রের কথা, তাহা যথাযথ প্রতিপালিত হয় না, হয় তাহার ভেক্কি। পূজার সময় নৈবেদ্য আসে, ঢাকঢোল বাজে মন্ত্র পড়ে; কিন্তু ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেক হিন্দুরই দেখা হয় না। মুসলমানদিগের মধ্যেও যে সেই প্রলয় প্রবেশ করে নাই; এত কথার পর বোধ করি কোনো মুসলমান তাহা বলিতে পারিবেন না। ...মুসলমানের বকরি ঈদে কোরবানি (কিন্তু গরু কিনিয়া কোরবানি করিবার বিধি না) অবশ্য কর্তব্য। এখন উভয়েই ধর্ম্মের আদেশ উভয়কে অনুপ্রাণিত করিতেছে, যদি আপস চাহেন, তবে উভয়েরই কিছু কিছু আবদার ছাড়িয়া দিতে হইবে।' ১৬ আশ্বিন ১৩০০; ১ অক্টোবর ১৮৯৩



পালনটা সেভাবে বলতে গেলে ব্যাপক ছিল না। ১৮৮৫ সালের দিকে ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস ওয়াইজ যেমনটা লিখেছিলেন, 'কোরবানি ঈদের সময় লক্ষ্যা নদীর তীরে স্থানীয় গ্রামবাসী মিলিত হয়েছিল নামাজ পড়ার জন্য। কিন্তু সেটা কিভাবে করবে, তা তারা বুঝে উঠতে পারছিল না। আসলে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী। অবশেষে নদীতে নৌকায় করে ঢাকার এক যুবক যাচ্ছিল। তাকে দিয়ে ঈদের জামাত পড়ানো হলো।' ওয়াইজ সাহেবের এ কথার মধ্য দিয়ে দুটি জিনিস বোঝা যায়। এক. ঢাকার বাইরে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের বাইরের অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথাযথভাবে অনুসরণ না করার একটা প্রবণতা ছিল, পাশাপাশি আরো ছিল ইসলাম ধর্মে লোকজ উপাদান প্রবেশ। দুই. ঢাকার মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড বেশ করে পালনের একটা চর্চা ছিল। সে কারণে আমরা দেখতে পাই ঢাকার সেই যুবককে দিয়ে ঈদের জামাত পড়ানো হয়েছিল।

ঢাকার বাইরে কোরবানির ঈদ পালন করাটা বেশ কষ্টকর ছিল সেই সময়ের মুসলমানদের জন্য। কেননা স্থানীয় হিন্দু জমিদাররা তাঁদের মুসলমান প্রজাদের কোরবানি দিতে বাধা দিতেন। সুধাকর পত্রিকা (৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৯০) সে রকমটাই জানাচ্ছে, 'বকরি ঈদেও উর্ধ্বতন হিন্দু কর্মচারী এবং জমিদারদের আমলারা বগুড়ার নারহাট্টার মুসলমানদের কোরবানি দিতে দেয়নি। মুসলমানদের উচিত এ ব্যাপারে লে. গভর্নরের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা।'

মুসলমানদের কোরবানি করতে না দেওয়ার ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা বাড়তে থাকে। ইংরেজ সরকার তা দেখেও না দেখার ভান করত। কেননা হিন্দু-মুসলমানদের এই দ্বন্দ্ব তাদের শাসনকার্যের সুবিধার্থে একান্ত প্রয়োজন ছিল। ফরায়েজি আন্দোলন ও মুসলমানদের বিভিন্ন ধর্মীয় সচেতনতামূলক প্রচারণায় মুসলমানরা ধর্মীয় অত্যাবশ্যকীয় অনুশাসন বা ফরজ কাজ সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বও বৃদ্ধি পাচ্ছিল দিন দিন। তবে ঢাকা এসব তর্কবিতর্কের বাইরেই ছিল বলা যায়। সম্ভবত ঢাকায় মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যাধিক্য এবং ক্ষমতাসীন মুসলমান নবাবদের জন্য সেটা সম্ভব হয়েছিল। সে কথাই উল্লেখ করে পত্রিকা সারস্বতপত্র লিখেছে, 'এটা সত্যি যে ঢাকার সমাজের অনেক ত্রুটি ও দুর্নাম আছে। কিন্তু এখন যখন দেশে গরু কোরবানি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন চলছে, সেই সময় গরু কোরবানির বিষয়টি হিন্দু-মুসলমানদের কাছে এক ধরনের জাতিভিত্তিক গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পরবর্তী সময়ে 'গরু কোরবানি' ইস্যু স্তিমিত হয়ে পড়লে এই সম্প্রদায় অন্য বিষয়গুলো (যেমন–নামাজের সময় মসজিদের সামনে কীর্তন করে যাওয়া, দুর্গাপূজার সময় বাধা দেওয়া ইত্যাদি) নতুন করে সামনে এনে একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যদিও এ বিষয়গুলোর কোনোটিই নতুন কিছু ছিল না। এসবের মধ্য দিয়েই হিন্দু-মুসলমান প্রায় হাজার বছর ধরে একে অন্যের প্রতিবেশী হিসেবে বাস করেছে। এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদ ড. মুনতাসীর মামুন যথাযথই বলেছেন, 'গরু কোরবানির ব্যাপারটা দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জিদে পরিণত হয়েছিল। তার ওপর ওই সময় দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পুনরুত্থান এতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। গত শতকের শেষ দিকে বিষয়টি জড়িয়ে গিয়েছিল রাজনীতির সঙ্গে।'

মুনতাসীর মামুনের এই উক্তির সত্যতা পাই সারস্বতপত্রের ১৮৯০ সালের ৩০ মার্চের সংখ্যায়, 'হিন্দু-মুসলমান শত্রুতা বাড়ছে। আগে প্রয়োজন না হলে মুসলমানরা গোহত্যা করত না, আর হিন্দু তা সহ্য করত। কিন্তু দুই পক্ষই এখন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। মনে হতে পারে, গোহত্যাই এদের শত্রুতার মূল কারণ। কিন্তু মূল কারণ, দুই পক্ষেরই ধর্মীয় শত্রুতার পুনর্জাগরণ। কিন্তু এই জাগরণের জন্য দায়ী কারা? কংগ্রেসকে ঘৃণা করে এমন কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং কিছু কর্মকর্তা।'

এসব তর্কবিতর্ক, নানা উদ্যোগের মধ্য দিয়েও ১৯৪৭ সালের আগমুহূর্ত পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে হিন্দু জমিদাররা নিজেদের জমিদারিতে কোরবানি বা গোহত্যা করতে দিতেন না। জমিদারদের অত্যাচার আর ধর্মীয় অনুশাসন মানতে গিয়ে অনেকেই 'বকরি' কোরবানি দিত। আর এভাবেই ব্রিটিশ আমলে 'ঈদুল আজহা' স্থানীয়ভাবে 'বকরির ঈদ'-এ পরিণত হয়েছিল।

আর এই তথ্যের সত্যতা পাই ১৯০৪ সালের দিকে ঢাকার নবাব পরিবারের এক সদস্য কাজী আবদুল কাইউমের ডায়েরি থেকে। ওই বছরের কোরবানির ঈদটি ছিল ২৮ ফেব্রুয়ারী। তিনি লিখেছেন, 'আজ রোববার, পবিত্র বকরির ঈদ। নামাজ শেষ, আমিও অন্যান্যের মতো নওয়াবের সঙ্গে কোলাকুলি করি। নওয়াব সাহেব আমাকে আদেশ দেন অন্যান্যকে নিয়ে বিনা খরচে ক্ল্যাসিক থিয়েটারের নাটক দেখার জন্য।'

এই দিনলিপি থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়, ওই সময়ে কোরবানির ঈদ 'বকরির ঈদ' হিসেবে ভালোই পরিচিতি পেয়ে গিয়েছিল। সেটা এতটাই যে ঢাকার লোকদের কোরবানি দিতে তেমন কোনো ঝামেলা না হলেও তারাও এই কোরবানির ঈদকে 'বকরির ঈদ'ই বলত।

১৯৪৭ সালে ঢাকা পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ায় এটার জাঁক যত বেড়েছে, কোরবানির মাত্রাও হয়তো ততটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নব্য ধনীরা কোরবানিকে ব্যবহার করেছে নিজেদের বিত্তবৈভব আর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশের একটা মাধ্যম হিসেবে।

আগে কিভাবে মাংস সংরক্ষণ করা হতো

আজ থেকে ৩০-৪০ বছর আগেও বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ফ্রিজ ছিল না। ফলে মাংস সংরক্ষরণের জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির আশ্রয় নিত। সেসব সম্পর্কে জানাচ্ছেন ফাতিমা আর পুরান ঢাকার গৃহিণী রাহিমা আহমেদ।

কোরবানির মাংস তো আর এক দিনেই খেয়ে ফেলা সম্ভব নয়। এসবের মধ্যে একটা সাধারণ উপায় ছিল–মাংস জ্বাল দেওয়া। কোরবানির দিন থেকে মাংস শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিদিন মাংসগুলো জ্বাল দেওয়া হতো দিনের নির্দিষ্ট সময় ধরে। বেশ সময় নিয়ে এগুলো গরম করে রাখা হতো। কখনো কখনো দুই বেলা করেও করতে হতো সেটা। ফলে শেষের দিকে কোরবানির মাংসগুলো নরম হয়ে খুলে খুলে যেত। এই মাংসটা একটু কড়া করে ভেজে ঢাকার লোকজন এটা দিয়ে বাখরখানি খেতে ভালোবাসত।

আর মাংসটাকে আস্ত রেখে দিতে চাইলে অনুসরণ করা হতো 'ভাজা মাংস' পদ্ধতি। আদি ঢাকাবাসী অনেক দিন ধরেই এ পদ্ধতিতে মাংস সংরক্ষণ করে আসছে। প্রথমে কোরবানির চর্বি এক দিন ধরে খোলা বাতাসে শুকিয়ে নেওয়া হয়। সেই চর্বি পরে জ্বাল দিয়ে তরল করে ফেলতে হয়। এই জ্বালের সময় চর্বিতে থাকা পর্দাজাতীয় কিছু থাকলে তা আলাদা করে ফেলে দিতে হয়। সেই চর্বিতে হাড়বিহীন মাংস বড় বড় টুকরা করে আদা, রসুন, দারচিনি, এলাচ, লবণ দিয়ে হালকা আঁচে সিদ্ধ করা হয়। আর ভালো সুঘ্রাণ পাওয়ার জন্য তাতে সয়াবিন তেলে হালকা করে ভাজা পেঁয়াজের কুচি দেওয়া যায়। এই মাংস টানা তিন দিন ধরে ভেজে নিলেই তিন মাস ধরেও খাওয়া যায়। অনেকেই এই মাংস মহররম পর্যন্ত রেখে দিত। অনেকে আবার বিশ্বাস করত কোরবানির মাংস মহররমের পর আর খাওয়া উচিত নয়। এই মাংস সাধারণত ১০ থেকে ১৫ কেজি হিসেবে একেক হাঁড়িতে রান্না করা হতো। চাইলে এই মাংস আলাদা করে আলু কিংবা ভুনা করেও খাওয়া যায়।

সম্ভবত 'জাহাজি কালিয়া'র খানিকটা পরিবর্তিত রূপই হচ্ছে এই 'ভাজা মাংস'। হাকিম হাবিবুর রহমানের স্মৃতিকথা 'ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে'তে পাওয়া যায় এক থেকে দেড় শ বছর আগে কিভাবে 'জাহাজি কালিয়া' তৈরি করা হতো তার বর্ণনা। অতীতে ঢাকা থেকে হজযাত্রী বা ব্যবসায়ীরা সমুদ্রপথে আরব, ইরাক, ইরান যেতেন। তাঁরাই মূলত যাত্রাপথে খাওয়ার জন্য এভাবে মাংস সংরক্ষণ করে নিয়ে যেতেন। জাহাজে খাওয়া হতো বলে এটার নাম হয়ে যায় 'জাহাজি কালিয়া'। চীনামাটির বিশেষ বয়ামে এই মাংস জলপাইয়ের তেলে ডুবিয়ে রাখা হতো। আর বয়াম থেকে বের করার জন্য ব্যবহার করা হতো কাঠের তৈরি শুকনা চামচ। ভেজা চামচে এই কালিয়া নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। এটা খাওয়া হতো 'নান খোরশ' বা নিমসুখা বা বাখরখানি রুটি দিয়ে।

পুরান ঢাকার লোকজনের মাংস সংরক্ষণের আরেক পদ্ধতি হচ্ছে 'গ্রেল'। এটাকে পূর্ববঙ্গের 'স্টেক' বললেও ভুল হবে না। তবে আকৃতিটা এক হলেও এর রন্ধনপ্রক্রিয়া কিন্তু স্টেকের থেকে আলাদা। এটা করার জন্য গরুর পেছনের দিকের রানের মাংসের প্রয়োজন হয়। কোরবানির পর গরুর আস্ত রান খোলা বাতাসে রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর রান থেকে চর্বি বাদ দিয়ে মাংস হাড়বিহীনভাবে কাটা হয়। একেকটা টুকরা দেড় থেকে দুই কেজি হয়ে থাকে। এরপর সেটা ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নেওয়া হয়। সোহাগা (এক ধরনের ভেষজ), আদার রস, লেবুর রস, আখের গুড়, লবণ সহযোগে দু-তিন ঘণ্টা ধরে জ্বাল দিয়ে মাংসটাকে শুকিয়ে ফেলতে হবে। শুকনা আর খোলা জায়গায় রাখলে এই মাংসও অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। পরে এই মাংস মহররমে খিচুড়ি দিয়ে খেয়ে থাকত পুরান ঢাকাবাসী।

এ ছাড়া কোপ্তা করেও কোরবানির মাংস সংরক্ষণ করার পদ্ধতি ছিল। কাঁচা মাংস শিলপাটায় পিষে তাতে মেশানো হতো গরম মসলা গুঁড়া, আদা ও রসুন। পরে এই মিশ্রণসহ মাংস দুই হাতের তালুর সাহায্যে গোল আকৃতি করে গরুর চর্বিতে ডুবিয়ে জ্বাল দেওয়া হতো। এভাবে এই কোপ্তা তিন মাসেরও বেশি সময় সংরক্ষণ করা হতো। পরে এই কোপ্তা দিয়ে তেহারি খাওয়া হতো।

শুধু মাংসই নয়, কোরবানির অতিরিক্ত চর্বি বাখরখানি তৈরিতেও কাজে লাগত।

এসব ছাড়া ঢাকার বাইরের লোকজন কোরবানির মাংস শুঁটকি করেও সংরক্ষণ করে থাকে। হাড়বিহীন মাংস হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নেওয়া হয়। তারপর সেই মাংস পাটের দড়ি কিংবা তারের মধ্যে মালার মতো গেঁথে রোদে কিংবা চুলার ওপরে দিয়ে শুকানো হয়। এই মাংস শুকিয়ে গেলে বায়ু নিরোধক টিনের পাত্রে রেখে দেওয়া হয়। তবে বেশিদিন এভাবে রাখতে চাইলে মাঝেমধ্যে মাংসের শুঁটকিকে রোদে শুকাতে হবে, না হলে এতে পোকা ধরে যেতে পারে। আর শুঁটকি করা মাংস রান্নার সময় পাটায় থেঁতলে নিতে হতো। কেননা এই মাংস বেশ শক্ত হয়। থেঁতলানো সেই মাংস আলু সহযোগে কিংবা শুধু ভুনা করেই খাওয়া যায়।

এখন ফ্রিজ থাকায় অনেকেই এত ঝামেলায় যেতে চায় না। বাড়তি মাংস সোজা চালান করে দেয় ফ্রিজে। পরে প্রয়োজনমতো বের করে রান্না করে নেয়।

মেয়েদের ঈদের পোশাক

এবারও ঈদে মেয়েদের পোশাকের ঢং আর ফ্যাশনে দেখা যাচ্ছে নতুনত্ব। আবহাওয়ার সঙ্গে মিল রেখে পোশাকের কাপড় আরামদায়ক করার প্রতি আছে বাড়তি মনোযোগ। ঢাকার ফ্যাশন হাউসগুলো ঘুরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোনালিসা মেহরিন

ঈদের পোশাক অভিজাত করার প্রচেষ্টা থাকে ফ্যাশন হাউসগুলোর। এ জন্য বরাবরের মতোই পোশাকের ম্যাটেরিয়াল ও নকশায় নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছে তারা। উৎসবের পোশাকগুলোতে রঙের ব্যবহার হয় বেশি। এই ঈদের পোশাকেও দেখা মিলছে বর্ণিল রঙের ছোঁয়া।

ঈদে শাড়ির প্রতি বাড়তি আগ্রহ থাকে মেয়েদের। এবার ঈদের শাড়িতে ফ্যাশনের সঙ্গে থাকছে আরামের দিকটাও, বিশেষ করে দেশি শাড়ির প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি। সাদামাটা সুতির শাড়ি যেমন মিলছে, তেমনি আছে মসলিনের ওপরে ফুলেল নকশার উজ্জ্বল এমব্রয়ডারি করা শাড়িও। এমব্রয়ডারি ছাড়াও প্রিন্টের কাজ করা বর্ণিল নকশার শাড়িও এসেছে বেশ। অনেক শাড়িতে করা হয়েছে টাইডাই। শাড়ির আঁচল ও পাড়ে দেখা যাচ্ছে নকশার প্রাধান্য। চিকন ও মোটা দুই রকম পাড়ের শাড়িই পাওয়া যাবে এবার ঈদে। আঁচল ও পাড়ে চিকনকারি, জরি, চুমকি ও পাথরের কাজ করেও ভিন্নতা আনা হয়েছে। শাড়ির ছোট পাড়, বড় পাড়, কখনো কুঁচিতে ডিজাইন, কখনো বা আঁচলে নকশার প্রাধান্য পেয়েছে। কাজের মাধ্যম হিসেবে ব্লকপ্রিন্ট, এমব্রয়ডারি, হাতের সেলাই, কারচুপি, হ্যান্ড পেইন্টের দেখা মিলছে। শাড়ির পরই আছে সালোয়ার-কামিজ ও থ্রিপিসের চাহিদা। এখন রোদ ও বৃষ্টি বলে সালোয়ার-কামিজসহ প্রায় সব ধরনের পোশাকের কাপড়েই আবহাওয়ার দিকটি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতি কাপড়ও এই আবহাওয়ায় বেশ আরামদায়ক, তবে ঘাম বা সামান্য বৃষ্টিতেই সুতির পোশাক দ্রুত ভিজে যায়। শুকিয়ে গেলেও সহজেই কুঁচকে আসে। তাই ভয়েল, অ্যান্ডি সিল্ক, হাফ সিল্ক, জর্জেট, লিনেন কাপড় বেশি দেখা যাচ্ছে। সালোয়ার-কামিজের ক্ষেত্রে কাটিং, হাতা ও গলার ডিজাইন, নকশার মোটিফ, কাজের মাধ্যমে পরিবর্তন এসেছে। চাপা সালোয়ারের তুলনায় লম্বা আর ঢিলেঢালা সালোয়ারের ট্রেন্ড এবারও এগিয়ে। কামিজের গলা ও হাতায় ফ্রিল দিয়ে বৈচিত্র্য যোগ করা হয়েছে।

মেয়েদের কাছে গাউন সব সময়ই আরামের ও অভিজাত। অফিস থেকে উৎসব সবখানেই গাউনে মানিয়ে নিচ্ছে তারা। এবারও গাউনের কাটছাঁটে এসেছে পার্থক্য। রয়েছে উঁচু-নিচু কাটছাঁট। উৎসব বলে সিল্ক, হাফ সিল্ক ও মসলিনের মতো কাপড়েও তৈরি হয়েছে কামিজ। সালোয়ারে বেশ কিছু বৈচিত্র্য দেখা গেলেও কামিজের দৈর্ঘ্য বরাবরের মতো লম্বাই থাকছে। কয়েক বছর ধরে মেয়েদের লং ড্রেস প্যাটার্নই সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্যাশন ট্রেন্ড। এবারও এই লং ড্রেসে এসেছে আনারকলি প্যাটার্ন। এমন পোশাক ঘিরেও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে মেয়েদের। লং কামিজের প্যাটার্নে একটু পরিবর্তন হয়ে এসেছে লেয়ার্ড প্যাটার্ন। উৎসব মানেই ঝকমারি কাপড়ের ব্যবহার। অনেক ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা হয়েছে এবারকার ঈদ ঘিরে। লং ড্রেস, ম্যাক্সি ড্রেস বা আবায়া কুর্তার সঙ্গে পালাজ্জো যথারীতি আগের অবস্থায়ই ধরে রেখেছে। চওড়া লম্বা হাতা, নরমাল হাতা অথবা কেইপ হাতা, হাই নেক কলার, বোট নেক কিংবা স্লিভলেসও থাকছে।

প্রকৃতির ফুল, ফল, পাখিসহ ঐতিহ্যবাহী কাঁথা ফোঁড়ের পোশাকও দেখা যাচ্ছে বেশ। মেয়েদের পোশাকে ডট প্রিন্ট, ছোট ছোট অ্যাবস্টাক্ট প্যাটার্নের মোটিফ ডিজিটাল প্রিন্টের ব্যবহার বেড়েছে।



ছেলেদের ঈদ পোশাক

ঈদে তরুণদের প্রথম পছন্দ পাঞ্জাবি। ঈদের নামাজে পাঞ্জাবির পর বিকেলে বা রাতে কেউ কেউ শার্ট বা টি-শার্টেই সাবলীল। তাই বর্ণিল পাঞ্জাবির পাশাপাশি নতুন নকশার শার্ট ও টি-শার্ট থাকছে ঈদের বাজারে। ঢাকার ডিজাইনারদের সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন আতিফ আতাউর

ঈদ মানেই আনন্দ। এই আনন্দে বাড়তি মাত্রা যোগ করে নতুন পোশাক। ঈদে ছেলেমেয়ে, ছোট-বড় সবার জন্যই নতুন পোশাকের সমাহার ঘটিয়ে থাকে ফ্যাশন হাউসগুলো। ছেলেদের জন্য ঈদের পাঞ্জাবিতে বেশি মনোযোগ থাকে ফ্যাশন হাউসগুলোর।

তার কারণ তরুণরা ঈদে পাঞ্জাবিতেই বেশি সাবলীল। পাঞ্জাবির সঙ্গে সংস্কৃতির পাশাপাশি ধর্মীয় আবহও বিরাজ করে। কে ক্রাফটের সিনিয়র ডিজাইনার শরিফুল হুদা বিপ্লব জানালেন, 'সব উৎসবেই তরুণদের মধ্যে পাঞ্জাবির প্রতি আগ্রহ থাকে। তবে ধর্মীয় উৎসব ঘিরে এই আগ্রহ আরো বেশি। এ জন্য আমরা মোগল, পেইসলে, ওরিয়েন্টাল, জিওমেট্রিক, ফ্লোরাল, জামদানি, ট্র্যাডিশনালসহ নানা মোটিফের পাশাপাশি ইসলামিক মোটিফেও পাঞ্জাবির নকশা করেছি।' পাঞ্জাবির গলা ও হাতার কারুকাজে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবারও। পাথর, জরি, চুমকি, কাচ ও কাঠের বোতাম এবং সেলাইয়ের মাধ্যমে নতুনত্ব যোগ করা হয়েছে।

এবার একদিকে গরম, অন্যদিকে বর্ষা। তাই আবহাওয়াকেও মাথায় রাখতে হয়েছে ডিজাইনারদের। পোশাক আরামদায়ক করার জন্য কটন, হ্যান্ডলুম কটন, চিকেন, লিনেন, চেরি লিনেন, ভয়েল, জর্জেট, ক্রেপ জর্জেট, সিল্ক, হাফ সিল্ক, মসলিন, সাটিনের মতো কাপড় বেছে নেওয়া হয়েছে।

ছেলেদের পোশাকে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কিছুদিন আগেও কয়েকবার ভাবতে হতো ডিজাইনারদের। সেই ধারায়ও বদল এসেছে। বিশ্বরঙের স্বত্বাধিকারী ও ডিজাইনার বিপ্লব সাহা জানালেন, 'ছেলেরাও এখন ফ্যাশন সচেতন। তারা অনায়াসেই সব রঙের পোশাক ক্যারি করছে। এ জন্য আমরাও ছেলেদের পোশাকে রঙের ব্যবহারে স্বাধীনতা পেয়েছি। ফরেস্ট গ্রিন, মিন্ট গ্রিন, কোরাল রেড, টেন, আকুয়া মেরিন, গ্রে, পার্পল, ভায়োলেট, ল্যাভেন্ডার, গোল্ডেন, ম্যাজেন্টা, ক্রিম, হোয়াইট, সিলভারসহ নানা রঙের পোশাক দেখা যাবে ঈদে।'

ছেলেদের পোশাকের নকশা ফোটাতে হাতের কাজ, এমব্রয়ডারি, স্ক্রিন ও ব্লক প্রিন্ট, কারচুপি, মেটালিক হাতের কাজ এবং টাইডাইয়ের ব্যবহার করা হয়েছে।

ছেলেদের জন্য পাঞ্জাবি, কটি, কাবুলি, ক্যাজুয়াল শার্ট, ফর্মাল হাফ শার্ট, পলো-শার্টসহ থাকছে নানা পোশাকের আয়োজন।

ঈদে পাঞ্জাবি, কাবুলি ও কটির পরই জনপ্রিয়তায় এগিয়ে থাকে শার্ট ও টি-শার্ট। উৎসবের দিনে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়াতে শার্ট বা টি-শার্টের বিকল্প কম। আবার ঈদের সময়টা রোদ ও বৃষ্টির মিশেলে ভাপসা গরমের। এমন আবহাওয়ায়ও ঘোরাঘুরিতে দারুণ স্বস্তি দেবে শার্ট ও টি-শার্ট। গরমকে প্রাধান্য দিয়ে নতুন ডিজাইনের হাফ হাতা শার্ট ও টি-শার্টের দেখা মিলছে ফ্যাশন হাউসগুলোতো। গোল গলা, কলারসহ দুই ধরনের টি-শার্টই বেশ চলছে। ডিজাইনেও রয়েছে বেশ ভেরিয়েশন। এসব টি-শার্টে হাফ হাতার নিচের দিকে ও কলারে ভিন্ন কাপড়ের ব্যবহার চলছে। স্ট্রাইপ বা একরঙা শার্টের চেয়ে ছোট-বড় নানা রকমের প্রিন্টেড ডিজাইনই বেশি আকৃষ্ট করছে এখনকার তরুণদের। কিছু শার্টে দেখা যাচ্ছে দুই রকম প্রিন্ট। বডিতে এক রকম, দুই হাতায় আরেক রকম। শার্টের নকশায় ফ্লোরাল মোটিফ এবারও এগিয়ে থাকছে। শার্টের সঙ্গে মিলিয়ে রংবেরঙের প্যান্টেও থাকছে কাটিংয়ের ভিন্নতা। ডেনিম, গ্যাবার্ডিন কাপড়ের প্যান্টেই তরুণরা এখন বেশি মনোযোগী। এমন প্যান্টে চিনো কাট, স্লিম ফিট কাট দেখা যাচ্ছে।



কোথায় পাবেন

ইজি, এক্সট্র্যাসি, আর্টিস্টি, ক্যাটস আই, ইনফিনিটি, সেইলর, লা রিভ, জেন্টল পার্ক, ক্লাব হাউস, ইয়েলো, রিচম্যান, ওয়েস্টেক্স, টেক্সমার্ট, ফ্রিল্যান্ড, র‍্যামন্ড, প্লাস পয়েন্টসহ ছোট-বড় প্রায় সব ফ্যাশন হাউসেই পাওয়া ছেলেদের নতুন পোশাক। শোরুমগুলোতে ঘুরে ঘুরে পণ্য কেনার পাশাপাশি অনলাইনেও ঈদের পোশাক কেনা যাবে। প্রায় প্রতিটি ব্র্যান্ডের নিজস্ব ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজে রয়েছে অনলাইনে পণ্য কেনার সুবিধা। এখানে অর্ডার করার দুই থেকে সর্বোচ্চ এক সপ্তাহের মধ্যেই ক্রেতার হাতে পৌঁছে যাবে ঈদের পোশাক।

কেমন দাম

ছেলেদের নতুন শার্ট পাওয়া যাবে ৮০০ থেকে তিন হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে। টি-শার্ট পাওয়া যাবে ৩০০ থেকে এক হাজার ৫০০ টাকায়। পলো শার্ট পাওয়া যাবে ৮০০ থেকে দুই হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে। জিন্স ও গ্যাবার্ডিন প্যান্টের দাম পড়বে এক হাজার ৩০০ থেকে সাড়ে চার হাজার টাকার মধ্যে।

কতটুকু মাংস খাব



কোরবানির ঈদে মাংস খাওয়া হয় বেশি, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। কতটুকু মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো জানালেন বারডেম হাসপাতালের পুষ্টি বিভাগের সাবেক প্রধান পুষ্টিবিদ আখতারুন নাহার আলো। লিখেছেন মোনালিসা মেহরিন

ঈদ আনন্দে বাড়িতে জম্পেশ খানাপিনার আয়োজন থাকে। বিশেষ করে কোরবানির ঈদে গরুর মাংসের অনেক পদ রান্না করা হয়। এ জন্য মাংস খাওয়া হয় বেশি। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো খাবার খাওয়া উচিত হয়। সেটি মাংসই হোক কিংবা অন্য যেকোনো খাবার।

কোরবানির সময় আমাদের বাসাবাড়িতে মাংসের আধিক্য দেখা যায়। গরু কোরবানির ফলে বেশি মাংস আসে ঘরে। এই সুযোগে অনেকেই বেশি করে মাংস খান। এটি উচিত নয়। গরুর মাংস বা রেড মিট খাওয়ার আগে নিজের স্বাস্থ্যগত দিক চিন্তা করতে হবে।

বুঝে খান মাংস

মাংস প্রাণিজ আমিষ। গরু, ছাগল, মহিষ, উট, দুম্বা, হাঁস, মুরগি, কবুতর, কোয়েলসহ বিভিন্ন রকম মাংস আছে। একেক মাংসের পুষ্টিমান একেক রকম। গরুর চর্বি ছাড়া লাল মাংসে প্রতি ১০০ গ্রামে ২৭ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। গরুর মাংসের যেমন উপকারিতা আছে, তেমনি বেশি খাওয়ার ঝুঁকিও আছে। আবার রেড মিট বা লাল মাংস মানেই যে তার ক্ষতিকর বিষয়টি তাও নয়। মাংস খাওয়ার অনেক উপকারী দিকও আছে। মাংসের ক্ষতিকর অংশ মূলত চর্বি। খাওয়ার পর এই চর্বি বাসা বাঁধে রক্তে, বেড়ে যায় কোলেস্টেরল। গরুর মাংসে রয়েছে স্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা রক্তে কোলেস্টেরল ও এলডিএলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এ জন্য যাঁরা হৃদরোগে ভুগছেন, তাঁদের বুঝেশুনে গরুর মাংস খেতে হবে। অনেক বেশি মাংস খাওয়ার কারণে প্রস্টেট, কিডনি ও কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি তৈরি হয়। অতিরিক্ত লাল মাংস খাওয়ার কারণে বাড়তে পারে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের শঙ্কা। যাঁরা অতিরিক্ত ওজন সমস্যায় ভুগছেন, বেশি মাংস খাওয়া তাঁদের জন্য আরো ওজন বাড়াতে পারে। তাই বেশি মাংস পেয়ে বেশি খাওয়া উচিত নয়, বরং একটি ব্যালান্স ডায়েট মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মাংস খাওয়ার উপকার

প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি গরুর মাংস শরীরের অন্যতম খনিজ উৎস হিসেবে কাজ করে। এতে রয়েছে জিংক, সেলেনিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, ভিটামিন 'বি' ইত্যাদি। এ সবই দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। চর্বিহীন মাংস খাওয়ার বেশ কিছু সুফল আছে। যেমন–টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করে হাড়ে বল দেয়, ওজন ঠিক রাখে, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়, বোধশক্তি বাড়ায় ইত্যাদি। অথচ চর্বির কারণে মাংসের এসব উপকার ব্যাহত হয়। লাল মাংস খাওয়া সম্পর্কে সতর্কবাণীর প্রায় পুরোটাই বয়স্কদের জন্য। তবে যাঁদের বয়স ৩০-এর নিচে, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক আছে, মেদাধিক্য নেই এবং ওজনও স্বাভাবিক, তাঁদের জন্য লাল মাংসে অসুবিধা নেই। বেশি পরিমাণ আমিষ খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হতে পারে। তাই রাতে ঘুমানোর আগে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে ইসবগুলের সরবত খাওয়া যেতে পারে। এক গ্লাস পানিতে এক টেবিল চামচ ইসবগুল মিশিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পান করুন। মনে রাখুন, ভিজিয়ে রাখলে ইসবগুলের উপকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

কতটুকুই যথেষ্ট

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন মানুষের সপ্তাহে ৩০০ গ্রামের ওপর মাংস খাওয়া উচিত নয়, কিন্তু ঈদে এই বাছবিচার করা সম্ভব হয় না। তার পরও যতটুকু সংযম বজায় রেখে মাংস খাওয়া যায়, তত ভালো।

টিপস

* মাংস রান্নার সময় মাঝারি জ্বালে ঢেকে সময় নিয়ে রান্না করতে হবে। এতে পুষ্টিমান ঠিক থাকে।
* মাংস যাতে ভালোভাবে সিদ্ধ হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
* রান্নার সময় কিছুক্ষণ পর পর মাংস নেড়েচেড়ে দিতে হবে। যাতে সব মাংস ভালোমতো সিদ্ধ হয়।
* মাংস রান্নার আগে খেয়াল করে চর্বি বাদ দিতে হবে।
* মাংসের চর্বি খাওয়া পরিহার করতে হবে।
* মাংস খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার; যেমন–সালাদ ও লেবু খাওয়া ভালো।
* সবজি দিয়ে মাংস রান্না করতে পারেন। কম মাংস খাওয়া হবে।





কনস্যুলেটের ওয়েব পেইজ ও ফেসবুক পেইজ পরিদর্শন করার অনুরোধ

কনস্যুলেটে সেবার মান সমুন্নত রাখতে সেবা গ্রহীতাদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আগত সেবা গ্রহীতার অংগ্রহনে কনস্যুলেটে গত ৭ জুলাই এক উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন। কনস্যুলেটের সেবার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে কনস্যুলেটের আন্তরিকতা ও নিরলস প্রচেষ্টার কথা তিনি পূনঃব্যক্ত করেন।প্রবাসী বাংলাদেশীদের সেবা ও কল্যাণে কনস্যুলেট সদা প্রস্তুত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে তিনি যোগ করেন।

উক্ত উন্মুক্ত আলোচনায় কনস্যুলেটের কর্মকর্তাদের মধ্যে কাউন্সেলর আয়শা হক, প্রথম সচিব প্রসূন কুমার চক্রবর্তী এবং প্রথম সচিব ও দূতালয় প্রধান ইসরাত জাহান কনস্যুলেট কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ যথা: পাসপোর্ট নবায়ন, নো ভিসা রিকোয়ার্ড আবেদন, ভিসা প্রাপ্তির আবেদন, দ্বৈত নাগরিক সনদের আবেদন, আম-মোক্তার নামা সত্যায়ন ইত্যাদি সেবাসমূহ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং উপস্থিত সেবাগ্রহীতাদের চাহিত তথ্যাদি প্রদান করেন। সকল সেবাসমূহকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটালাইজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তারা কনস্যুলেট কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপসমূহের কথা তুলে ধরেন। এসময় কর্মকর্তাগণ সেবাগ্রহীতাদের নিউইয়র্ক কনস্যুলেট জেনারেলের ওয়েব পেইজ ও ফেসবুক পেইজ পরিদর্শন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান কেননা এতে বিভিন্ন সেবা গ্রহনের জন্য সরকার কর্তৃক চাহিত ডকুমেন্ট সমূহ ও নিয়মাবলীর কথা উল্লেখিত রয়েছে, যা সেবাগ্রহীতাদের সেবা গ্রহনকে অধিকতর সহজতর করবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এরপর কনস্যুলেটের সেবার মানকে সমুন্নত রাখতে কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম উপস্থিত সকলের পরামর্শ ও মতামত আহবান করেন। উপস্থিত সেবাগ্রহীতাগণ কনস্যুলেট সেবাকে আরো সহজ, সাবলীল ও ত্বরান্বিত করার বিষয়ে তাদের মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেন। কনসাল জেনারেল সকলের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন ও তাদের প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন। উপস্থিত সেবাগ্রহীতারা কনস্যুলেটের এ ধরণের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং তা কনস্যুলেটের সেবার মান উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেন।

কনসাল জেনারেল ভবিষ্যতে এ ধরণের আলোচনা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি ঈদ উল আযহা'র শুভেচ্ছা বিনিময় এবং সকলের সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও মঙ্গল কামনার মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।





দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School



- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!

SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

বিসিআইইউ'র প্রেসিডেন্ট পিটারের সাথে কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম-এর বৈঠক

বিশ্ব পরিবর্তিত পরিস্থিতি প্রেক্ষাপট ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে বিজনেস কাউন্সিল ফর ইন্টারন্যাশনাল আন্ডারস্টান্ডিং (বিসিআইইউ)-এর প্রেসিডেন্ট পিটার টিচানস্কি কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামের সাথে গত ৭ জুলাই নিউ-ইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল-এ সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালীন তাঁরা বর্তমান বিশ্ব পরিবর্তিত পরিস্থিতি প্রেক্ষাপট ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। উভয়ই বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্কে আরো গভীর ও সম্প্রসারিত করার উপর জোর গুরুত্ব



আরোপ করেন। এ সময়ে কনস্যুলেটের প্রথম সচিব ইসরাত জাহান এবং বি.সি.আই.ইউ'র এশিয়া বিষয়ক প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর পেনি তাও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা বর্ণনা করে কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম বলেন যে, বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। এসময় বাংলাদেশের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে ড. ইসলাম যোগ করেন বাংলাদেশের অর্থনীতি শুধু যে একটি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে তাই নয়, বাংলাদেশ একটি উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে আজ বিশ্ব দরবারে স্বীকৃত ও সমাদৃত। কনসাল জেনারেল এ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় ৫০ বিলিয়ন ইউএস ডলার ছাড়িয়েছে যা একটি বড় অর্জন বলে অভিহিত করেন। তিনি তৈরি পোষাকের পাশপাশি ঔষধ, পাটজাত দ্রব্য, সিরামিক সামগ্রী, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির অপার সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা, সাহসিকতা ও আত্মবিশ্বাসের এক অনুপম নিদর্শন বলে কনসাল জেনারেল মন্তব্য করেন। আঞ্চলিক দেশসমূহের সাথে ক্রমবর্ধমান কানেকটিভিটি, ভৌগোলিকভাবে কৌশলগত সুবিধাজনক অবস্থান, তরুণ কর্মশীল জনসংখ্যার আধিক্য, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স ও ট্যাক্স বর্হিভূত সুবিধাসমূহ বিবৃত করে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বিনিয়োগ বান্ধব গন্তব্য বলে আখ্যায়িত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রণীত রূপকল্প-২০৪১, যার মধ্যদিয়ে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, উন্নত ও উচ্চ আয়ের এক বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটবে তা বাস্তবায়নের জন্য সরকার বিনিয়োগ সহায়ক নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি সকল প্রকার উদ্যোগ ও কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বলে কনসাল জেনারেল জনাব পিটার টিচানস্কিকে অবহিত করেন। সরকার পরিকল্পিত বিকাশমান বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ ও হাই-টেক পার্ক নির্মাণ ও এর প্রাপ্ত সু-বিধাসমূহের বর্ণনা দিয়ে ড. ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদেরকে আরও আন্তরিকভাবে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের আমন্ত্রণ জানান। এক্ষেত্রে তিনি অন্যান্যের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানী, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি, অটো-মোবিল, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, পর্যটন, ও স্বাস্থ্য খাত সমূহের কথা বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন।

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে উল্লেখ করে কনসাল জেনারেল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের কর্মদক্ষতা, নিষ্ঠা ও সৃজনশীলতার উপর আলোকপাত করেন এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাদের অবদান তথা বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো জোরদার করনে তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার কথা তুলে ধরেন। প্রেসিডেন্ট পিটার টিচানস্কি প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে দু'দেশের মধ্যকার সেতু বন্ধন হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

প্রেসিডেন্ট পিটার টিচানস্কি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সফলতা ও অর্জনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্ককে ত্বরান্বিত করতে তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে নিউইয়র্কস্থ বিসিআইইউ-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ বিষয়ক একটি অর্থনৈতিক সেমিনার করার বিষয়ে কনস্যুলেট ও বিসিআইইউ একসাথে কাজ করার ব্যাপারে তারা একমত পোষণ করেন।

ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও বিসিআইইউ'র মধ্যে আরও কার্যকরী ও অর্থবহ আলোচনা ও যোগাযোগের প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘটে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিসিং প্রেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ভারত কি বাংলাদেশকে গুরুত্বহীন মনে করছে?

(৫ পাতার পর)

গুরুত্ব দিচ্ছে না, তাতে এ প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়? আসলে সরকার যতই গলা চড়িয়ে বলুক না কেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে আমরা উদীয়মান শক্তি, উন্নয়নের রোল মডেল– এসব কথার মূল্য খুব কমই রয়েছে। উন্নত বিশ্ব থেকে শুরু করে প্রতিবেশী দেশগুলোও তা ভালো করে জানে। বিশ্বের কোন দেশ নিদেনপক্ষে দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশ বাংলাদেশের উন্নয়নের মডেল গ্রহণ করেছে, তার খবর আমরা পাই না। কূটনৈতিক ভাষায় উন্নত বিশ্ব ও বিভিন্ন সংস্থা প্রশংসা করলেও, তার পেছনে তাদের নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে। তারা উপমহাদেশে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূরাজনৈতিক কারণে ব্যবহারের জন্য প্রশংসা করে থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে প্রশংসা তারা করে, তা ছোট শিশুর হাঁটা শুরুর চেষ্টার সাথে তুলনা করা ছাড়া কিছু নয়। এই যে কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। এটা মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা নয়, সেটা তারা দেখবেও না। কারণ, আমরা কোনো দিক দিয়েই তাদের সমকক্ষ নই। সমরশক্তি, অর্থনীতি, বিশ্ব রাজ-নীতিতে প্রভাব, গণতন্ত্র-এসব দিক থেকে আমরা তাদের ধারে কাছেও নেই। সে সমমর্যাদা দেবে তার সমতুল্য কাউকে। তার বাইরের দেশের ওপর ছড়ি ঘোরাবে, প্রভুত্ব দেখাবে কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে। এ বাস্তবতা উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। এজন্য আমাদের দেশের সরকারের কেউ যদি যুক্তরাষ্ট্র যায়, বিমানবন্দরে তাদের কারা রিসিভ করছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী বা ব্যক্তিদের সাথে দেখা করার চেষ্টা এবং চেষ্টা করেও সাক্ষাৎ না পাওয়া থেকে বোঝা যায়, তারা আমাদের মতো দেশকে কোন দৃষ্টিতে দেখে। এমন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তি যখন বলে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ, তখন বুঝতে হবে, তার স্বার্থেই এ কথা বলেছে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র চীনকে মোকাবেলায় দীর্ঘদিন ধরেই এশীয় প্রশান্ত মহাসগরীয় জোটে বাংলাদেশকে নিতে চাচ্ছে। তার মানে এই নয়, সে বাংলাদেশের কাছে অর্থকড়ি কিংবা সামরিক সহায়তা চাচ্ছে। বাংলাদেশকে তার প্রয়োজন। 'প্রয়োজন' আর 'গুরুত্ব' এক জিনিস নয়। বরং বাংলাদেশকে চাচ্ছে, ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় এবং দক্ষিণ এশিয়ার আরেকটি দেশ যুক্ত করে জোটের পরিধি বৃদ্ধির জন্য। এর বাইরে কিছু যে নয়, তা নানা বিষয়ে তার খবরদারি থেকে বোঝা যায়। মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণতন্ত্রের সংকোচন, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তারা অনেকটা ধমকের সুরে কথা বলে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এতে বাংলাদেশ অবাক হয়েছে বলে সে আরও বেশি অবাক হয়েছে। কারণ, তার কাছে নিষেধাজ্ঞা অবাক করার বিষয় নয়। বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, এ নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরেই তার বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে বলে বলা হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি বাংলাদেশ জেনেও কেন অবাক হচ্ছে, তাতেই সে অবাক হয়েছে। বিগত কয়েক মাস ধরে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা, আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করা নিয়ে বক্তব্য-বিবৃতি দেয়া নিয়ে তৎপর হতে দেখা যাচ্ছে। এ নিয়ে সরকার প্রশ্নও তুলছে। তারপরও তারা বলছে এ কারণে যে, তাদের ক্ষমতা এবং বিশ্বরাজনীতিতে আমরা তাদের ধারে কাছে নেই। অর্থনীতিসহ বিভিন্ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা তার ওপর নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের কথার বাইরে গেলে আমাদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। এ কথাও সত্য, আমরা মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও নিশ্চিত করতে পারিনি। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এসব নিয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও কথা বলতে পারছে। আমাদের সরকারই তাদের এ সুযোগ করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, বিশ্বে মর্যাদা পেতে হলে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আভিজাত্যের প্রতীক।

পুরো বিশ্বের কথা বাদ দেয়া যাক, উপমহাদেশে আমাদের অবস্থান কতটা মজবুত বা মর্যাদাকর, তাই এখন বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর কথা যদি ধরা হয়, তাহলে সাতটির মধ্যে প্রথম সারির তিনটির মধ্যে যদি আমরা পড়ি, তাহলে দেখা যাবে, ভারত এখন আমাদের খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না, পাকিস্তানের সাথে তো শীতল সম্পর্ক বহু আগে থেকে। তাহলে বাকি চারটি দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থান কী? শ্রীলঙ্কার বর্তমান অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থা বাদ দিলে সে বরাবরই আমাদের থেকে এগিয়ে ছিল, মালদ্বীপও এগিয়ে, নেপাল ও ভুটান অনেকটা নীরব অবস্থানে থাকে। এখন অবশ্য নেপাল ও ভুটান ভারতের সাথে সমানতালে কথা বলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধমকও দেয়। আমাদের সরকার ভারতের প্রতি এতই অনুরক্ত যে, সীমান্তে সে আমাদের রক্ত ঝরিয়ে, হত্যা করে, পানি না দিয়ে শুকিয়ে এবং বাঁধ খুলে দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে, এমনকি স্বাধীনতা নিয়ে কটাক্ষ করলেও তা নিয়ে টুঁ শব্দ করেনি, করছেও না। চীনের সাথে আমাদের ভালো সম্পর্ক।

চার.

পুরো বিশ্বের কথা বাদ দেয়া যাক, উপমহাদেশে আমাদের অবস্থান কতটা মজবুত বা মর্যাদাকর, তাই এখন বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর কথা যদি ধরা হয়, তাহলে সাতটির মধ্যে প্রথম সারির তিনটির মধ্যে যদি আমরা পড়ি, তাহলে দেখা যাবে, ভারত এখন আমাদের খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না, পাকিস্তানের সাথে তো শীতল সম্পর্ক বহু আগে থেকে। তাহলে বাকি চারটি দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থান কী? শ্রীলঙ্কার বর্তমান অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থা বাদ দিলে সে বরাবরই আমাদের থেকে এগিয়ে ছিল, মালদ্বীপও এগিয়ে, নেপাল ও ভুটান অনেকটা নীরব অবস্থানে থাকে। এখন অবশ্য নেপাল ও ভুটান ভারতের সাথে সমানতালে কথা বলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধমকও দেয়। আমাদের সরকার ভারতের প্রতি এতই অনুরক্ত যে, সীমান্তে সে আমাদের রক্ত ঝরিয়ে, হত্যা করে, পানি না দিয়ে শুকিয়ে এবং বাঁধ খুলে দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে, এমনকি স্বাধীনতা নিয়ে কটাক্ষ করলেও তা নিয়ে টুঁ শব্দ করেনি, করছেও না। চীনের সাথে আমাদের ভালো সম্পর্ক। এ সম্পর্কও আবার চীনের স্বার্থে। তার ব্যবসা-বাণিজ্য, দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ঠেকানোর জন্য বাংলাদেশকে তার প্রয়োজন। এটা সমমর্যাদা পর্যায়ের নয়, স্বার্থের প্রয়োজনীয়তা পর্যায়ের। মুসলমান দেশ হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আমাদের সবচেয়ে বেশি মর্যাদা পাওয়ার কথা, অথচ সেভাবে দেশগুলো আমাদের খুব একটা মূল্যায়ন করে না। এটা তাদের আচরণ থেকে বোঝা যায়। ইউরোপ বা উন্নত বিশ্বের দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের মতোই আচরণ করে। আর ইদানিং সবচেয়ে কাছের বন্ধু ভারত, যার চেয়ে অর্থনীতির দিক থেকে আমরা কোনো অংশে কম নই, সে-ই এখন খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। আমরা উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হচ্ছি এবং উন্নতি করছি, এ বিষয়টি হয়তো ভারতের খুব একটা পছন্দ হচ্ছে না। আমাদের উন্নতি তাদের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই হয়তো সে আমাদের এভয়েড করতে চাচ্ছে। এ বিষয়টি আমাদের সরকারকে বুঝতে হবে। সরকারের উচিত হবে, ভারত যাতে আমাদের গুরুত্বহীন ভাবতে না পারে, এমন অবস্থান তৈরি ও আচরণ করা। অন্যদিকে, কীভাবে বিশ্বে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা যায়, এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া। অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে আমাদের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন, বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উন্নতি করতে হবে। বিশ্বে মর্যাদা পাওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলোর উন্নতি খুব বেশি প্রয়োজন। এসবের উন্নতির জন্য শুধু প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা।

e-mail: darpan.journalist@gmail.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
পাম্পার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুপারকেলা বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com






বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম

নতুন কমিটির অভিষেক ও বিদায়ী সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনক্ এর নতুন কমিটির অভিষেক ও বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ জুন রোববার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসস্থ 'নবান্ন পার্টি' হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার। গেষ্ট অব অনার ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির আহবায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফোরামের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও স্বাধীনতা সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক ফারুক হোসেন মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন তারেক রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি পারভেজ সাজ্জাদ। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ফোরামের সাবেক সভাপতি ও নীতি নির্ধারনি কমিটির অন্যতম সদস্য ড. নূরুল আমিন পলাশ।

অভিষেক ও বিদায়ী সংবোর্ধনা উদযাপন কমিটির আহবায়ক মো: সোহরাব হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব মোতাহার হোসেন ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের যৌথ সঞ্চালনায় শুরুতেই কোর আন তেলাওয়াত এবং বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় শহীদ জিয়াউর রহমান ও আরাফত রহমান কোকো এবং বর্তমানে বাংলাদেশের বন্যা কবলিত অঞ্চলের অসহায় মানুষদের জন্য দোয়া করা হয়। বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের শারীরিক সুস্থতা কামনা ও বেগম খালেদা জিয়ার কারা মুক্তির জন্য দোয়া করা হয়। দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ'র ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মো: নুরুন নবী (সাবেক ইমাম লন্ডন)

দোয়া ও মুনাজাত শেষে ফোরামের চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী নতুন সভাপতি ছাইদুর খান ডিউক ও নতুন সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসেনকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করেন বিদায়ী সভাপতি নাছিম আহমেদ ও বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন। এর পর বিদায়ী সভাপতি নাছিম আহমেদকে তার বিগত দিনের কর্মকান্ডের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে তাকে তিন বারের সফল সভাপতি ও শ্রেষ্ঠ সংগঠক হিসেবে তার হাতে সন্মানা (ক্রেস্ট) তুলে দেন প্রধান অতিথি ডা. মজিবুব রহমান মজুমদার। টানা তিনবারের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেনকে সন্মাননা (ক্রেস্ট) প্রদান করেন গেস্ট অব অনার জিল্লুর রহমান জিল্লু। সংগঠনের বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা জামালুর রহমান চৌধুরী-কে বিশেষ সন্মাননা প্রদান করেন বিশেষ অতিথি জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া।

অনুষ্ঠানে ডা. মজুমদার ফোরামের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, জাতীয়তাবাদী ফোরাম যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপির রাজনীতিতে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নেতৃত্ব তৈরী করে শান্তিপূর্ণ ভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করে উদাহরন সৃষ্টি করেছে।

জিল্লুর রহমান জিল্লু বলেন, বিদায় জানালেই বিদায় হওয়া যায় না বরং সব সময় দলের জন্য কাজ করে যেতে হবে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ-কে নেতৃত্ব সৃষ্টির একটি স্কুল আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপির কমিটি আসলেও ফোরামের কার্যক্রম বন্ধ না করে অব্যাহত রাখার আহবান জানান।

জসিম উদ্দিন ভুঁইয়া বলেন, ফোরামের সাংগঠনিক কর্ম দক্ষতা যেন আগামী দিনে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি গঠনের সময় বিবেচনায় রাখা হয়। পারভেজ সাজ্জাদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপি কমিটি না থাকলে ও ফোরামের কার্যক্রম থেমে নেই। আগামী দিনে বিএনপিতে তাদের অন্তর্ভুক্তি বিএনপিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

ফারুক হোসেন মজুমদার বলেন, তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক নির্বাচিত হলে যুক্তরাষ্ট্র এবং কেন্দ্রের সহযোগীতায় সন্মেলনের মাধ্যমে যোগ্য লোকদের দিয়ে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির কমিটি গঠন করবেন। যেখানে কারো হস্তক্ষেপ থাকবে না এবং তিনি নিজে সেই কমিটিতে থাকবেন না। মো: সোহরাব হোসেন বলেন, জাতীয়তাবাদী ফোরাম একটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবার এবং এই পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের রাজনীতির চর্চা আগামীতেও অব্যাহত রাখার আহবান জানান।

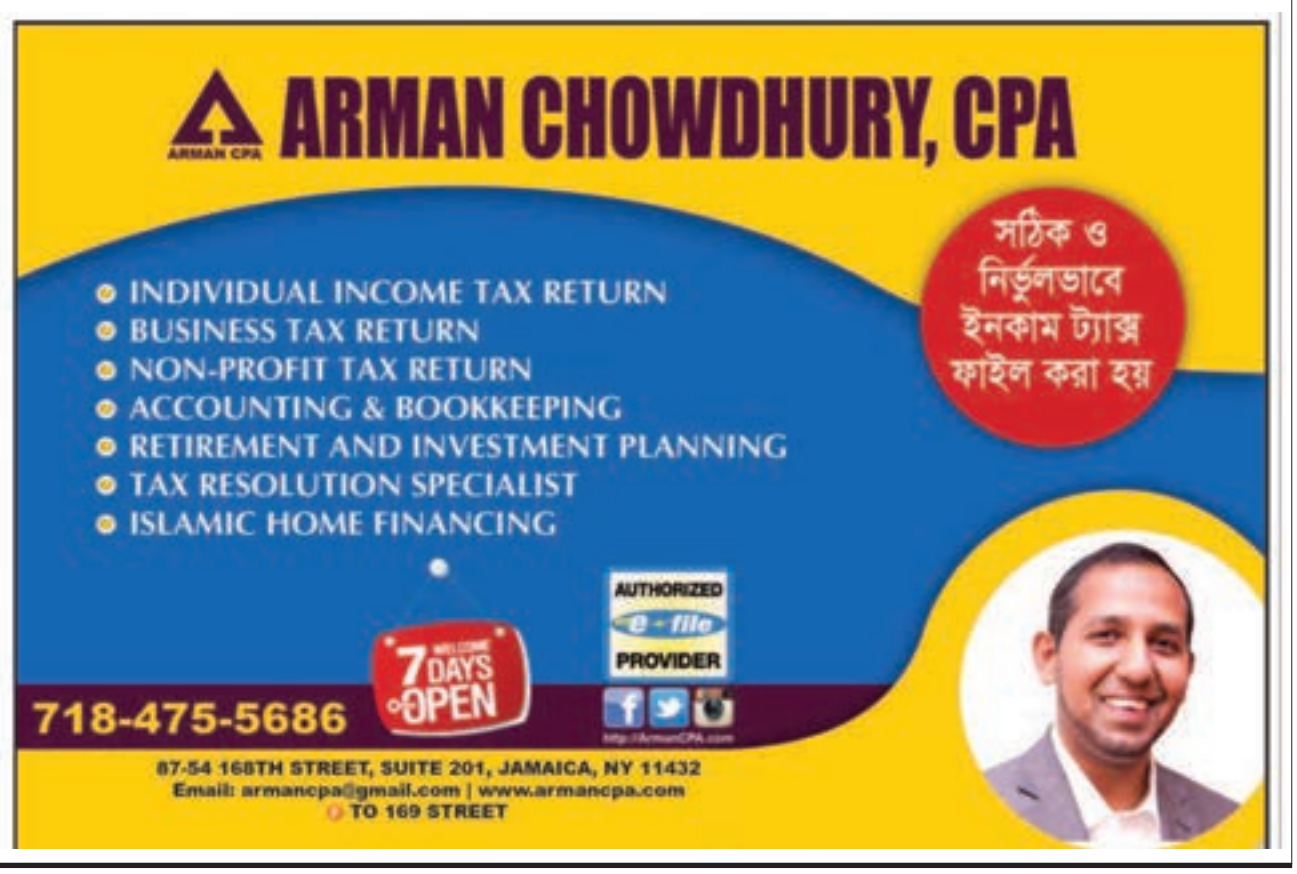
সমাপনী বক্তব্যে বিদায়ী সভাপতি নাছিম আহমেদ ও বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন সহ সাবেক কমিটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং নতুন কমিটির সাফল্য কামনা করে সর্বাত্বক সহযোগিতার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। নাছিম আহমেদ বলেন, জাতীয়তাবাদী ফোরাম আমার প্রাণপ্রিয় সংগঠন। এই সংগঠনে দীর্ঘদিন কাজ করার পর সংগঠন তাকে যথাযথ মূল্যায়ন করায় দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন এই সন্মাননার কৃতিত্ব শুধু তিনি একার নয়। সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সবাই তার ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে গেছেন। সুতারাং এই কৃতিত্ব সবার। তিনি বলেন আগামীতেও নতুন কমিটির সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করে সংগঠন কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

নতুন সভাপতি ছাইদুর খান ডিউক আগামী দিনে ফোরামকে আরো গতিশীল করার লক্ষে সবাইকে নিয়ে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্য আরো বক্তব্য রাখেন আহবাব চৌধুরী খোকন, জিয়াউল হক মিশন, নূর মোঃ জাহাঙ্গীর সরকার (সাবেক সিনিয়র জজ), ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, সালেহ আহমেদ মানিক, আবুল কালাম, শেখ সাইফুর হারুন, মাহাবুবুর রহমান মুকুল, মাওলানা ওমর ফারুক, আজিজুল বারি তিতাশ, বায়তুল্লাহ শাহীন নোবেল, এলিজা আক্তার মুক্তা, সাখাওয়াত হোসেন আজাদ, আব্দুল মান্নান হোসাইন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মোঃ বাচ্চু মিয়া, সাইফুল ইসলাম লিটন, শেখ জহির, মাহবুব চেয়ারম্যান, মোঃ আবুল কাশেম, মোঃ মাইনুল হাসান মুহিত, আসলাম খান, মির্জা আজম তাসিন, তারেক জামান, জাকিয়া খান, মনোয়ারা বেগম, মোঃ রাশেল, রিপন মিয়া, সুলতান আহমেদ ভুইয়া, মোঃ হাসান উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেন ব্লাটার-প্লাতিনি

স্পোর্টস ডেস্ক: ফিফার সাবেক সভাপতি সেপ ব্ল্যাটার ও উয়েফার সাবেক সভাপতি মিশেল প্লাতিনি দুর্নীতির মামলা থেকে মুক্ত হলেন। ব্লাটার এবং প্লাতিনির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ২০১১ সালে দুজনে যোগসাজশ করে ফিফা থেকে ২০ লাখ সুইস ফ্রাঁ হাতিয়ে নিয়েছিলেন। দুজনেই সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাদের দাবি ছিল, প্লাতিনির কিছু কাজের জন্য ফিফা দেরিতে পারিশ্রমিক দেয়। শুক্রবার ব্লাটার কোর্টে বলেন, 'জীবনে অনেক অনৈতিক কাজ করেছি, কিন্তু এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। আমি নির্দোষ।'

সুইজারল্যান্ডে ১১ দিন ধরে শুনানি চলছিল এই মামলার। গত ২২ জুন শুনানি শেষে শুক্রবার দেওয়া হয় চূড়ান্ত রায়। ২০১৫ সাল থেকে ফুটবল থেকে নিষিদ্ধ ব্লাটার এবং প্লাতিনি। ৬৭ বছর বয়সী প্লাতিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ফিফায় কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেন। তখন তাঁর বার্ষিক বেতন ছিল তিন লাখ সুইস ফ্রাঁ। ব্ল্যাটার জানিয়েছেন, ফিফা তখন আর্থিক সমস্যায় ভুগছিল। প্লাতিনির বার্ষিক বেতনের বাকি এক মিলিয়ন ফ্রাঁ পরে দেওয়ার কথা ছিল বলে জানান ব্যাটার।

প্লাতিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ফিফার হয়ে কাজ করেন। কিন্তু সেই সময় তিনি এই পারিশ্রমিক পাননি। ২০১০ সাল পর্যন্ত ফিফার আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে পারিশ্রমিক নেননি প্লাতিনি। তিনি বলেন, 'আমি প্রেসিডেন্টকে ভরসা করেছিলাম। জানতাম একদিন ঠিক টাকা পেয়ে যাব।' পরবর্তী সময়ে প্লাতিনি জানতে পারেন ফিফার কিছু পুরনো কর্মী টাকা পেয়েছেন। ২০১১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি পারিশ্রমিক দাবি করেন। ব্লাটার অনুমতি দেওয়ার ১০ দিনের মধ্যে টাকা পেয়ে যান প্লাতিনি।



উইম্বলডনে দই কেলেঙ্কারি!

স্পোর্টস ডেস্ক: উইম্বলডনে দই কেলেঙ্কারির ঘটনায় তোলপাড় অল ইংল্যান্ড ক্লাব। ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড দ্য সান জানিয়েছে, এবারের উইম্বলডনে এক টেনিস খেলোয়াড়ের কোচ এক বৈঠকে ২৭টি দই নিজের ব্যাগে নিয়েছেন। নিজের খাদ্য ভাতার ৯০ পাউন্ডের পরিপূর্ণ ব্যবহারই ছিল তার উদ্দেশ্য, কিন্তু তাই বলে এক ধাক্কায় ২৭টি দই নিয়ে যাবেন!

এমন ঘটনার পরপরই অল ইংল্যান্ড ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রত্যেক খেলোয়াড় ও কোচের কাছে মেইল করেছে আয়োজকরা। সেই মেইলে লেখা, প্রতিটি খেলোয়াড় ও কোচের জন্য প্রতিদিনের ভাতা আছে। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের অর্থের পূর্ণ ব্যবহার যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন। ৯০ পাউন্ডে যা ইচ্ছা আপনারা খেতে পারেন, কিন্তু সেটি সুবিচেনাপ্রসূত হলে খুব ভালো হয়।

উইম্বলডনে এই ৯০ পাউন্ড ভাতা ব্যবহারের ৬টি ভিন্ন জায়গায় রয়েছে। এই ছয়টি জায়গার মধ্যে আছে দুটি স্যান্ডউইচের দোকান, দুটি কফি শপ ও দুটি রেস্তোরাঁ। প্রতিদিনের খাবারের জন্য পাওয়া এই ৯০ পাউন্ড খেলোয়াড় বা কোচরা কীভাবে ব্যবহার করবেন, সেটি সম্পূর্ণ তার ব্যাপার। কেউ চাইলে ৯০ পাউন্ডের পুরোটাই এক বৈঠকে খেয়ে শেষ করতে পারেন, আবার জমিয়েও রাখতে পারেন।

এর আগে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও দৈনিক খাদ্য ভাতা ও খাবারসংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ অল ইংল্যান্ড ক্লাবের মতো ই-মেইল না নিয়ে খাবারের সুবিধা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছিল।

টি-টোয়েন্টি সিরিজও হারল বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজও জিতে নিয়েছে স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গায়ানায় সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের দেওয়া ১৬৪ রানের লক্ষ্য ক্যারিবীয়রা টপকে যায় ১৮ দশমিক ২ ওভারে। রান তাড়ায় ক্যারিবীয়দের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন অধিনায়ক নিকোলাস পুরান। ৩৯ বলে ৭৪ রানের ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন তিনি।



টাইগার বোলিংয়ের তোপে ৪৩ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর পুরান ও কাইল মেয়ার্সই ম্যাচটিকে বাংলাদেশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। মেয়ার্স ৩৮ বলে ৫৫ রানের ইনিংস খেলেন, হাঁকান পুরানের সমান ৫টি ছক্কা। চতুর্থ উইকেটে ৮৫ রানের জুটি গড়েন পুরান ও মেয়ার্স। বাংলাদেশের পক্ষে নাসুম আহমেদ ৪৪ রানের বিনিময়ে দুটি উইকেট পান।

এর আগে, টসে জিতে আগে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ১৬৩ তুলে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের এই সংগ্রহে বড় অবদান আফিফ হোসেন ও লিটন কুমার দাসের। বাংলাদেশ দলের এই দুই সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের অবশ্য আক্ষেপ রয়েছে। লিটন আউট হন অর্ধশত থেকে মাত্র ১ রান দূরে থেকে, আর আফিফ ফিফটি করার পরপরই ফিরেন সাজঘরে।

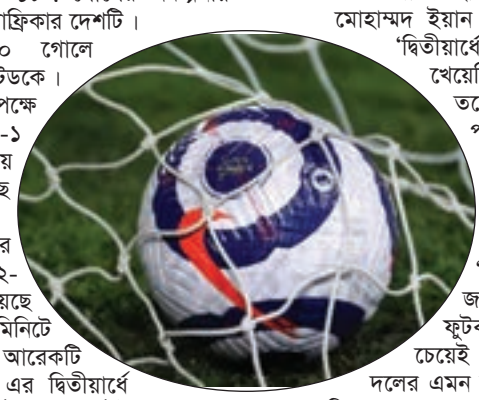
দলের পক্ষে তৃতীয় সর্বোচ্চ ২২ রান আসে দলপতি মাহমুদ উল্লাহর ব্যাট থেকে। শেষ দিকে ৬ বলে ১০ রানে অপরাজিত থাকেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত। ক্যারিবীয়দের সবচেয়ে সফল বোলার হেইডেন ওয়ালশ জুনিয়র, ৪ ওভারে ২৫ রান দিয়ে শিকার করেছেন ২টি উইকেট।

ম্যাচ ও সিরিজসেরা হয়েছেন ক্যারিবীয় দলপতি নিকোলাস পুরান। প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়, বাকি দুই ম্যাচে জিতে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল স্বাগতিকরা। টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে উইন্ডিজের কাছে টেস্টে হোয়াইটওয়াশ হয় বাংলাদেশ।

অবিশ্বাস্য! দুই ম্যাচে হলো ১৮৭ গোল

স্পোর্টস ডেস্ক: এক ম্যাচে একটি দল জিতেছে ৯৫-০ গোলে। আরেক ম্যাচের ফলাফল ৯১-১ গোল। দুই ম্যাচ মিলে ১৮৭ গোল! এ-ও কি সম্ভব! ৯০ মিনিটে ফুটবল ম্যাচে এত গোল হয় কী করে? শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও এমন ঘটনাই ঘটেছে সিয়েরা লিওনের দ্বিতীয় স্তরের ফুটবল লিগে। দুই ম্যাচে ১৮৭ গোলের অকল্পনীয় ঘটনায় তোলপাড় পশ্চিম আফ্রিকার দেশটি।

কাহুনলা রেঞ্জার্স ৯৫-০ গোলে হারিয়েছে লোম্বেবু ইউনাইটেডকে। আর ককুইমা লেবাননের বিপক্ষে গালফ এফসির জয়টি ৯১-১ গোলে। তার ম্যাচ দুটির প্রায় সব গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে।



প্রথমার্ধে ৯৫-০ গোলের ম্যাচটির স্কোরলাইন ছিল ২-০। অর্থাৎ ৯৩ গোল হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে! যার মানে প্রতি মিনিটে ২টি করে গোল হয়েছে। আরেকটি ম্যাচের অবস্থাও একই। এর দ্বিতীয়ার্ধে হয়েছে ৮৪ গোল। প্রথমার্ধে স্কোরবোর্ডে ছিল ৭-১।

স্বাভাবিকভাবে এমন দুটি ম্যাচকে পাতানো বলে দাবি করেছে। এটাকে পাতানো ম্যাচের ভয়ংকর এক ঘটনা বলেছেন সিয়েরা লিওনে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এসএলএফএ)।

সংস্থাটির প্রধান ড্যাডি ব্রিমা বলেছেন, 'এমন ঘটনায় কেউ শাস্তি পাবে না, এমনটা হতে পারে না। আমরা দ্রুতই তদন্ত শুরু করব।'

ম্যাচ পাতানোর মতো অপরাধমূলককান্ডে জড়িত নন দাবি করে ৯৫-০ গোলে হারা লোম্বেবুর মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইয়ান সাইয়েদ জান্ডো বলেছেন, 'দ্বিতীয়ার্ধে আমরা অনেক গোল খেয়েছি। আমি এটা নিয়ে হতাশ। তবে আমি কোনোভাবেই ম্যাচ পাতানোর সঙ্গে জড়িত নই।'

এমন জয়ে খুশির বদলে ক্ষমা চেয়েছেন কাহুনলা রেঞ্জার্স দলটির প্রধান নির্বাহী এরিক কেইটেল। তিনি বলেছেন, 'আমার দলের এমন জয়ের জন্য আমি দেশের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে ক্ষমা চেয়েই কথা শুরু করছি। প্রতিপক্ষ দলের এমন অখেলোয়াড়সুলভ আচরণের জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।'

সিয়েরা লিওনে দেশটি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো এই যে, বাংলা ভাষাকে তারা তাদের দেশের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষণা করেছে ২০০২ সালে। তথ্যসূত্র: গোল ডট কম

টেস্টে সেরা দশের বাইরে কোহলি

স্পোর্টস ডেস্ক: বিরাট কোহলিরও এমন দিন আসে! ফিফটি-সেঞ্চুরিকে রীতিমতো ডালভাত বানিয়ে ফেলা এই ব্যাটসম্যান আজ প্রায় তিন বছর ধরে সেঞ্চুরিহীন। কোনো ফরম্যাটেই তিন অঙ্কের দেখা নেই। আর সাদা পোশাকে তো তার ফর্ম হীনতা কাটার নামই নিচ্ছে না। যার ফলে প্রায় ছয় বছর পর টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা দশের বাইরে চলে গেছেন তিনি।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত টেস্টের দুই ইনিংসে কেবল ১১ ও ২০ রান করেন কোহলি। এই টেস্ট শুরু হওয়ার আগে দশে ছিলেন তিনি। কিন্তু বুধবার প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন ধাপ নিচে নেমে ১৩ নম্বরে আছেন এই ব্যাটসম্যান।

কোহলি বেরিয়ে গেলেও সেরা দশে ঢুকেছেন ভারতীয় উইকেটরক্ষক রিশাভ পান্ট। ছয় ধাপ এগিয়ে ৫ নম্বরে আছেন তিনি। তবে বড় লাফটা দিয়েছেন জনি বেয়ারস্টো। অবশ্য সেটা অনুমিতই ছিল। তর্কযোগ্যভাবে ক্যারিয়ারের সেরা ফর্মে থাকা এই ব্যাটসম্যান গত মাসে নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে ছিলেন ৪৭তম অবস্থানে। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচসহ চার ম্যাচে চারটি অবিশ্বাস্য সেঞ্চুরি করে চার বছর পর সেরা দশে ঢুকেছেন এই ইংলিশ। ১১ ধাপ এগিয়ে অবস্থানটা ঠিক ১০ নম্বরেই।

র‍্যাঙ্কিংয়ে যথারীতি শীর্ষে জো রুট। ৯২৩ রেটিং নিয়ে বাকিদের চেয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে এই ইংলিশ ব্যাটসম্যান। বোলিং র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স আর অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ের সিংহাসনটা আগের মতোই রবীন্দ্র জাদেজার দখলে।

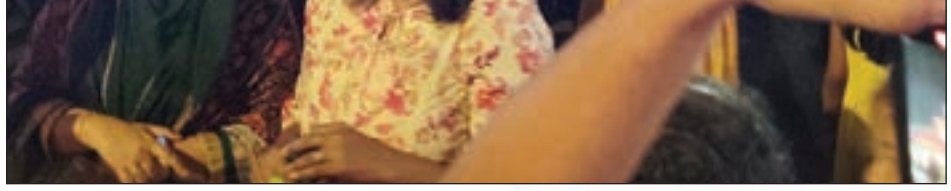


জ্যামাইকায় চাঁদ রাত উদযাপন









(শেষের পাতার পর)

করার জন্য জ্যামাইকা বাংলাদেশি ইয়ুথ ফোরামের উদ্যোগে নিউইর্য়কের কুইন্সের হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৮ স্ট্রিটে চাঁদরাত উদযাপন করা হয়েছে। ১৬৮-স্ট্রীটে স্টেজ বানিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। পুরো অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে আকাশে আতশবাজির ঝলকানি উপস্থিত দর্শকেরা উপভোগ করেন। জ্যামাইকা বাংলাদেশী ইয়ুথ ফোরামের দুই বছরের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিশদ বিবরণী তুলে ধরেন সোনিয়া সিরাজ। জেবিওয়াইএফ, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ভোলান্টিয়ার কার্যক্রম, পরিস্কার পরিছন্ন কার্যক্রম, ইফতারের আয়োজন, ফুড ডিস্ট্রিবিউশন, ইয়ুথদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন সহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রমের সম্পৃক্তার কথা জানান। সম্প্রতি সিলেটে বন্যা কবলিত এলাকা এবং বন্যার্ত মানুষের জন্য ফান্ড রাইজিং করেন।

অনুষ্ঠানের গান পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী জহির টিপু, শশী ও ক্লোজ-আপ ওয়ান শিল্পী রাজীর ভট্টাচার্য্য। সাউন্ড কন্টোলে ছিলেন আরিফ, মিউজিকে ছিলেন মাটি ব্যান্ড আর সাউন্ড সিস্টেমে ছিলো সাউন্ড গিয়ার এর সায়েম। এতো সুন্দর প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা জ্যামাইকা বাংলাদেশী ইয়ুথ ফোরামের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানান।

বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন এবং
বিজ্ঞাপন দিন
718-482-9923



টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা অফিসে ইউএমআর নেতৃবৃন্দ

(শেষের পাতার পর)

কেনিয়ায় এর দুটি শাখা রয়েছে।

ইউ এম আর-এর সিওও মুহিলদীন আওয়াদ সালিহ'র নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটির তিন কর্মকর্তা অতি সম্প্রতি টাইম টেলিভিশন ও সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা অফিস পরিদর্শনকালে মিডিয়া দু'টির বার্তা কক্ষে তাদের কর্মকান্ডের কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের সমস্যা সহ অন্যান্য সমস্যায় তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে জানান। মিডিয়ার সাথে মতবিনিময়কালে মুহিলদীন আওয়াদ সালিহ'র ছাড়াও কথা বলেন ইউ এম আর-এর সিনিয়ার ফাইন্যান্স ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আবু শেখ ও মার্কেটিং ম্যানেজার হোসাম আলী। তারা আরো জানান যে, পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে ১০০ ডলারে একটি কোরবানিরও আয়োজন করছে ইউ এম আর।

ইউনাইটেড মিশন ফর রিলিফ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ইউ এম আর) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং ডোনেশন প্রদানের জন্য ওয়েব সাইট পরিদর্শনের অনুরোধ জানিয়েছেন। তারা ইউ এম আর কর্মকর্তাদের সাথে ইসলামিক টিভি'র কর্ণধার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

বাবাকে নিয়ে আবেগঘন পোস্ট ফারুকীর

(শেষের পাতার পর)



ফারুকী লিখেছেন, 'ইলহামের (ফারুকীর মেয়ে) একটু ঠান্ডা লেগেছিল, তাই আমরা ওকে ঘরের বাইরে না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদল করে চার দিন আগে তিশা ওকে নিয়ে নাখালপাড়া যায় আব্বাকে দেখাতে।'

বাবা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন নাতনির সঙ্গে শেষ দেখা এটাই—এমনটাই মনে করেন ফারুকী। তিনি বলেন, 'আব্বার শরীরটা অনেক দিন থেকে খারাপ। কথা বলতে পারছিলেন না ঠিকমতো। তিশার কোলের ওপর হাত রেখে আব্বা ইশারা করেন, ইলহামের হাতটা যেন আব্বার হাতের ওপর রাখে। তিশা হাতটা রাখার পর আব্বা অনেকক্ষণ পরম মমতায় তাকিয়ে ছিলেন। আব্বা হয়তো জানতেন, নাতনির সাথে এটাই তার শেষ দেখা। আব্বা চলে গেলেন আমাদেরকে ছেড়ে।'

ফারুকী বলেন, 'আমরা সবাই জানতাম আব্বার শরীর খুব খারাপ। কিন্তু তার পরও আমি সারাক্ষণ আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম, যেন আব্বা আরো কয়টা বছর আমাদের সঙ্গে থাকেন। যেন ইলহাম আরেকটু বড় হয় দাদার সঙ্গে, যাতে ওর স্মৃতিতে দাদা থাকে। ইলহামের হয়তো দাদার স্মৃতি বলে আর কিছু থাকল না। ও হয়তো মনেও করতে পারবে না দাদার মুখটা। ও হয়তো জানবেও না প্রাচীন বংশের এই বড় সন্তান কী করে নিজের ভাগ্য গড়েছে, কী করে কোনো এক গ্রামের দুর্গম রাস্তা ছাড়িয়ে এই শহরের বুকে এসে দাঁড়িয়েছে!'

নাখালপাড়ায় বাবার বানানো বাড়ি প্রসঙ্গে ফারুকী বলেন, 'নিজের হাতে বানানো নাখালপাড়ার বাড়িটা আব্বার খুব প্রিয় ছিল। এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও গিয়ে তিনি থাকতে চাইতেন না। এমনকি আমার বনানীর বাড়িতে তাকে জোর করে একটা রাতও রাখতে পারিনি। আব্বা চিরদিনের জন্য এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। বাড়ির সামনে রাস্তায় পানি জমল কি না, ছাদের ঘর তালা দেওয়া হলো কি না, মসজিদের নতুন তলার কাজ শেষ হলো কি না—সকল উৎকণ্ঠার শেষ। এইতো জীবন।'

'আম্মা গিয়েছিলেন তার প্রিয় শুক্রবারে। আব্বাও গেলেন শুক্রবারে, হজের দিনে! আসলেই কি গেলেন?' যুক্ত করেন ফারুকী।



উত্তর আমেরিকায় ঈদুল আযহা উদযাপিত









(শেষের পাতার পর)

মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর উদ্যোগে ঈদুল আযহার চারটি জামাত হয়েছে যথাক্রমে সকাল ৭টা, ৮টা, ৯টা ও সকাল ১০টায়। এই জামাতগুলোতে শিশু-কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ পর্যন্ত সর্বস্তরের শত শত পুরুষ-মহিলা নামাজে অংশ নেন। ঈদের জামাত শেষে অনুষ্ঠিত বিশেষ মুনাজাতে প্রবাসী ও দেশবাসীর সহ জাতির কল্যাণ এবং করোনামুক্ত বিশ্ব কামনা করা হয়। যদিও স্থানীয় টমাস এডিসন স্কুল মাঠে সকাল ৮টায় একটি জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনায় এই কর্মসূচী বাতিল করা হয়। জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান ডিডিএস, সেক্রেটারী আফতাব মান্নান ও জয়েন্ট সেক্রেটারী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার সহ অন্যান্য কর্মকর্তা মুসল্লীদের স্বাগত জানান। এতে অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক সিটির কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট ২৩এর কাউন্সিলওম্যান লিন্ডা লী।

আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে ঈদুল আযহার তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়।।প্রথম জামাত হয় মসজিদ ভবনে সকাল ৬টায়। এরপর জ্যামাইকার রুফস কিং পার্কে আরো দুটি ঈদের জামাত হয় যথাক্রমে সকাল ৮টায় এবং সকাল ১০টায়।

ম্যানহাটানের মদিনা মসজিদের উদ্যোগে স্থানীয় পার্কে ঈদের জামাত হয় একটি সকাল ৮টায় মসজিদ সংলগ্ন পার্কে।

জ্যামাইকার মসজিদ আল আলাফা (আরাফা ইসলামিক সেন্টার)-এর উদ্যোগে পবিত্র ঈদুল আযহার একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৮টায় স্থানীয় সুসান বি এন্থনী স্কুলের খোলা মাঠে। এখানে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও নামাজে অংশ নেন।

জ্যামাইকার 'হাজী ক্যাম্প মসজিদ' নামে পরিচিদ মসজিদ মিশনে ঈদুল আযহার ৪টি নামাজ অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল সোয়া ৬টায়, সকাল সোয়া ৭টা, সকাল সোয়া ৮টা ও সকাল সোয়া ৯টায়।

এস্টোরিয়ার আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার-এর উদ্যোগে ঈদুল আযহার একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৮টায় ৩৬ ও ৩৭ এভিনিউর মাঝে। নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলেটে নিযুক্ত কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম এই জামাতে অংশ নিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেন।

এছাড়াও নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার, সানিসাইড মসজিদ, এস্টোরিয়ার শাহজালাল মসজিদ ও গাউসিয়া মসজিদ, ব্রুকলীনের বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, বায়তুল জান্নাহ ইসলামিক সেন্টার, ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ সহ অন্যান্য মসজিদের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে কানাডা ও ওয়াশিংটন ডিসিসহ যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী, কানেকটিকাট, ম্যারিল্যান্ড, পেনসেলভেনিয়া, ভার্জেনিয়া, ওয়াহিও, ফ্লোরিডা, নর্থ ক্যারোরিনা, সাউথ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, মিশিগান, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

প্রতিটি ঈদের জামাত শেষে নবীন-প্রবীন, ছোট-বড়, সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় আবার অনেকে কোলাকুলি করেও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আবার অনেকে স্বপরিবারে বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘনিষ্ঠজনদের বাসা-বাড়ীতে গিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এছাড়া প্রবাসীরা ফোনে বাংলাদেশে ফোন করে স্বজনদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। শুভেচ্ছা বিনিময় হয় ফেসবুক আর টেক্স ম্যাসেজের মাধ্যমে।

সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে এবং স্থানীয় পুলিশ প্রিসক্টের সহায়তায় সর্বত্রই নেয়া হয় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ঈদের নামাজ আদায়ের স্থানগুলোর আশপাশের রাস্তায় ফ্রি গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা থাকায় দূর দূরান্ত থেকে শত শত ধর্মপ্রাণ মুসল্লীরা সপরিবারে ঈদের নামাজে শরীক হন। রং বেরং এর বাহারী পোশাক গায়ে নামাজিদের একত্রে ঈদের নামাজ আদায় ভীন দেশীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সেই সাথে বিরাজ করে উৎসবমুখর পরিবেশ। ঈদের দিনটি উইকেন্ড হওয়ায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীকে ঈদের নামাজ আদায় করতে দেখা যায়।

অপরদিকে গ্রোসারীর মাধ্যমে অনেকেই মহান আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির জন্য খাসী ও গরু কোরবানী দেন। কোরবানীর মাংস হাতে পাওয়ার পর সেই মাংস আত্বীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় বাসায় গিয়ে বিতরণ করা হয়।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authored IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

কতটুকু গোশত খাবে শিশু

(শেষের পাতার পর

আর খাওয়া-দাওয়া। ঈদের দিন থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েকটা দিন চলবে প্রতি বেলায় গোশতের তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাবারের সমাহার। ক্যালরি মেপে হিসাব করে গোশত খাওয়া খুবই মুশকিলের ব্যাপার এ সময়; বিশেষ করে শিশুদের জন্য, যাদের অধিকাংশের কাছে গোশত মানেই আনন্দ।

কোরবানির ঈদ মানে গরু কিংবা খাসির গোশত, যা লাল গোশত হিসেবে পরিচিত। অনেকেই এই লাল গোশত শিশুদের খাওয়াতে ভয় পান। তবে লাল গোশত বিভিন্ন পুষ্টিগুণে পূর্ণ। এটি উৎকৃষ্ট প্রোটিন এবং এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, জিংক, বিভিন্ন খনিজ উপাদান ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা বাড়ন্ত শিশুদের জন্য প্রয়োজন। বিভিন্ন পেডিয়াট্রিকস অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ছয় মাস বয়স থেকে বাড়তি খাবারের একটা অংশ হিসেবে লাল ও সাদা উভয় ধরনের গোশত খাওয়ানো যাবে। তবে প্রতি দুই-তিন দিন পরপর একটা করে নতুন খাবার যোগ করতে হবে খাদ্যতালিকায় এবং লক্ষ্য করতে হবে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না, নতুন খাবারে।

একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ ৮৫ গ্রাম বা ৩ আউন্স গোশত নিরাপদে খেতে পারেন। এতে ১৭৩ থেকে ১৭৫ গ্রাম ক্যালরি এবং ২৫ গ্রামের মতো প্রোটিন থাকে। তবে যারা অসুস্থ কিংবা যাদের প্রোটিন খাওয়া নিষেধ, তাদের র গোশত না খাওয়াই ভালো।

১ থেকে ৪ বছর পর্যন্ত শিশুদের দৈনিক ২-৩ আউন্সের মতো গোশত খাওয়ানো যাবে। ৫ থেকে ১৮ বছর চাহিদা অনুযায়ী ৪-৬ আউন্স পর্যন্ত দেয়া যাবে। ১ আউন্স মানে ২৮-৩৫ গ্রাম; আমরা যেভাবে গোশত কেটে থাকি, সেখানে একটি বড় টুকরোতে থাকে প্রায় ২০ গ্রাম গোশত।

তবে ঈদে শিশুরা যেহেতু ইচ্ছেমতো গোশত খেয়ে থাকে, তাই অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে যেন সারা দিনের খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত শাকসবজি, ফলমূল ও পানি থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্য যেন না হয়, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

এ ছাড়া যেসব শিশুর ডায়াবেটিস আছে, কোলেস্টেরলের সমস্যা আছে কিংবা অতিরিক্ত ওজন, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সেসব শিশু কতটুকু গোশত খাচ্ছে, সেটা নজরে রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে আগে থেকে ধারণা দিয়ে রাখতে হবে তাদের স্বাস্থ্যের ওপর অতিরিক্ত গোশতের প্রভাব সম্পর্কে। এ ক্ষেত্রে গোশত রান্না করার আগে গরম পানি দিয়ে সেদ্ধ করে চর্বি সরিয়ে নিতে পারেন। এ ছাড়া অ্যালার্জি কিংবা হজমে সমস্যা হচ্ছে কি না, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখতে হবে।

উচ্চ তাপমাত্রায় গোশত রান্না করা হলে ক্ষতিকর ট্রান্সফ্যাট তৈরি হয়। তাই অল্প আঁচে উচ্চ চাপে ভালো করে সেদ্ধ করে রান্না করলে গোশতের সবটুকু উপকার পাওয়া যাবে।

ঈদের এই খুশি যেন অসুস্থতার ছোঁয়ায় নষ্ট না হয়, তাই অতিরিক্ত জনসমাগম যথাসাধ্য এড়িয়ে ও ডেঙ্গু প্রতিরোধের উপায়গুলো মেনে চলতে হবে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাহকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com



গভর্নর আইল্যান্ডে এক বিকেল

(শেষের পাতার পর)

পড়বে স্টেটেন আইল্যান্ড ফেরি। এটাতে না ঢুকে হাতের বামে আরো একটি ফেরী আছে যাদিয়ে যাওয়া যায় গভর্নর আইল্যান্ডে। না এটাতে নিউইয়র্কের গভর্নর বসবাস করেন না। এটা এখন নিউইয়র্কবাসীদের বিনোদন কেন্দ্র। তবে এই গভর্নর আইল্যান্ডের এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে অনেক ইতিহাস। এর সব কিছুই আমি তুলে এনেছি আপনাদের জন্য। আসুন তাহলে তা শোনা যাক।

ফেরীতে উঠলেই গভর্নর আইল্যান্ডের বিশাল সাইনবোর্ড আপনাকে স্বাগত জানাবে। ফেরী থেকে নামলেই এখানে ওখানে ছোট ছোট সাইন লাগানো যেখানে দ্বীপের ইতিহাস লেখা আছে। এথেকে জানা যায়, ১৬২৪ সালে প্রথম এখানে হল্যান্ড থেকে মানুষ এসে বসবাস শুরু করে। তখন এটাকে বলা হতো নুটেন আইল্যান্ড। ১৬৮৯ সাল থেকে এটি ছিল ব্রিটিশ রয়াল গভর্নরের আওতায়। এরপর ১৭৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত প্রথমে আমেরিকান আর্মি ও পরে আমেরিকান কোস্ট গার্ডদের অধীনে ছিল এই দ্বীপ। ২০১০ সালে দ্বীপটি নিউইয়র্ক নগর কর্তৃপক্ষের অধীনে আসে।

ফেরি থেকে নামলেই চোখে পড়ে একটা বিশাল দুর্গ। নাম ক্যাসেল উইলিয়ামস। এটা একসময় ছিল সেনাবাহিনীর অধীনে। এটি জেলখানাও ছিল একসময়। ক্যাসল উইলিয়ামসটা গড়া হয়েছিল চার বছর ধরে। নিউইয়র্কবাসী সব সময় বিদেশি আগ্রাসনের আতঙ্কে থাকত। ভাবত, জলপথে বাইরের শক্তি এসে দখল করে নেবে দেশটা। তাদের সে ভাবনাটা সত্যি হতে সময় লাগেনি।

১৭৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ খানেক ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ এসে ঘাঁটি গাড়ে নিউইয়র্কের উপকূলে। আমেরিকান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা দখল করে নেয় ব্রুকলীন। সাত বছর ব্রুকলীন ছিল ব্রিটিশ বাহিনীর অধীনে। এই কঠিন স্মৃতিই মূলত একটা শক্ত নৌ শক্তি ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে আমেরিকানদের আগ্রহী করে তোলে। গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে যখন আমেরিকানদের দ্বন্দ্ব ক্রমশই বেড়ে উঠছিল, তখন আমেরিকানরা নিজ ভূখন্ড রক্ষার জন্য সমুদ্রের তীর ধরে কিছু ফোর্ট বা দূর্গ তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮০৭ সালেই ক্যাসল উইলিয়ামসের নির্মাণকাজ শুরু হয়, শেষ হয় ১৮১১ সালে। এটি ছিল অস্ত্রসজ্জিত একটা দূর্গ। বাইরের শত্রু যেন জলপথে এই দেশে হানা দিতে না পারে, তার পূর্ণ প্রস্তুতি ছিল এই ফোর্টে।

১৮১২ সালের যুদ্ধের পর ক্যাসলে এত সেনা রাখার দরকার নেই বলে মনে করে কর্তৃপক্ষ। এরপর সৈন্যরা এখান থেকে চলে যায়। এটি একটি চেকপোস্ট হিসেবে টিকে থাকে। তবে গৃহযুদ্ধের সময় এটা আবার অন্যভাবে ব্যবহার করা শুরু হয়।

১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত আমেরিকায় যে গৃহযুদ্ধটা হয়েছিল, তার পর উত্তর ও দক্ষিণ দুই প্রান্তে অপরাধীর সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছিল। এই সমস্যার সমাধানে অন্যান্য দূর্গের মতো ক্যাসেল উইলিয়ামসও পরিণত হয় অস্থায়ী জেলখানায়।

ক্যাসল উইলিয়ামটা কয়েকবার সংস্কার করা হলেও রেখে



দেওয়া হয়েছে আগের আদলেই। বাইরে থেকে দূর্গটিকে অশ্বখুরাকৃতি বলে মনে হলেও ভেতরে দেখা যায় দুর্গটার মাঝখানে ফাঁকা রেখে চার দিকে ভবন বানানো হয়েছে। ক্যাসল উইলিয়াম সত্যিই দেখার মতো। পুরোনো আমলের কঠোর সামরিক জীবন কিংবা বন্দিজীবন কেমন হতে পারে- এখানে এলে তা বোঝা যায়।

গভর্নরস আইল্যান্ডের মানে কিন্তু শুধু ক্যাসল উইলিয়ামস নয়। আরো অনেক কিছু। কয়েক ঘন্টায় চষে বেড়িয়েছি জায়গাটা। সব গল্প আমি আপনাদের শোনাবো। ধৈর্য ধরে শুনতে হবে কিন্তু।

তবে আজ আপাতত এখানেই। আবার গল্পের ঝাঁপি নিয়ে বসবো আপনাদের সামনে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন। (তথ্য সংগৃহিত)।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

৬ জুলাই কুইন্সে 'মোর্শেদ আলম ডে'

(শেষের পাতার পর)

কর্মকান্ডকে ইতিহাসের অংশে পরিণত করার অভিপ্রায়ে ৬ জুলাইকে 'মোর্শেদ আলম দিবস' ঘোষণা করে কংগ্রেসনাল প্রক্লেমেশন জারি করেন। আর এটি মোর্শেদ আলমের বসতবাড়ি তথা নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর বিরাট এলাকা নিয়ে গঠিত 'কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট-৬ এর জন্যে প্রযোজ্য হবে বলে গ্রেস মেং উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রথম কোন বাংলাদেশীর নামে কোন কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টে 'দিবস' ঘোষণা করা হল। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে বাংলাদেশীদের পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত ডেমক্র্যাটিক পার্টির তৃণমূলের এই নেতাকে এর আগে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন।

মোর্শেদ আলমের জন্মদিন ছিল ১ জুলাই। সে উপলক্ষে তাঁর রাজনীতি-সমাজকর্ম-আর্ত-পীরিতদের পাশে দাঁড়ানোর ৩০ বছর স্মরণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মোর্শেদ আলমের প্রতিষ্ঠিত 'নিউ আমেরিকান ডেমক্র্যাটিক ক্লাব'। এর নেপথ্য কর্মীগণের অন্যতম ছিলেন আহনাফ আলম, আনোয়ার হোসেন, হোসনে আরা, রীনা সাহা, রুবাইয়া রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং ছাড়াও মোর্শেদ আলমের কর্মকান্ডের প্রশংসা করে নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু, স্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রিন প্রমুখ বক্তব্য রাখার পাশাপাশি ষ্টেট পার্লামেন্টের স্বীকৃতিপত্র হস্তান্তর করেন। এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে বিপুল করতালির মাধ্যমে মোর্শেদ আলমকে অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে ইউএস কংগ্রেসে বাংলাদেশ এবং প্রবাসীদের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে পরিচিত গ্রেস মেং তাঁর বক্তব্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, মোর্শেদ আলম শুধু বাংলাদেশ কিংবা দক্ষিণ এশিয়ানদেরই পথিকৃৎ নন, এশিয়ানরাও তাঁর কাছে ঋণী। অভিবাসীগণের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে আপসহীন মোর্শেদ আলম নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের কাজেও সহায়তা দিয়ে আসছেন। তৃণমূলে সম্পর্ক থাকায় মোর্শেদ আলম নতুন কম্যুনিটির সকল সমস্যার গভীরে যেতে পারেন এবং তার সমাধানের উপায়ও উপস্থাপনে সক্ষম। তাঁর মাধ্যমেই আমি বাংলাদেশী আমেরিকানদের সান্নিধ্যে আসতে সক্ষম হয়েছি। এটাই বিশেষ একটি গুণ মোর্শেদ আলমের মত নিষ্ঠাবান সংগঠকদের। আমি তাঁকে অভিবাদন জানাচ্ছি এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অসীম সাহা। শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাঝে গান আর নাচ অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য বাড়ায়। অনুষ্ঠানে মোর্শেদ আলমের রাজনৈতিক জীবনের আলোকপাত করে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সউদ চৌধুরী, অ্যাসার এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মাফ মিসবাহউদ্দিন, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, শিল্পকলা একাডেমি নিউইয়র্ক'র সভানেত্রী মনিকা চৌধুরী, ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার মার্থা টেইলর প্রমুখ। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার বিপুলসংখ্যক প্রবাসীর অংশগ্রহণে এ অনুষ্ঠানে কুইন্স অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট ২৪ থেকে ডেমক্র্যাট-দলীয় প্রাইমারীতে বিজয়ী জুডিশিয়াল ডেলিগেট নূসরাত আলম, জুডিশিয়াল ডেলিগেট জামি কাজী, জুডিশিয়াল ডেলিগেট মাহতাব খান, ষ্টেট কমিটিওম্যান জামিলা উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মোর্মেদ আলমের জন্মদিন স্মরণে কেক কাটা হয়। ৬৫তম জন্মদিনের কেক কাটার সময় অতিথিগণ ছাড়াও মোর্শেদ আলমের পাশে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, বাংলাদেশী আমেরিকান ডেক্র্যাটিক ফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট খোরশেদ খন্দকার, কম্যুনিটি অ্যাক্টিভিস্ট রীনা সাহা, ডেমক্র্যাটিক পার্টির তৃণমূলের অন্যতম সংগঠক মাজেদা এ উদ্দিন, বাংলাদেশের ডেমক্র্যাটিক ল'ইয়ারস এসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ আখতারুল ইসলাম, মূলধারার রাজনীতিক মুজিবুর রহমান, কমিউনিটি লীডার ফখরুল আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, সাধারণ সম্পাদক পপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী, শহীদ পরিবারের সন্তান ফাহিম রেজা নূর প্রমুখ।

গরুর ডাক্তার!

(শেষের পাতার পর)

বিউটি সিনেমা। হলটা এমনভাবে বানানো হয়েছিল, বাসার ড্রইংরুমে বসে নাকি দেয়ালের ফোকর দিয়ে হলের পর্দায় চলতে থাকা সিনেমা দেখা যেতো। ভদ্রলোক যেমন উঁচু লম্বা তেমনি ফর্সা, একেবারে দশাসই চেহারা। সুপুরুষই বলতে হবে। লেখাপড়া কতদুর জানা যায় নাই, তবে করতেন পরিবহন ব্যবসা। মন্দলোকে বলে একময় নাকি ট্রাকের ড্রাইভারি করতেন।

এই এস এ খালেকের সাথে আমার পরিচয় ছিল। কিছুদিন একসাথে রাজনীতি করার সুবাদে এক ধরনের বন্ধুত্বও হয়েছিল। বড় রাজনৈতিক দলের কোনটাই বোধহয় করা বাকি ছিল না। জানা যায়, এক সময় মুসলিম লীগ করতেন, জিয়াউর রহমানের সময় বিএনপি, এরশাদ আমলে জাতীয় পার্টি, পরে আবার বিএনপি, শেষমেস আওয়ামী লীগেও শামিল হয়েছিলেন কিনা এটা অবশ্য জানা নি। একাধিকবারের এমপি। কর্ণেল (অব:) মালেক যখন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কিছুদিনের জন্য ডেপুটি মেয়রও হয়েছিলেন। খালেক সাহেবকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি এত দল বদলান কেন, উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'আমি তো ছবছুময় ছরকারি দলেই আছি, হালায় ছরকার বদলায়া গেলেগা আমি কি করুম'। তার এই ডায়লগটা রাজনীতির অঙ্গনে দীর্ঘদিন হাস্যরসের খোরাক হয়ে ছিল। একবার এক দলীয় সভায় ঘোষক তাকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করতে গিয়ে এসএ খালেকের বদলে ভুল করে এমএ খালেক বলেছিলেন। খালেক সাহেব একরাশ বিরক্তি নিয়ে উঠতে উঠতে বলেছিলেন, আছিলাম ছিক্ষিত আব্দুল খালেক হালায় বানায়া দিল মূর্খ আব্দুল খালেক!

'৭৯এর নির্বাচনে মিরপুর আসনে খালেক সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বি হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের হেভিওয়েট প্রার্থী ড. কামাল হোসেন। খালেক সাহেব সে সময় এক নির্বাচনী সভায় তার প্রতিদ্বন্দ্বি সম্পর্কে বলেছিলেন, মাইনছে কয় 'হে বলে একজন ডাক্তার, কিয়ের ডাক্তার! গরুর ডাক্তার নিহি? এইযে বন্যায় বছিলায় এত মাইনসের ক্ষতি হইলো, অসুখে ভুগলো, ডাক্তার সাবে কয়ডা মাইনসেরে চিকিৎসা করছে, কয়ডা রোগী ভালা করছে!'

অনেকদিন পর সংসদে সরকারি দলের এক হেভিওয়েট এমপির সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্য শোনার পর সেই এসএ খালেকের কথা মনে পড়লো। কেউ কি বলতে পারবেন খালেক সাহেবের এখন কি অবস্থা কোথায় আছেন?

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত

কাজী ইমাম মাওলানা

আব্দুল মুকিত

পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।

পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর

৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

উৎসব মুখর ও বর্ণিল আয়োজনে কানাডা

(শেষের পাতার পর)

সন্ধ্যায় কানাডার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠে আতশবাজির ফোয়ারায়। টরন্টোতে বাংলাদেশীরাও কানাডা ডে পালন করে। এ উপলক্ষে বাঙালী অধ্যুষিত এলাকা ড্যান্টোনিয়া পার্কে সময় মেলায় প্রচুর লোকের সমাবেশ ঘটে।

উল্লেখ্য, এক সময় বলা হতো- ব্রিটিশ রাজত্বের সূর্যাস্ত নেই, ব্রিটিশের পূর্ব-পশ্চিম একাকার। সেই সূত্রে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিকতা ছিল কানাডাতেও। নিরীহ কানাডিয়ানদের প্রথমে ফ্রান্স পরে ব্রিটেন শাসন করেছে দীর্ঘ সময়। কানাডার ইতিহাসে অনেক রক্তাক্ত যুদ্ধ আছে, যুদ্ধের স্মৃতি আছে। বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসের মতো দেশটির বিজয়ের ক্ষণ হচ্ছে- ১৮৬৭ সালের পহেলা জুলাই। ব্রিটিশ কলোনি থেকে মুক্তি অর্জন করে আর ১৯৭১ সালে বহুজাতিক সংস্কৃতির প্রবর্তন করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পিয়ারে ট্রুডো দেশটিকে দেন নতুন মাত্রা।

দখিন মহাসাগর, আটলান্টিকা এবং প্যাসিফিক এই তিন মহাসমুদ্রে পরিবেষ্টিত কানাডা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। অর্থাৎ ৯৯,৭৬,১৮৬ বর্গ কিলোমিটার। যার রাষ্ট্রীয় নাম- ডোমিনিয়ন অব কানাডা। কানাডায় ১০টি প্রভিন্স বা প্রদেশ এবং ৩টি টেরিটোরি রয়েছে। বর্তমান কানাডার সব ছোট প্রদেশ প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ডকে বলা হয় গার্ডেন অফ কানাডা। এই মনোরম দ্বীপে ব্রিটিশরা বিদায় নেয়ার সময় বৈঠক করে কানাডাকে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা প্রদান করে ১৮৬৭ এই দিনে। কানাডা মুক্ত হলেও ব্রিটেনের সঙ্গে ভিন্ন বন্ধন রয়েছে। অর্থাৎ এখনো প্রথাগত বিধি মোতাবেক এ রাষ্ট্রের প্রধান হচ্ছেন ব্রিটেনের রাণী এলিজাবেথ। তাঁর অনুকূলে প্রতিনিধিত্ব করেন নির্বাচিত গভর্নর জেনারেল।

কানাডার জন্মদিন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এক শুভেচ্ছা বাণী দেন। তাতে তিনি বলেন- 'কানাডার জাতীয় পতাকার প্রতীক 'ম্যাপল লিফ' কেবল একটি প্রতীক বা চিহ্ন মাত্র নয়- এটি হচ্ছে সুন্দর আগামীর প্রতিশ্রুতি।'

কানাডা দিবসে বাংলাদেশী-কানাডিয়ান এমপিপি ডলি বেগম এক শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, বহু সংস্কৃতির দেশে অভিবাসী হিসেবে এই সুন্দর ভূমি আমাদের যে সম্ভাবনাগুলো দিয়েছে এবং যে দরজাগুলো খুলে দিয়েছে তা উপলব্ধি করার দিন। আসুন, নিজেদেরকে মনে করিয়ে দিই যে সবার জন্য একটি ভাল এবং ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যৎ গড়তে আরও কাজ করতে হবে।

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কানাডা সম্পর্কে বলেছিলেন-'The world needs more Canada।'

কুরবানীর মাংস মেলে ঈদের

(শেষের পাতার পর)

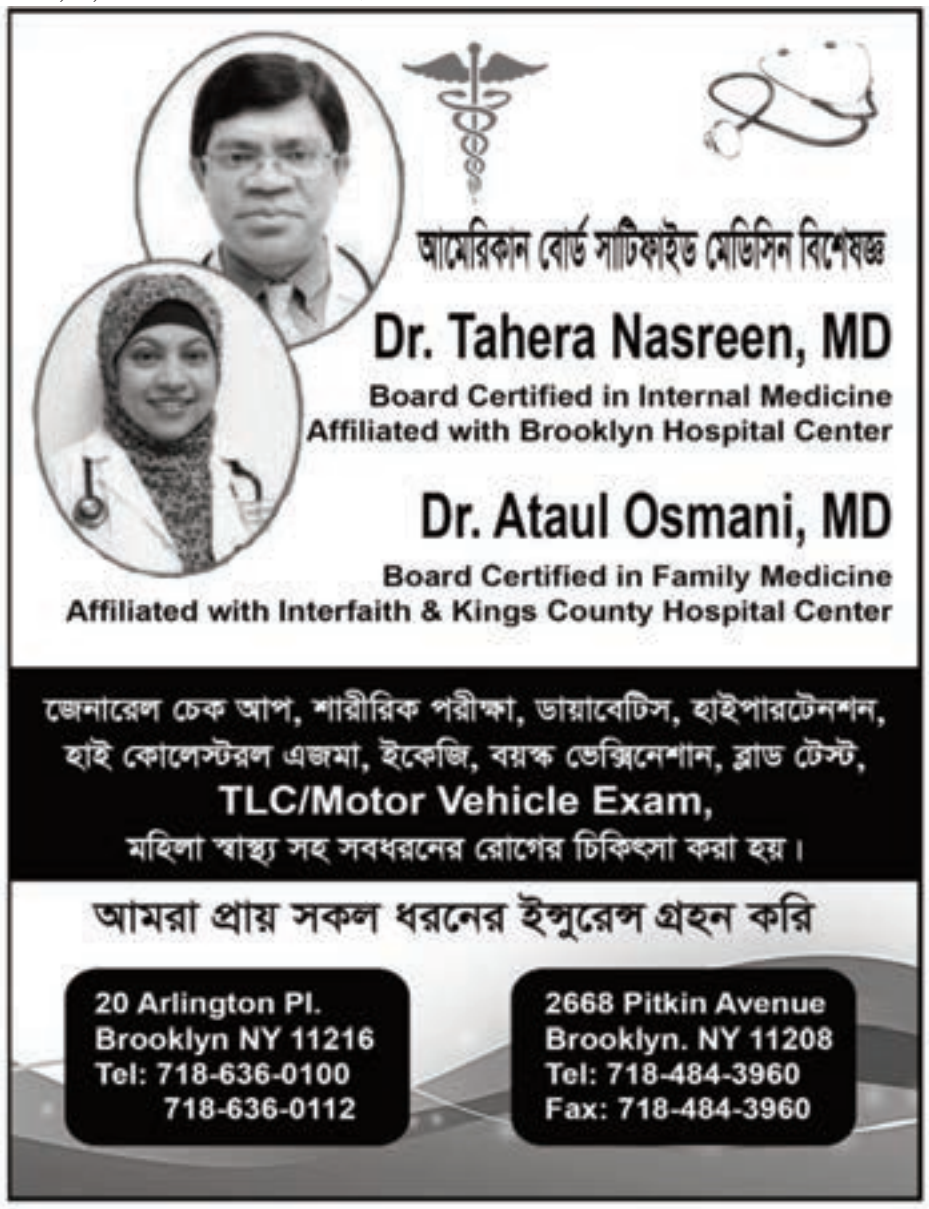
ভেড়া জবাই করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ক্রমিক নম্বর অনুসারে কারও ভাগ্যে ঈদের দিন, আবার কারও ভাগ্যে ঈদের ২-৩ দিন পর জোটে কোরবানীর মাংস। ঈদের দিনে কোরবানীর মাংস হাতে পাওয়া প্রবাসীর সংখ্যা খুবই কম।

শুধু বাংলাদেশীরাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমান ধর্মাবলম্বী সব দেশের মানুষরা পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে প্রায় এক মাস আগেই বিভিন্ন খামারে গিয়ে গরু-ছাগল-ভেড়া ওজন দিয়ে কুরবানির জন্য অর্ডার দিয়ে আসেন। ঈদের দিনে নামাজ শেষেই বেশিরভাগ প্রবাসীই ছুটে যান খামারের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে অপেক্ষার পর অপেক্ষা। সারাদিন অপেক্ষার পর কোরবানীর গরু-ছাগল-ভেড়া জবাইয়ের ক্রমিক নম্বর না মেলায় দিনান্তে ঘরে ফিরে আসেন। পরদিন আবার ছুটে যান একই খামারে। এভাবেই কুরবানির মাংসের জন্য চলে দৌড়ঝাপ।

জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, ম্যাসাচুসেটস, নিউজার্সি, ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়া, ম্যারিল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, কানেকটিকাট, নর্থ ক্যারোলিনা, ওহাইও, মিনেসোটা, টেনেসি, নিউহ্যাম্পশিয়ার, মেইন, রোড আইল্যান্ড, ভারমন্ট অঙ্গরাজ্যের হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী ঈদুল আজহার একমাস আগে থেকেই ছুটে যান বিভিন্ন গরুর খামারে। সেখানে জীবন্ত গরু যৌথভাবে এবং ছাগল এককভাবে ওজন দিয়ে কোরবানির অর্ডার বুকিং দিয়ে আসেন।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় খামারে ১৫ হাজার, মাঝারি ও ছোট খামারে ১ হাজার থেকে ৫ হাজার গরু পালন করা হয়। এসব খামার থেকে প্রতি বছর ৩৯ মিলিয়ন গরু জবাই করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে কোরবানীর গরুতে একটি ভাগের মূল্য পড়ে প্রায় ২৫০ ডলার।

নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশী আব্দুল গফুর জানান, তিনি পাঁচ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়মিত কুরবানী দিতেন। মাঝে কিছুদিন আর দেননি। গত বছর আবার তার বন্ধুদের সঙ্গে কুরবানীর গরুতে একটি ভাগ দিয়েছিলেন। ১৫ দিন আগে একটি খামারে গিয়ে গরু ওজন দিয়েছিলেন ১৫৬০ পাউন্ড। ঈদের দিনে বর্জ্য বাদ দিয়ে প্রকৃত মাংস পেয়েছেন মাত্র ৫৬০ পাউন্ড। একটি গরুতে ১ হাজার পাউন্ড বর্জ্য ফেলে দিতে হয় এটা অবিশ্বাস্য, যা তিনি কখনই দেখেননি বা শোনেননি।







Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432

Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937

Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

ন্যানি আবশ্যক

ন্যানি আবশ্যক বাচ্চার দেখাশুনা ও ঘরের কাজের জন্য মধ্য বয়স্ক (৪৫+ বছর) মহিলা লিভ-ইন ন্যানি প্রয়োজন (হিন্দু পরিবার এর জন্য)। আমাদের সাথে ফিলাডেলফিয়া-তে থাকতে হবে। থাকা খাওয়া ফ্রি, বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। **(২০৮) ৯০৮-৩৭৩১, (২০৮) ৯০৮-২৮৩০।**

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: **1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724**

বাসা ভাড়া

সিটিলাইন / ওজনপার্ক এলাকায় এ ট্রেন গ্রান্ট এভিনিউ স্টপ, ২য় তলায় ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বড় লিভিং রুম, কিচেন এবং এক বাথরুম। নতুন রিনোভেটেড করা বাসা। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২-৭৪৬৩

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট।

যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
জু-২০/২৭

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ১০ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টের একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫।
মে-১৬/২৩

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীন এফ ট্রেন ডিটমার্স এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে ২ বেডরুমের বাসা (স্বামী-স্ত্রীর) ভাড়া দেয়া হবে। সাইদ ৭১৮-৬০০-১০০৯, ৭১৮-৪৩৫-৭২৩৫

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে
একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।

ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

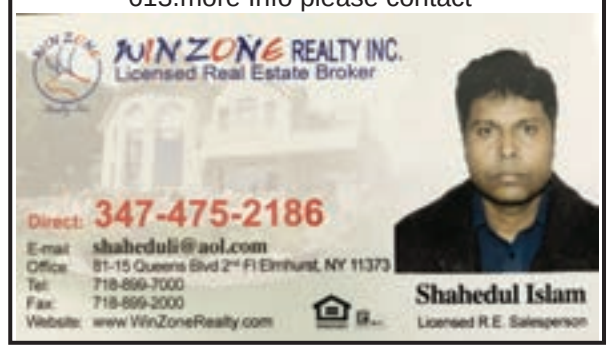
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি

কালবে মুনিব বা অনুরক্ত মন

(শেষের পাতার পর)

যেমন: কম্পাসের কাঁটা সবসময় মেরুর দিকেই মুখ করে থাকে। আপনি তাকে যতই নাড়াচাড়া বা ঝাঁকুনি দেন না কেন তা ঘুরে ফিরে মেরুর দিকে চলে আসে। কালবে মুনিব বা অনুরক্ত মনও ঠিক তদ্রুপ। এমন হৃদয়-মন যা সব দিক থেকে এক আল্লাহর দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। যিনি জীবনভর তার উপর যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন তাতে সে বার বার তাঁর দিকেই ফিরে আসে। জোর করে খুব বেশী সময় তাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা যায় না। কোন এক ফাঁকে মুখখানি তার মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। একেই বলে কালবে মুনিব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর বেহেশতকে আল্লাহভীরুদের নিকটতর করা হবে-তা মোটেই দূরে থাকবে না। তখন বলা হবে:এ হচ্ছে সেই জিনিস, যার কথা তোমাদেরকে আগাম জানানো হতো। এটা প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী ও সংরক্ষণকারীর জন্য। যে অদেখা দয়াময়কে ভয় করতো, যে কালবে মুনিব অর্থাৎ অনুরক্ত হৃদয় নিয়ে এসেছে। বেহেশতে ঢুকে পড় শান্তির সাথে। সেদিন অনন্ত জীবনের দিন হবে।" (সুরা ক্বফ:৩১-৩৪)

'কালবে মুনিব বা অনুরক্ত মন' মূলত: আয়াতে বিবৃত 'মুত্তাকী লোকদের গুণ-বৈশিষ্ট্য। উল্লেখিত আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে বেহেশতকে মুত্তাকী বা আল্লাহভীরুদের নিকটতর করা হবে। এই মুত্তাকী কারা তাদের পরিচয় হলো, এরা প্রত্যাবর্তনকারী, সংরক্ষণকারী. অদেখা দয়াময়কে ভয় করে এবং কালবে মুনিব বা অনুরক্ত হৃদয়ের অধিকারী। মুত্তাকীদের চারটি গুণ যথা:এক. প্রত্যাবর্তনকারী দুই, সংরক্ষণকারী, তিন. অদেখা দয়াময়কে ভয় করে ও চার,কালবে মুনিব বা অনুরক্ত মন। এ চারটি গুণের বর্ণনা নিচে দেয় হলো।

এক, প্রত্যাবর্তনকারী:- আয়াতে আরবী আওয়াব অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনকারী তা ব্যাপক অর্থবহ। এর অর্থ এমন ব্যক্তি যে নাফরমানী এবং প্রবৃত্তির আকাংখা চরিতার্থ করার পথ পরিহার করে আনুগত্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ অবলম্বন করেছে, যা আল্লাহর পছন্দ নয় এমন প্রতিটি জিনিস পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ যা পছন্দ করে তা গ্রহণ করেছে, বন্দেগীর পথ থেকে পা সামান্য বিচ্যুত হলেই যে বিচলিতবোধ করেছে এবং তাওবা করে বন্দেগীর পথে ফিরে এসেছে, যে অধিকমাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করেছে এবং নিজের সমস্ত ব্যাপারে তাঁর স্মরণাপন্ন হয়।

দুই, সংরক্ষণকারী:- আয়াতে হাফিজ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ রক্ষাকারী। এর দ্বারা এমন লোককে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর নির্ধারিত সিমারেখা, তাঁর ফরযসমূহ, হারামসমূহ এবং তার দায়িত্বে ন্যাস্ত আমানতসমূহ রক্ষা করে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর আরোপিত অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করে, যে ঈমান এনে তার রবের সাথে চুক্তি ও অঙ্গিকারে আবদ্ধ হয়েছে তা রক্ষা করে, যে তার শক্তি, শ্রম ও চেষ্টা-সাধনার পাহারা দেয় যাতে এসবের কোনটি ভ্রান্ত কাজে নষ্ট না হয়, যে তাওবা করে তা রক্ষা করে এবং তা ভংগ হতে দেয় না, যে সর্বাবস্থায় আত্মসমালোচনা করে দেখতে থাকে যে, সে তার কথায় ও কাজে কোথাও তার রবের নাফরমানী তো করছে না।

তিন, অদেখা দয়াময়কে ভয় করে:- যে কোথাও রহমান বা পরম দয়ালু আল্লাহর দেখা পেতো না এবং নিজের ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও কোনভাবেই তাঁকে অনুভব তরতে পারতো না। তা সত্ত্বেও তাঁর নাফরমানী করতে সে ভয় পেতো। অন্যান্য অনুভূত শক্তি এবং প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর হয় এমন সব শক্তি ও সত্তার তুলনায় তার মনে গায়েব বা অদেখা রহমানের ভয় অধিক প্রবল ছিল। তিনি রহমান বা দয়ালু এ কথা জানা সত্ত্বেও তাঁর রহমতের ভরসায় সে গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়নি, বরং সব সময়ই তাঁর অসন্তুষ্টিকে ভয় পেয়েছে। এভাবে আয়াতে মুত্তাকী ব্যক্তির দুটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গুণের প্রতি ইংগিত করে। একটি হচ্ছে, অনুভূত ও দৃষ্টিগোচর না হওয়া সত্ত্বেও সে আল্লাহকে ভয় করে। অপরটি হচ্ছে, সে আল্লাহর রহমত গুণটি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও গোনাহ করার দু:সাহস করে না।

চার, কালবে মুনিব বা অনুরক্ত হৃদয়: কালবে মুনিব এর বর্ণনা প্রথমেই দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যার হৃদয় জীবনভর তার উপর যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন তাতে কিছুই যায় আসে না, সে বার বার তাঁর মহান প্রভুর দিকেই ফিরে আসে। কেহ জোর করে খুব বেশী সময় তাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা যায় না।

এই সবগুলো মুত্তাকী লোকের বৈশিষ্ট্য। এ গুনগুলো আল্লাহর কাছে ব্যক্তিকে মর্যাদার অধিকারী করে তোলে। তাছাড়াও এ আয়াতের মধ্যে আরো একটি সুক্ষ্ম বিষয়ও আছে যা ইমাম রাযী বর্ণনা করেছেন। বিষয়টি হচ্ছে, আরবী ভাষায় ভয় বুঝাতে খাউফ ও খাসিয়াত এ দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ দুটি শব্দের অর্থে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। খাউফ শব্দটি সাধারণত এমন ভয় বুঝাতে ব্যবহৃত হয় যা কারো শক্তির সামনে নিজের দূর্বলতার অনুভূতির কারণে নিজের মধ্যে সৃষ্টি হয়। আর খাসিয়াত বলা হয়, এমন ভয়কে যা কারো বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে মানুষের মনে সৃষ্টি হয়। এখানে খাউফ এর পরিবর্তে খাসিয়াত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, শুধু শাস্তির আশংকায়ই মু'মিন বান্দার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয় না। তার চেয়েও বড় জিনিস অর্থাৎ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও মর্যাদার অনুভূতি তার মনে সবসময় এক ভয়ানক ভীতিভাব জাগিয়ে রাখে।

এ ধরণের আল্লাহভীরুদের জন্যই বেহেশতকে নিকটতর করা হবে। তা মোটেই দুরে থাকবে না। আল্লাহর আদালতে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যেইমাত্র ফয়সালা হবে যে, সে মুত্তাকী এবং জান্নাত লাভের উপযুক্ত, তৎক্ষণাত সে তার সামনে জান্নাতকে বিদ্যমান পাবে। জান্নাত পর্যন্ত পৌছার জন্য তাকে কোন দুরত্ব অতিক্রম করতে হবে না যে, তাকে পায়ে হেঁটে কিংবা কোন বাহনে বসে ভ্রমণ করে সেখানে পৌছতে হবে। তাই ফয়সালার সময় ও জান্নাতে প্রবেশের সময়ের মধ্যে কিছু সময়ের ব্যবধান থাকবে। বরং একদিকে ফয়সালা হবে অন্যদিকে সে তখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেন তাকে জান্নাতে পৌছানো হয়নি, জান্নাতকেই উঠিয়ে তার কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, আখিরাতের স্থান ও কল্যাণের ধারণা আমাদের এ পৃথিবীর স্থান ও কালের ধারণা থেকে কতটা ভিন্ন হবে। দ্রুততা ও বিলম্ব এবং দূর ও নিকট সম্পর্কে এ পৃথিবীতে আমাদের যে জ্ঞান আছে সেখানে সবই অর্থহীন হবে।

মুলত: যে গুলাবলী থাকলে কোন ব্যক্তি জান্নাত লাভের উপযুক্ত হয় এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। ঐগুলো হচ্ছে: (১) তাকওয়া (২) আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন (৩) আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্কেও সযত্ন পাহারাদারী (৪) আল্লাহকে রা দেখে এবং তাঁর ক্ষমা পরায়ণতায় বিশ্বাসী হয়েও তাঁকে ভয় করা (৫) অনুরক্ত হৃদয়-মন নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌছা অর্থাৎ মৃত্যু অবদি অনুরক্ত থাকার আচরণ করে যাওয়া।

এ ধরণের গুণাবলী ধারক-বাহকদের সেদিন মহান আল্লাহ তা'আলা বলবেন,"বেহেশতে ঢুকে পড় শান্তির সাথে। সেদিন অনন্ত জীবনের তিন হবে। সেখানে তাদের জন্য যা চাইবে তাই থাকবে। আর আমার কাছে আরো কিছু অতিরিক্ত জিনিসও থাকবে।" (সুরা ক্বফ:৩৪-৩৫) শান্তির সাথে মানে সব রকম দু:খ, কষ্ট, দুশ্চিন্তা, চিন্তা ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। সেখানে তারা যা চাইবে তাতো পাবেই। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে আরো এমন কিছু দিবেন যা পাওয়ার আকাংখা পোষণ করা তো দুরের কথা তাদের মন-মগজে তার কল্পনা পর্যন্ত উদিত হয়নি।

পক্ষান্তরে দুনিয়ায় যারা বেপরোয়া জীবন যাপন করেছে তারা জাহান্নামে নিকৃষ্ট জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমার কথার কোন রদবদল হয় না। আর আমি আমার বান্দাদের জন্য অত্যাচারী নই। সেদিনের কথা স্মরণ করো, যখন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো যে, তোমার পেট কি ভরেছে? সে বলবে,"আরো কিছু আছে না কি?"(সুরা ক্বাফ:২৯-৩০) অর্থাৎ এ দুনিয়ায় আমরা আল কুরআন ও রাসুল সা: এর সুন্নাহ এর মাধ্যমে আল্লাহর যে সমস্ত ওয়াদা জানতে পেরেছি, আখিরাতে সেই সমস্ত ওয়াদার কোন রদবদল হবে না। আল্লাহ অত্যাচারী নন যে, তিনি জান্নতের কথা বলে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন অথবা জাহান্নামীকে জান্নাতে প্রবেশ করে দিবেন। কারণ বিপদগামী হওয়ার শাস্তি আখিরাতে কি হবে সে বিষয়ে তিনি পৃথিবীতে যে নিয়মের ঘোষণা দিয়েছেন তাও আর এখন পরিবর্তন করা যেতে পারে না।

ঝড় তোলা যত নারী ক্রিকেটার 'ক্রাশ গার্ল'!

(শেষের পাতার পর)

হলে তো কথায় নেই। এর পর তিনি সুন্দরী হলে তো সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় ওঠে। তবে এমন কিছু মহিলা ক্রিকেটের রয়েছেন যারা ক্রিকেটার না হয়ে অনায়াসে কোনো অভিনেত্রী বা মডেল হতে পারতেন। কিন্তু ক্রিকেটকেই বেছে নেন তারা। বিশ্বে সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা ক্রিকেটার রয়েছেন কয়েকজন।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের এসব মহিলা ক্রিকেটারদের মধ্যে কেউ কেউ অপরূপ সুন্দরী। এবার দেখে নেওয়া যাক তাদের:

১. এলিসি পেরি:

বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা ক্রিকেটার হলেন অস্ট্রেলিয়ার এলিসি পেরি। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অভিষেক করেন। তিনি একমাত্র মহিলা ক্রিকেটার যিনি ক্রিকেট ও ফুটবল উভয় বিশ্বকাপেই অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দল ছাড়াও বিভিন্ন ঘরোয়া ক্রিকেট গুলির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি খুব একটা সক্রিয় নন, তবে তার নতুন নতুন ছবি ভিডিও দেখার জন্য ক্রিকেটপ্রেমীরা অধীর অপেক্ষায় থাকেন।

২. স্মৃতি মন্ধানা:

ব্যাট হাতে মাঠে ঝড় তোলা ভারতীয় ক্রিকেটের জগতে 'ন্যাশনাল ক্রাশ' স্মৃতি মন্ধনা কোনো অভিনেত্রীর চেয়ে কম নয়। ব্যাট হাতে যেমন মাঠের মধ্যে ঝড় তুলতে পারেন ঠিক তেমনই তরুণ-যুবকদের হৃদয়েও ঝড় তোলেন। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওডিআই ম্যাচে অভিষেক করেন এই সুন্দরী ক্রিকেটার। স্মৃতি মন্ধানা একমাত্র ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে ২০১৬ সালে আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়েছিলেন।

৩. সারা টেলর:

ইংল্যান্ডের দুর্দান্ত ব্যাটসম্যান ও উইকেট-রক্ষক ছিলেন সারা টেলর। ২০০৬ সালে তিনি ভারতের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচে অভিষেক করেন। এরপর টানা ১৩ বছর ক্রিকেট খেলার পর বিদায় জানান। সম্প্রতি তিনি তার পোশাক নিয়ে খবরের শিরোনামে এসেছিলেন। এই ইংলিশ তারকা একদিকে ব্যাট হাতে যেমন উজ্জ্বল ছিলেন, ঠিক তেমনি তার রূপেও মুগ্ধ করেছেন গোটা ক্রিকেট বিশ্বকে। অবসর নিলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তোলেন এখনো।

৪. কাইনাত ইমতিয়াজ:

পাকিস্তানী দলের খেলোয়াড় কাইনাত ইমতিয়াজ রয়েছেন এই সুন্দরীদের তালিকায়। খুবই অল্প বয়সে তিনি জাতীয় দলে যোগদান করেন। সৌন্দর্যের কারণে তিনি পাকিস্তানের 'ক্রাশ গার্ল' হয়ে ওঠেন।

৫. প্রিয়া পুনিয়া:

বিশ্বের সুন্দরী মহিলা ক্রিকেটারদের তালিকায় থাকা ভারতীয় নারী প্রিয়া পুনিয়ার ছোট থেকেই খেলার প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল। মেয়ে হয়ে ক্রিকেট খেলবে বলে অনেকেই ব্যঙ্গ করতেন। তাই তার বাবা জমি বেচে মেয়ের জন্য একটি খেলার মাঠ বানিয়ে দেন। অদম্য চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর ২০১৮ সালে তিনি জাতীয় দলে ডাক পান। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি বেশ সক্রিয় এবং মাঝেমধ্যেই তার সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো শেয়ার করেন।

৬. জাহানারা আলম:

সুন্দরীর এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের বোলিং অলরাউন্ডার জাহানারা আলম। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই ২০০৮ সালে লাল সবুজের জার্সি গায়ে দেওয়া বাংলাদেশের অধিনায়ক ও ওয়ানডে স্ট্যাটাস পাওয়া দলের এই সদস্য অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। তিনি বল ব্যাটে যেমন তুখোড়, তেমনি আবার সৌন্দর্যে দেশের লাখো তরুণকে পাগল করতেও পারেন। ক্রিকেটের পাশাপাশি বিভিন্ন র ্যাম্পে অংশ নেওয়া এই নারী এ দেশের প্রায় সব তরুণের ক্রাশ ও ড্রিম গার্ল-এ পরিণত হন। সূত্র: যমুনা টিভি ও অনলাইন।

টুইটার কেনার চুক্তি বাতিল করলেন ইলন

(শেষের পাতার পর)

টুইটারের কাছে একাধিকবার ভুয়া বা স্প্যাম অ্যাকাউন্টের তথ্য চেয়েও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। অথচ এ স্বচ্ছতাই একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার মূল দিক। গত এপ্রিল মাসে টুইটার কেনার চুক্তি করেছিলেন ইলন মাস্ক। কিন্তু এখন তা বাতিল করায় ব্রেকআপ ফিসহ অন্যান্য ক্ষতিপূরণ বাবদ এক বিলিয়ন ডলার চেয়ে আদালতে যাবেন তিনি। অপরদিকে টুইটারের চেয়ারম্যান ব্রেট টেলর বলেছেন, ইলন মাস্কের চুক্তি কার্যকর করার জন্য টুইটারের বোর্ড আইনি পদক্ষেপ নেবে। টুইটারের সঙ্গে চুক্তির শর্ত ছিল, যদি কোনো কারণে প্রতিষ্ঠানটি কেনার চুক্তি বাতিল করে বা আর্থিক লেনদেন সম্পূর্ণ না করে, তাহলে টুইটার কর্তৃপক্ষকে এক বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

শ্রীলংকায় প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে আগুন : পালালেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া

আন্দোলনের মুখে বড় ভাইয়ের মতোই প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে সরকারি বাসভবন ছেড়ে পালিয়েছেন। আন্দোলনকারীরা প্রেসিডেন্টের বাসভবনে ঢুকে পড়ে বিক্ষোভ শুরু করলে তিনি নিজের সরকারি বাসভবন ছেড়ে পালিয়ে যান। গোতাবায়া রাজাপক্ষে। শ্রীলংকায় মুদ্রাস্ফীতির জেরে মানুষের খাবার জোগাড় করাও কষ্টকর হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় সরকার বিরোধী বিক্ষোভে অংশ নিতে শনিবার সকাল থেকে ট্রেন ও ট্রাকে করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজধানীতে এসে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন সাধারণ মানুষ। এ সময় বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এই অবস্থায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রেনের বাইরে চলে গেলে পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রামাসিংহে। এদিকে বিক্ষোভ ঠেকাতে দেশটির রাজধানী কলম্বোয় ও তার আশপাশের এলাকায় জারি করা হয়েছে কারফিউ। আর এতে বিপাকে পড়েছেন দেশের নাগরিকরা এদিকে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। গত ১০ জুলাই শনিবার রাতে রনিল বিক্রমাসিংহের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়।

আবের মরদেহ আনা হলো টোকিওর বাড়িতে : খুনের মটিব ছিল অন্য

আততায়ীর গুলিতে নিহত জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের মরদেহ তাঁর টোকিওর বাসভবনে পৌঁছানো হয়েছে। গত ১০ জুলাই শনিবার এক মোটর শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে আবের মরদেহ আনা হয়। এর আগে গত ৯ জুলাই শুক্রবার জাপানের পশ্চিমাঞ্চলের নারা শহরে রাজনৈতিক সভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি আবেকে দুটি গুলি করেন। এতে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ৬৭ বছর বয়সী শিনজো আবে। ঘটনার পরপরই হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানেই আবের মৃত্যু হয়। এদিকে পুলিশ বলছে, শিনজো আবেকে খুন করা মূল লক্ষ্য ছিল না তেৎসুয়ার। তার মূল লক্ষ্য ছিল, একটি ধর্মীয় সংগঠনের নেতাকে হত্যা করা। ওই ধর্মীয় নেতা তার মায়ের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। যাতে দেউলিয়া হয়ে পড়েন তিনি। এ কারণে তাকে খুন করতে চেয়েছিলেন কথিত ঘাতক।

নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন করোনায় আক্রান্ত

করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। চিকিৎসকদের পরামর্শে এখন শান্তিনিকেতনে নিজের বাড়ি প্রতীচীতেই আইসোলেশনে আছেন তিনি। সেখানেই চলছে চিকিৎসা। ১ জুলাই শান্তিনিকেতনে নিজের বাড়ীতে আসেন ৮৯ বছর বয়সী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। লকডাউনের কারণে পৈতৃক ভিটেতে আসা হচ্ছিল না তাঁর। প্রায় দুই বছর পর এ মাসেই শান্তিনিকেতনে আসেন তিনি। গত ১০ জুলাই শনিবার কলকাতা ও রোববার লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় সবই বাতিল করা হয়েছে।

জ্বালানি বাজারে বিপর্যয় আসন্ন, পুতিনের হুঁশিয়ারি

পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেয় কেবল চীন ও ভারতের কাছে গেল তিন মাসে ২৪ বিলিয়ন ডলারের জ্বালানি বিক্রি করেছে রাশিয়া। আর্থিক বিচারে গত বছরের তুলনায় যা ১৩ বিলিয়ন ডলার বেশি। এদিকে ইউক্রেনে সেনা অভিযানের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে রাশিয়ার ওপর দেওয়া নিষেধাজ্ঞা জ্বালানি বাজারে ভয়াবহ সংকট তৈরি করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। পুতিনের দাবি, রাশিয়ার জ্বালানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া দেশগুলো নিজেদের বিপর্যয় ডেকে আনছে। এর পরিণতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। এমনকি বৈশ্বিক বাজারেও নামতে পারে বিপর্যয়। পুতিনের দাবি, পশ্চিমারা তাদের ক্ষতির কথা এরইমধ্যে স্বীকার করে নিয়েছে। আর সেই ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলার।

কৃষ্ণাঙ্গ ফ্লয়েড হত্যা : পুলিশ কর্মকর্তা চৌভিনের আরও ২০ বছরের সাজা

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে কৃষ্ণাঙ্গ ৪৬ বসর বয়সী জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যার সময় তার নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করায় মিনিয়োপোলিসের পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেক চৌভিনকে ২০ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, ডিসেম্বরে চৌভিন (৪৬) ফেডারেল নাগরিক অধিকার নিয়ে আনা পৃথক অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন। দায়িত্ব পালনকালে জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যার দায়ে ইতিমধ্যে ২২ বছরের সাজা ভোগ করছেন তিনি। চৌভিনের দুটি সাজা একই সঙ্গে চলবে। তাকে এখন একটি ফেডারেল কারাগারে স্থানান্তর করা হবে। বৃহস্পতিবার আদালতে জর্জ ফ্লয়েডের ভাই ফিলোনিজ বলেন, 'জর্জের জীবনেরও দাম আছে।' চৌভিনকে সর্বোচ্চ ২৫ বছরের সাজা দিতে বিচারকের প্রতি আবেদন জানান তিনি।

বাইডেনের যোগাযোগ পরিচালক পদত্যাগ করছেন

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের যোগাযোগবিষয়ক পরিচালক কেট বেডিংফিল্ড পদত্যাগ করছেন। গত ৬ জুলাই বুধবার হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপি বাইডেন প্রশাসনের বিবৃতির বরাত দিয়ে জানায়, কেট চলতি মাসের শেষ দিকে তাঁর পদ ছাড়বেন। স্বামী ও সন্তানদের বেশি সময় দিতে তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এদিকে হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ রন ক্লেইন বলেন, বাইডেনের দুই মেয়াদে ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালে, তাঁর নির্বাচনী প্রচারকালে, তাঁর হোয়াইট হাউসে আসার পর, প্রেসিডেন্টের যা অর্জন তার সবকিছুতেই কেট ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। কেট সম্পর্কে ক্লেইন আরও বলেন, তাঁর কৌশলগত বুদ্ধিমত্তা, প্রেসিডেন্টের অ্যাজেন্ডার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ, কাজের প্রতি তাঁর যে একাগ্রতা, তা অতুলনীয়।

রাশিয়াকে হারানো নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বকে পুতিনের চ্যালেঞ্জ

যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়াকে পরাজিত করা নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সাহস থাকলে পশ্চিমা বিশ্বকে এ ব্যাপারে চেষ্টা চালিয়ে দেখতে বলেছেন তিনি। গত ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টের নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে পুতিন এসব কথা বলেছেন। বৈঠকে পুতিন বলেন, মস্কো এখনো শান্তি আলোচনার পথ খোলা রেখেছে। সংঘাত যত দীর্ঘ হবে, যেকোনো আলোচনার সম্ভাবনা তত ক্ষীণ হয়ে আসবে। পশ্চিমা বিশ্বের প্রসঙ্গ টেনে পুতিন বলেন, 'এখন আমরা শুনছি তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের পরাজিত করতে চায়। আপনারা এখানে কী বলতে পারেন? তাদের চেষ্টা করতে দিন।' পুতিন বলেন, 'সবার অবশ্যই জানা উচিত, আমরা এখন পর্যন্ত বড় আকারে কোনোকিছু শুরু করিনি। একই সময়ে আমরা শান্তি আলোচনা প্রত্যাখ্যান করিনি। তবে যারা আলোচনা প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের জানা উচিত যে যত সময় গড়াবে আমাদের সঙ্গে আলোচনার পথ তত কঠিন হয়ে উঠবে।'

বরিস জনসনের পদত্যাগ

কেউই অপরিহার্য নয়। এই বার্তা দিয়ে পদত্যাগ করেছেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। তিন বছরেরও কম সময় ক্ষমতায় থাকার পর আজ পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। ডাউনিং স্ট্রিট থেকে এই ঘোষণা দিয়ে তিনি গত নির্বাচনে যে লাখ লাখ মানুষ কনজার্ভেটিভ পার্টিকে ভোট দিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। এত দীর্ঘ সময় ক্ষমতার জন্য লড়াই করার কারণ ব্যাখ্যা করেন জনসন। বলেন, আমি লড়াই করেছি আমার কাজের জন্য, আমার দায়িত্বের জন্য এবং আপনাদের প্রতি আমার বাধ্যবাধকতার জন্য। এর আগে মন্ত্রী এবং সহযোগী মিলে কনজার্ভেটিভ পার্টির কমপক্ষে ৫০ জনের পদত্যাগের ফলে বরিস জনসনের ওপর পদত্যাগের তীব্র চাপ সৃষ্টি হয়। নিজের মন্ত্রিপরিষদে এই গণবিদ্রোহ শুরু হয় গত ৫ জুলাই মঙ্গলবার। সম্প্রতি একটি প্রাইভেট ক্লাবে গিয়ে সেখানে অতিমাত্রায় মদ পানের কথা স্বীকার করেন ক্রিস পিনচার। ওই সময় তিনি দু'জন পুরুষকে যৌন নির্যাতন করেছেন বলে অভিযোগ আছে। এরপরই বিতর্ক শুরু হয়। মঙ্গলবার রাতে পদত্যাগ করেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাজিদ জাভিদ ও চ্যান্সেলর ঋষি সুনাক। এর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এমপিদের পদত্যাগপত্রের স্তুপ হতে থাকে। তাতে বরিস জনসনকে পদত্যাগের আহ্বান জানানো হয়। এ অবস্থায় ১৯২২ কমিটির চেয়ারম্যান স্যার গ্রাহাম ব্রাডির সঙ্গে এক বৈঠকের পর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন জনসন।

বরিস জনসনের বিদায়ে রাশিয়ার রাজনীতিকরা যা বলছেন

প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগে আনন্দ প্রকাশ করছে রাশিয়ার রাজনীতিবিদরা। বরিস জনসনকে 'নির্বোধ ও ভাঁড়' সম্বোধন করে রাশিয়ার রাজনীতিকরা বলেছেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহকারী জনসন অবশেষে তার পুরস্কার পেয়েছেন। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, তিনি বরিস জনসন আমাদের পছন্দ করেন না, আমরাও তাকে পছন্দ করি না। রাশিয়ার ধনকুবের ওলেগ দেরিপাস্কা টেলিগ্রাম বার্তায় বলেন, বোকা জনসনকে অপমানজনকভাবে বিদায় নিতে হলো। রাশিয়ার সংসদের নিম্নকক্ষের স্পিকার ভিচাস্লাভ ভলোদিনি বলেন, ভাঁড় বিদায় নিচ্ছে।

ভারতে করোনার নতুন ধরন পাওয়া গেছে: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

ভারতে করোনাভাইরাসের আরও একটি নতুন ধরন পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এ ধরনটি ওমিক্রনের নতুন সাব-ভেরিয়েন্ট 'বিএ টু সেভেনটি ফাইভ'। গত ৬ জুলাই বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে ডব্লিউএইচওর মহাপরিচালক ত্রেদোস আধানোম গেব্রেয়াসুস বলেছেন, 'ইউরোপ ও আমেরিকায় এখন করোনার বিএ ফোর এবং বিএ ফাইভ ধরনের ঢেউ চলছে। এরই মধ্যে ভারতে ওমিক্রনের আরেকটি উপ-ধরন পাওয়া গেছে, যার নাম বিএ টু সেভেনটি ফাইভ। এই নতুন ধরনটিকে আমরা পর্যবেক্ষণ করছি। সংস্থার মহাপরিচালক আরও বলেছেন, 'গত দুই সপ্তাহে বিশ্বব্যাপী করোনার সংক্রমণ ৩০ শতাংশ বেড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ছয়টি উপ-অঞ্চলের মধ্যে ছারটিতেই গত সপ্তাহে করোনার সংক্রমণ বেড়েছে।' ভারতে পাওয়া নতুন এ ধরন সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী সৌম্য স্বামীনাথন টুইটারে পোস্ট করা এক ভিডিওতে বলেছেন, বিএ টু সেভেনটি ফাইভ সাব-ভেরিয়েন্টটি প্রথমে ভারতে পাওয়া গেছে।

গদি ছাড়ার আগে বিয়ের জমকালো পার্টি করতে চান বরিস

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ক্ষমতা ছাড়ার আগে সরকারি বাসভবনে তাঁর বিয়ের জমকালো পার্টি দিতে চান। সরকার ও দলে নজিরবিহীন চাপে আছেন বরিস। চাপের মুখে দলীয় প্রধানের পদ ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। গত ৭ জুলাই বৃহস্পতিবার তিনি এ সংক্রান্ত ঘোষণা দেন। তবে কনজারভেটিভ পার্টির নতুন নেতা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন।

দ্য মিররের প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্যারি সিমন্ডসের সঙ্গে বিয়ে উদ্যাপনে জমকালো পার্টি আয়োজনের পরিকল্পনা করছেন বরিস। চলতি মাসের শেষ দিকে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন চেকারসে এ পার্টি করা হতে পারে।

কনজারভেটিভ পার্টির দু

STUDY IN USA
COLLEGE / UNIVERSITY

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২২ইং সেশনে ভর্তি আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন

আমরা যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্ক। স্টুডেন্ট ভিসায় যারা বাংলাদেশ থেকে USA এর বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে চান আমরা তাদের সহায়তা করছি। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২২ (ফল) সেশনে ভর্তি হতে আগ্রহীরাসহ অভিভাবক, স্বজনরা যোগাযোগ করুন।

- ইতিমধ্যে যারা স্টুডেন্ট ভিসায় USA এর বিভিন্ন স্টেইটে এবং সিটিতে পড়তে এসেছেন কলেজ পরিবর্তন করতে চান আমরা তাদের সাহায্য করছি।

আমাদের আরো সেবাঃ
☑ এমপ্লয়মেন্ট ভিসা ☑ ভিজিট ভিসা ☑ ফ্যামিলি ভিসা ☑ ইমিগ্রেশন সাপোর্ট

প্যাকেজ/ননপ্যাকেজ
IELTS — Masters Course
without IELTS — Bachelor Course
Associate — Language Course

সরাসরি যোগাযোগঃ সোম ও মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩ টা

Global Link LLC

আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি স্টেইট এর অর্ধশতাধিক কলেজের সাথে কাজ করি। আমাদের রয়েছে নিজস্ব প্রতিনিধি। এছাড়া দেশে বিদেশে আমাদের রয়েছে ভর্তি বিষয়ক পেশাদার জনবল।

More Information & Address:
New York Office: 37-55 72nd Street, NY 11372
Dhaka Office: House No. 55, Road No. 08, Block: D
Niketon, Gulshan-1, Dhaka-1212, Mobile: 01756757863
Phone: 929-586-6559, 9175958820
Email: ecgloballinkllc@gmail.com

Sylhet Conctact:
Advocate Abdul Khalik Khaled
Md. Mizanur Rahman
Agrani 14, Londoni Road
Subidbazar, Sylhet.
01754707577, 01716526313

আমরা আছি ecgloballinkllc ecgloballinkllc.com



বারী হোম কেয়ার
Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
চলমান কেস ট্রানস্ফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

- মিডটাউন ম্যানহাটনের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিসেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইন সম্মত।
- আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

ট্রান্সফার ও নতুন কেস
$22
5 BOROUGH প্রতি ঘন্টায়
১২১ লং আইল্যান্ড
১১৮ ডলার বাফেলো

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

- হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোনও ফি চার্জ করি না।
- কেয়ারগিভারের অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন।
- আমরা মেডিকেইড/মেডিকেয়ার/ ট্রাস্ট/ফ্রি স্টাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

চাকুরী দরকার?
আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি

আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901

আমার CDPAP, HHA, PCA সার্ভিসেস প্রদান করি

আপনার পছন্দমত ডাক্তার রাখতে পারবেন ঔষধ পেতে কোন সমস্যা হবে না

JACKSON HEIGHTS OFFICE: 37-16 73rd Street Suite 401, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 718-898-7100
JAMAICA OFFICE: 169-06 Hillside Ave. 2nd Fl Jamaica, NY11432, Tel: 718-291-4163
BRONX OFFICE: 2513 Starling Ave. Suite 201 Bronx, NY 104621, Tel: 718-319-1000
BUFFALO OFFICE: 977 Sycamore St 2nd Buffalo, NY 14212, Tel 347-272-3973
LONG ISLAND OFFICE: 469 Donald Blvd, Holbrook, NY 11741, Tel: 631-428-1901
OZONE PARK OFFICE: 33 101 Ave, Brooklyn, NY 11208, Tel: 718-942-5554
BROOKLYN OFFICE: 509 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218, Tel: 347-240-6566, Cell: 347-777-7200
BUFFALO ADDRESS: 59 Walden Ave Buffalo, NY 14211, Tel: 716-891-9000, 716-400-8711


Asif Bari (Tutul)
C.E.O

646-630-9581 info@barihomecare.com www.barihomecare.com

বুধবার পদত্যাগ করবেন রাজাপাকসো

শ্রীলঙ্কান প্রেসিডেন্টের বাড়িতে বিপুল অর্থের সন্ধান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শ্রীলঙ্কায় গত কয়েকমাস ধরে চলা সরকারবিরোধী বিক্ষোভ শনিবার (৯ জুলাই) বিপজ্জনক মোড় নেয়। এদিন হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতা জোর করে কলম্বোতে প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপাকসের বাসভবনে ঢুকে পড়ে। এর আগে গোটাবায়াকে বাসভবন থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে প্রেসিডেন্ট এখন কোথায় অবস্থান করছেন তা স্পষ্ট নয়। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনেও বিক্ষোভকারীরা ঢুকে পড়ে।

বিক্ষোভকারীরা দাবি করেছে, তারা প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপাকসের বাসভবনে লাখ লাখ রুপি পেয়েছে। রোববার (১০ জুলাই) এক মিডিয়া রিপোর্টের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, গোটাবায়ার ভবনে পাওয়া অর্থ বিক্ষোভকারীদের এসব অর্থ গুনতে দেখা গেছে। ডেইলি মিররের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব অর্থ নিরাপত্তা বাহিনীর স্থানীয় ইউনিটের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্টের বাড়িতে অর্থ পাওয়ার বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। তারা মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট ঘটনা খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছে। তবে দেশটিতে শনিবারের সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত প্রাণহানির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। দেশটির নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যসহ আহত ৩৩ জনকে কলম্বোর ন্যাশনাল হসপিটাল অব শ্রীলঙ্কায় নেওয়া হয়েছে বলে বিবিসি সিনহলা সার্ভিসকে জানিয়েছেন হাসপাতালের একজন মুখপাত্র।

ফেসবুকে বিভিন্ন লাইভস্ট্রিমে দেখা গেছে, প্রেসিডেন্ট বাসভবনের ভেতর বিভিন্ন কক্ষে এবং করিডোরে শত শত মানুষ। বাইরের উদ্যানে এবং ভবনের ছাদেও বহু বিক্ষোভকারী অবস্থান করছে। তাদের অনেকের হাতে শ্রীলংকার পতাকা।

একটি ফুটেজে দেখা গেছে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী ভবনের চত্বরের সুইমিং পুলে নেমে সাঁতার কাটছে, ঝাপাঝাপি করছে। জানা গেছে, কিছুটা দূরে প্রেসিডেন্টের অফিস ভবনের মধ্যেও একদল বিক্ষোভকারী ঢুকে পড়ে। এদিকে শনিবার কলম্বোতে নির্ধারিত বিক্ষোভ কর্মসূচি ঠেকাতে শুক্রবার রাতেই সরকার রাজধানীতে কারফিউ জারি করে। কিন্তু বিরোধী দল এবং নাগরিক সংগঠনগুলোর প্রতিবাদের মুখে কারফিউ তুলে নেওয়া হয়। সংকট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রামাসিংহে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি জরুরী বৈঠকে ডেকেছেন। তিনি স্পিকারকে পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকতে বলেছেন।



বুধবার পদত্যাগ করবেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রাজাপাকসে

অপরদিকে দেশজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় পর শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে জানিয়েছেন, আগামী ১৩ জুলাই তিনি পদত্যাগ করবেন। এ বিষয়ে দেশটির পার্লামেন্টের স্পিকার মাহিন্দা ইয়াপা আবেবর্ধনে জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট তার কাছে পদত্যাগের ইচ্ছার কথা বলেছেন। দেশটিতে নজিরবিহীন অর্থনৈতিক সংকটের কারণে খাবার সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে প্রচন্ড টান পড়ায় জ্বালানি তেল, খাদ্য এবং ওষুধ পর্যন্ত আমদানি করতে পারছে না সরকার।

এরই প্রেক্ষাপটে, সরকারের বিরুদ্ধে 'আর্থিক অব্যবস্থাপনার' অভিযোগে গত কয়েকমাস ধরে দেশটির সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষোভ করছে। কিন্তু শনিবার পরিস্থিতি চরম আকার নেয় যখন সারা দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ কলম্বোতে এসে শহরের যে এলাকায় সরকারি অফিস-আদালত এবং মন্ত্রী কর্মকর্তাদের বাসভবন রয়েছে সেখানে ঢুকে পড়ে। বিক্ষোভকারীরা এক পর্যায়ে, 'গোটা গো হোম' (গোটা বাড়িতে চলে যাও) স্লোগান দিতে দিতে অনেক মানুষ জোর করে প্রেসিডেন্টের বাসভবনে ঢুকে পড়ে।

একটি ভিডিওতে দেখা যায়, বিক্ষোভকারীরা প্রেসিডেন্টের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটছেন। এ সময় পুলের পাশে দাঁড়িয়ে অনেক বিক্ষোভকারীকে দেশটির পতাকা উড়াতে দেখা যায়। এছাড়া বিক্ষোভকারীরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বিছানায় সেলফি তুলেছে এবং তাদের ফার্নিচারে বসতে দেখা গেছে।

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.




SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে




পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্লুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্থ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // July 11 // 2022

গুম-হত্যা নিয়ে ঢাকার বক্তব্য চায় জাতিসংঘ

নিউইয়র্কঃ উাংলাদেশে সংঘটিত গুম-খুন তথা স্পর্শকাতর ঘটনাসমূহ এবং এ নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে তথ্য দিয়ে সহায়তাকারী ব্যক্তি এবং সংগঠনের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আচরণ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য ১৫ জুলাইয়ের জানতে চেয়েছে জাতিসংঘ। অন্যথায় হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের বার্ষিক রিপোর্টে বাংলাদেশের ভাষ্য অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে না। মহাসচিবের রিপোর্ট তৈরির প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত তারিখের পর কারও কোনো বক্তব্য দেয়ার অবকাশ নেই বরং তা দিলেও গৃহীত হবে না। ২৭শে জুন নিউ ইয়র্কস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনকে লেখা অফিস অব দ্য ইউনাইটেড ন্যাশন্স হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস এর ওই চিঠিতে বলা হয়, জাতিসংঘ মহাসচিবের রিপোর্টে ১লা মে ২০২১ থেকে ৩০শে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন দেশে সংঘটিত মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট স্পর্শকাতর ঘটনাগুলো স্থান পাবে। ওই সময়ে বাংলাদেশে সংঘটিত মানবাধিকার সংবেদনশীল কিছু ঘটনা রয়েছে, সে সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য দেয়ার সুযোগ রয়েছে। জাতিসংঘ আশা করে ঢাকা সেই সুযোগ গ্রহণ করবে।









চবি এলামনাই এসোসিয়েশনের নৌ বিহার ও আনন্দ ভ্রমণ অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ'র **নৌ বিহার ও আনন্দ ভ্রমণ** অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে গত ৩ জুলাই রোববার এই আনন্দ ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে চবি'র এলামনাই ও অতিথিগণ বিকেল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত 'স্কাইলাইন প্রিন্সেস'-এর জাহাজে এই নৌ বিহার ও আনন্দ ভ্রমণ উপভোগ করেন। শো টাইম মিউজিক এর ব্যবস্থাপনায় এই নৌ বিহার ও আনন্দ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

ফ্লাসিংস্থ ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনা ওয়ান-এ অপরাহ্নে নৌ বিহার ও আনন্দ ভ্রমণের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশী কমিউনিটিতে হোম কেয়ার ব্যবসায় পথিকৃৎ, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক'র সিইও এবং প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। এসময় এলামনাই এসোসিয়েশন ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে তিনি তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এই আনন্দ আয়োজনের সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

এসোসিয়েশনের সভাপতি মাহমুদ আহমেদ, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জাহাঙ্গীর শাহ নেওয়াজ ডিকেন্স ও সাধারণ সম্পাদক এস এম ফারুকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো জাহাজের মধ্যে থেকে হার্ডসন রিভারের সৌন্দর্য আর প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোক করার পাশাপাশি স্মৃতি চারণ, কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীতানুষ্ঠান। সব শেষে ছিলো আকর্ষনীয় র‍্যাফল ড্র। এতে অন্যান্যের মধ্যে মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মীর চৌধুরী, এলানমনাই এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জাহাঙ্গীর শাহ নেওয়াজ ডিকেন্স, উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী, এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি সামসুদ্দীন আজাদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু গোপ প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীর করীম, ফাহমিদা জিগর জাহান, সৈয়দা পারভীন পলি ও ছন্দা বিনতে সুলতানা প্রমুখ কবিতা আবৃত্তি এবং হাসান মাহমুদ সহ এলামনাইয়ের অন্যান্য শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

স্মৃতিচারণকালে এলামনাইগণ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের দিনগুলোতে ফিরে যান। কবিতায় তুলে ধরেন সেই সময়ে নষ্টালজিয়ার কথা। সঙ্গীত পরিবেশনের সময় কেউ কেউ নেচে-গেয়েও আনন্দ উপভোগ করেন।

নিউইয়র্কে 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রবাসীদের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার

প্রতিটি উপজেলায় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন : ড. আহমদ আল কবীর

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রবাসীদের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, বাংলাদেশের বেকার সমস্যার সমাধান সহ শিক্ষিত ও কর্মঠ জনগোষ্ঠী তৈরীতে উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি কারগরি শিক্ষা অর্জনের কোন বিকল্প নেই। সময় আর যুগ পল্টেছে, ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনী জীবনযাত্রার কর্ম ক্ষেত্রেও পরিবর্তণ এসেছে। আর তাই যে জাতি যত স্কীল সম্পন্ন সে জাতি তত উন্নত। বক্তারা বলেন, শিক্ষার উন্নয়ন সহ দেশের সকল ক্ষেত্রেই প্রবাসীরা সাধ্যমত অবদান রেখে চলেছে। এই ধারা অব্যাহত রাখতে প্রবাসীদের নানান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে।



এদিকে সেমিনারের মূল বক্তব্যে বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ, রূপালী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আহমদ আল কবির দেশের প্রতিটি উপজেলায় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, দেশে এখন অন্ন, বস্ত্র, খাদ্যের অভাব নেই। দেশের বড় সমস্যা হচ্ছে সুশিক্ষা আর কারিগরি শিক্ষার অভাব। তাই তিনি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর জোর দিয়েছেন এবং প্রবাসীরা এক্ষেত্রে এগিয়ে আসলে তিনি সার্বিক সহযেগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। খবর ইউএনএ'র।

বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যানারে শনিবার (২ জুলাই) অপরাহ্নে জ্যাকসন হাইটসের একটি মিলনায়তনে আয়োজিত উল্লেখিত সেমিনারে বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। বিশিষ্ট ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসায়ী জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত সেমিনারে মূল বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ, রূপালী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আহমদ আল কবির। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে নিযুক্ত কনসাল আয়শা হক, আমন্ত্রিত আলোচক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী রাজ্যের মনমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর প্রফেসর ড. গোলাস এম মাতবর, সেন্টার ফর এনআরবি'র চেয়ারপার্সন এস এম সেকিল চৌধুরী এবং ওয়াশিংটন ইউনির্ভাসিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজী'র চ্যান্সেলর ও চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিপ।

সেমিনারে উল্লেখযোগ্য কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রবীনন প্রবাসী নাসির আলী খান পল, বিশিষ্ট রাজনীতিক এম এ সালাম, মোর্শেদ আলম ও ড. প্রদীপ কর, সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন নিউইয়র্কের সভাপতি অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি মাইনুল হক চৌধুরী হেলাল, বিশিষ্ট ক্রীড়াবীদ, সংগঠন ও রাজনীতিক আব্দুর রহীম বাদশা, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা ও রাজনীতিক দুলাল মিয়া এনাম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, বিশিষ্ট রাজনীতিক আইরিন পারভীন, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক, মিজানুর রহমান শেফাজ, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধক্ষ্য ও মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ আলী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক ফরিদ আলম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শেখ জামাল হুসাইন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। যৌথভাবে সেমিনার পরিচালনা করেন আশরাফুল হাসান বুলবুল ও ইফজাল আহমেদ চৌধুরী।



গার্লস অব এনওয়াইসি'র ঈদ আনন্দ মেলায় আবু জাফর মাহমুদ

কথায় নয়, কাজের মধ্য দিয়ে হৃদয় দিয়ে দেশকে ভালোবাসতে হবে

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): গার্লস অব এনওয়াইসি'র উদ্যোগে নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো ঈদ আনন্দ মেলা। শো টাইম মিউজিকের সহযোগিতায় উডসাইডস্থ কুইন্স প্যালেসে গত ৩০ জুন বৃহস্পতিবার এই মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশী কমিউনিটিতে হোম কেয়ার ব্যবসায় পথিকৃৎ, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক'র সিইও এবং প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। মেলার কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো হরেক রকমের স্টলে বেচাকেনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর ফ্যাশন শো। খবর ইউএনএ'র।

অপরাহ্ন থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত মেলার কর্মকান্ড চলে। রাত ৯টার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি। এসময় অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জর্জিয়ার রাজ্যের ষ্টেট সিনেটর শেখ রহমান চন্দন, শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ বলেন, কথায় নয়, কাজের মধ্য দিয়ে হৃদয় দিয়ে দেশকে ভালোবাসতে হবে। দেশের জন্য আমাদের অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। প্রসঙ্গত তিনি সিলেট অঞ্চলের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যা এবং তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বন্যার্তদের সযোগিতা প্রদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি আমার নাম প্রচারের জন্য বা কারো কাছ থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশায় বন্যার্তদের সাহায্য করিনি। আমি সন্দ্বীপের মানুষ। এমন বন্যা, ঝড়-ঝঞ্জা মোকাবেলা করেই আমরা দ্বীপের মানুষ বড় হয়েছি। তাই বন্যায় মানুষের দু:খ-কষ্ট বুঝি বলেই সিলেটবাসীদের সাহায্যে প্রথম এগিয়ে আসি। তিনি যার যার অবস্থান থেকে দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য কাজ করার, সেবা করার আহ্বান জানান।





গার্লস অব এনওয়াইসি'র প্রধান জোহরা হোসাইনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মেলার মূল পর্ব উপস্থাপনায় ছিলেন সেলিম ইব্রাহিম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সবশেষে কমিউনিটির পরিচিতি মুখ বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেষ্টর নূরুল আজিম-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয়।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ অনুষ্ঠানস্থলে এসে পৌছলে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ফুলের শুভেচ্ছায় তাকে স্বাগত জানানো হয় এবং ফিতা কেটে তিনি আনন্দ মেলার শুভ কামনা করেন।

বাউল শিল্পী কালা মিয়ার একক সঙ্গীতানুষ্ঠান

(শেষের পাতার পর)

গত ৭ জুলাই বুধবার রাতে ব্রঙ্কসের স্টার্লিং-বাংলাবাজার এলাকায় ১৪৫১ ইউনিয়নপোর্ট রোডের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে পরিবেশিত অসাধারণ এ সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রাণভরে উপভোগ করেন বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ। খবর ইউএসএনিউজঅনলাইন'র।

অনুষ্ঠানে সমাবেত দর্শক-শ্রোতাদের শুভেচ্ছা জানান বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশন ও ব্রঙ্কস ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবের সহ সভাপতি আয়োজক বিলাল ইসলাম। এরপরই সবার করতালিতে স্টেজে আসেন প্রিয় বাউল শিল্পী কালা মিয়া। মরমি গীতিকবি শাহ আব্দুল করিমের গান দিয়ে তিনি শুরু করেন তাঁর পরিবেশনা। এরপর যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী গীতিকার শাহ বদরুজ্জামান রুহেলের লেখা প্রবাসীদের নিয়ে গান সহ বেশ ক'টি গান গেয়ে শুনান বাউল শিল্পী কালা মিয়া। তিনি তাঁর সুরের জাদুতে মাতিয়ে তুলেন দর্শক-শ্রোতাদের। শিল্পীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দর্শকরাও হারিয়ে যান নিজ নিজ সময়ে। কালা মিয়া বিরতিতে গেলে স্থানীয় শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন।

বাউল শিল্পী কালা মিয়া আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর গান শুনার জন্য দর্শক-শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানান।

সবশেষে ছিল নৈশভোজ। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার জন্য সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও দ্য প্যালেসের কর্ণধার বিলাল ইসলাম।







TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA



গভর্নর আইল্যান্ডে এক বিকেল

হাবিব রহমান: ফাইভ ট্রেনে বাউলিং গ্রীণ স্টেশনে বেরিয়ে সামনে একটু হাঁটতেই হাতের ডানে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

গরুর ডাক্তার!



নাম তার এস এ খালেক। গাবতলী বাসস্টান্ড এলাকায় বিরাট জায়গার ওপর বাড়ী ছিল। লাগোয়া একটা সিনেমা হল। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বাউল শিল্পী কালা মিয়ার একক সঙ্গীতানুষ্ঠান



নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে গোল্ডেন প্যালেসের আয়োজনে বাংলাদেশের প্রখ্যাত বাউল শিল্পী কালা মিয়ার একক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়েছে। (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

উত্তর আমেরিকায় ঈদুল আযহা উদযাপিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে শনিবার (৯ জুলাই) নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকার পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপন হয়েছে। ঈদুল আযহা মুসলমানদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। ঈদুল আযহা উদযাপনের অন্যতম প্রধান কর্মকান্ড হচ্ছে ঈদের নামাজ আদায় করার পর সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে পশু কোরবানী। এদিকে চরমান করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে স্বাস্থবিধি মেনেই নিউইয়র্কের বিভিন্ন মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করা হয়েছে। কোথাও কোথাও খোলা মাঠে ঈদের জামাত হয়েছে। খবর ইউএনএ'র। নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জ্যামাইকা (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



জ্যামাইকায় চাঁদ রাত উদযাপন

আশরাফুল হাবীব মিহির: ঈদ মানে আনন্দ, আর এই আনন্দটা তখনই পরিপূর্ণ হয় যখন তা সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নিজের মতো করে আনন্দ খুঁজে নেয় প্রবাসীরা। তারা প্রিয়জন থেকে অনেক অনেক দূরে, তাদের শূন্যতা পূরণ হবার নয়। আর এই শূন্যতার কিছুটা পূরণ (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা অফিসে ইউএমআর নেতৃবৃন্দ

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার অবহেলিত মানুষের সেবায় কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রের সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড মিশন ফর রিলিফ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ইউ এম আর)। 'বেটার টুগেদার' শ্লোগান নিয়ে ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটন ডিসি। এছাড়াও নাইরোবি ও (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

টুকরো খবর TiME television

টুইটার কেনার চুক্তি বাতিল করলেন ইলন মাস্ক

বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক ভুয়া অ্যাকাউন্টের সংখ্যা নিয়ে টুইটারের দেয়া তথ্যকে ভুল আখ্যায়িত করে টইটার কেনার চুক্তি বাতিল করেছেন। ইলন মাস্কের আইনজীবী জানিয়েছেন, (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

৬ জুলাই কুইন্সে 'মোর্শেদ আলম ডে'

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাস জীবনের ৩৮ বছরের ৩০ বছরই কমিউনিটি সার্ভিসের স্বীকৃতি পেলেন আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশীদের পথিকৃৎ, নিউইয়র্কের বাংলাদেশী-আমেরিকান মোর্শেদ আলম (৬৫)। গত ৬ জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার তাজমহল পার্টি হলে অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানে কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং মোর্শেদ আলমের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



নিউইয়র্ক: 'মোর্শেদ আলম দিবস' ঘোষণার কংগ্রেসনাল স্বীকৃতিপত্র মোর্শেদ আলমকে হস্তান্তর করছেন কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং

উৎসব মুখর ও বর্ণিল আয়োজনে কানাডা দিবস পালিত



সাইফুল্লাহ মোহাম্টমদ দুলাল: পহেলা জুলাই ছিলো কানাডার জন্মদিন। দেশটির ১৫৫তম বার্ষিকী উৎসব মুখরিত ভাবে পালিত হলো। সরকারি ছুটির দিনে রাজধানী অটোয়াসহ বিভিন্ন প্রদেশের শহরগুলোতে মনোমুগ্ধকর শোভাযাত্রা, প্যারেড, হইচই, নাচ-গানের জমজমাট অনুষ্ঠানের আয়োজন চলে। (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

কুরবানীর মাংস মেলে ঈদের ২-৩ দিন পর!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে কসাই সঙ্কটের কারণে ঈদের দিনে অধিকাংশ প্রবাসীদের ভাগ্যে জোটে না 'কোরবানীর মাংস'। ঈদের ২-৩ দিন পর মেলে খামারে দেওয়া কোরবানির অর্ডারের মাংস। যুগ যুগ ধরেই এ অবস্থা চলে আসছে। প্রায় প্রতিটি খামারেই ঈদের দিন থেকে হাজার হাজার গরু-ছাগল (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



কালবে মুনিব বা অনুরক্ত মন

জাফর আহমাদ

আরবী কালবে মুনিব অর্থ অনুরক্ত মন। আর অনুরক্ত মন মানে নিজেকে একদিকে মুখ করা এবং বার বার সে দিকেই ফিরে যাওয়া। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

খেলার খবর

ঝড় তোলা যত নারী ক্রিকেটার 'ক্রাশ গার্ল'!

স্পোর্টস ডেস্ক: ক্রিকেট এখন কেবল ২২ গজের খেলা নয়। এই খেলার খেলোয়াড়রা সব সময় থাকেন আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। নারী ক্রিকেটার(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

কতটুকু গোশত খাবে শিশু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বের মুসলিম কমিউনিটিতে কোরবানির ঈদ উদযাপন হচ্ছে। এই ঈদের একটা বড় অংশজুড়ে রয়েছে রান্না (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বিনোদন

বাবাকে নিয়ে আবেগঘন পোস্ট ফারুকীর

বিনোদন ডেস্ক: মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর বাবা আবদুর রব ফারুকী মারা গেছেন। শুক্রবার (৮ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদিন সন্ধ্যায় ফেসবুকে ফারুকী আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন।(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com